প্রতিভা।

হরিহর শেঠ

প্রণীত।

চন্দননগর পুস্তকাগার হইতে

প্রকাশিত।

মূল্য এক টাকা।

প্রতিভা প্রেস,
২১১এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চন্দ্র কর্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

নাটক রচনা ইহাই আমার প্রথম। সমগ্র কোন একখানি নাটক আমার পড়িবার সুযোগ হয় নাই; নাটকের অভিনয়ও বড় বেশি দেখি নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সোদরোপম শ্রীমান আদিত্যনাথ [illegible]ত্তীর বিশেষ চেষ্টায় মৎপ্রণীত 'অভিশাপ' উপন্যাসখানি বন্ধুবর [illegible]ক্ত শ্রীশচন্দ্র সুরের দ্বারা নাটকাকারে পরিণত হইয়া অভিনীত হয়। [illegible]বে প্রধানতঃ তাহারই আগ্রহে ও অনুরোধে এই গ্রন্থখানি লিখিত [illegible]াছে। সংসার রঙ্গক্ষেত্রে সচরাচর যে সব অভিনয় দেখিতে পাই [illegible]ারই একটা অপরিস্ফুট অঙ্ক এই সামান্য নাটকখানিতে ফুটাইবার [illegible] পাইয়াছি, কতদূর সাফল্য লাভ হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না।

নাটকীয় চিত্রে সত্যের ছবিও আমাদের সমাজের দুর্নীতি দুর্ব্বলতা [illegible]রণে কতটা সহায়তা করে বুঝিতে পারি না। 'সরলা', 'বলিদান' [illegible] প্রফুল্লের' দ্বারা যদি সে ভাবে বিশেষ কাজ না হইয়া থাকে, [illegible] ক্ষুদ্র 'প্রতিভা' বড় কিছু করিতে পারিবে সে স্পর্দ্ধা করি না। তবে [illegible] সমাজ দেহের মধ্যে যে সব দৌর্ব্বল্য ও দুর্নীতি ফল্গুর মত গুপ্তভাবে [illegible]ত বহিয়া চলিয়াছে, ইহা পাঠে কোন পাঠকেরও তাহা লক্ষ্যের আসে, তাহা হইলেও সার্থকতা অনুভব করিব।

বর্ত্তমানে আমার সময়াভাব ও অন্যান্য কারণে এই পুস্তকখানি [illegible] হইয়া প্রকাশিত হওয়ার পক্ষে বিশেষ বাধা ছিল। সুহৃদ্বর [illegible] নারায়ণচন্দ্র দের সহায়তা না পাইলে ইহা এক্ষণে প্রকাশ [illegible] পারিতাম বলিয়া মনে হয় না। এখানে লিখিয়া সেজন্য [illegible]তা জানান বাহুল্য মাত্র।

চন্দননগর,
১৩২৮ সাল।

হরিহর শেঠ

নাট্যোল্লিখিত চরিত্রবৃন্দ

পুরুষ।

উমানাথ	...	...	ধনবান ভদ্রলোক।
রমানাথ	...	...	ঐ ভ্রাতা।
শরৎ হেমনাথ	...	...	ঐ বন্ধু।
দেবেন্দ্রনারায়ণ	...	...	জমিদার যুবক।
দীনেশ যতীশ	...	...	ঐ মোসাহেব।
রমেশ		...	ঐ বিলাত প্রত্যাগতবন্ধু।
নীলাম্বর	...	...	ঐ গোমস্তা।
কেশব	...	...	গৃহস্থ ভদ্রলোক, উমানাথের বন্ধু।
নগেন	...	...	ঐ ভ্রাতা।
বিনোদ	...	...	উমানাথের এটর্ণী।
নিমাই	...	...	দেবেন্দ্রনারায়ণের এটর্ণী।
শঙ্করলাল	...	...	ঐ মামলাবাজ মোসাহেব।
প্রিয়নাথ হরেন মনোহর গোপেশ্বর	...	...	বান্ধব সমিতির সভ্য।

রামসুন্দর রাইচরণ ভট্টাচার্য্য শিরোমণি	...	...	গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ।
জীবন	...	...	প্রতিভার দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতা।
ঘোষাল মশাই	...	...	দালাল।

ম্যাজিষ্ট্রেট্, ইণ্টারপ্রিটার, ব্যারিষ্টার, দেওয়ান, চাপরাসি, পাহারাওয়ালা, হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, কয়েদিগণ, জমাদার, মাতাল বন্ধুদ্বয় প্রভৃতি।

স্ত্রী।

রাধারাণী	...	...	উমানাথের মাতা।
প্রভাবতী	...	...	ঐ স্ত্রী।
বিভাবতী	...	...	ঐ কন্যা।
তারা	...	...	ঐ বিধবা ভ্রাতৃজায়া।
লাবণ্য	...	...	রমানাথের স্ত্রী।
সুধা	...	...	দেবেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী।
বসন	...	...	উঁহার দূরসম্পর্কীয়া ভগ্নী।
প্রতিভা	...	...	জনৈক ব্যারিষ্টারের কন্যা।
কমল	...	...	প্রতিভার বাল্য সহচরী।
সরলা	...	...	কেশবের স্ত্রী।
সৌরভ	...	...	দাসী।

পিসিমা, বামুন মা, বাইজী ও দাসী।

প্রতিভা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কেশবের অন্দর বাটীর সংলগ্ন কক্ষ।

কেশব ও সরলা।

সরলা। তা' হ'লে কি উপায় ঠিক করলে?

কেশব। আর উপায় কি আছে, যে দিকে যাই একটুও আশা দেখ্‌তে পাই না। আমি জান্‌তুম্‌ বৃন্দাবন বাবুর কাছে গিয়ে কোন ফল হ'বে না। নগেন সেদিন দু'বার তিনবার বল্‌লে, তারপর কাল আবার চিঠি লিখেছিল, তাই একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌লাম। ও ছেলেটির আশা ছাড়্‌তেই হ'ল।

সরলা। আচ্ছা আমি বল্‌ছিলাম আমরা গরীব, আমাদের আবার মান অপমান কি? মেজ বউঠাকুরের কাছে একবার বলে দেখ্‌লে হো'ত না?

কেশব। বরং ভিক্ষে করতে হয় তাও হয়ত পারব, কিন্তু মেজদাদার কাছে আমি আর চাইতে পার্‌ব না। আপনার লোকের কাছে যেন কেউ কখন না হাত পাতে। সরলা, তুমি কষ্ট পাবে ব'লে তোমায় বলিনি, মেজদাদার কতদিকে কত টাকা খরচ

হচ্চে, তিনি দেশে একজন দাতা ব'লে প্রসিদ্ধ। কিন্তু তোমার অসুখের সময় একশ' টাকা ধার নিয়ে দিতে দু'মাস দেরি হ'য়েছিল তার জন্য তাঁর সরকারকে দিয়ে তিনি যে অপমান করেছিলেন তা এজন্মে আমি ভুল্তে পা'রব না। আমি তাঁর ভাই না হ'য়ে যদি তাঁর স্ত্রীর ভাই হতুম্ তা হলেও একদিন আশা কর্‌তে পারতুম্।

সরলা। তবে আর কার কাছে যাবে! তোমার অনেক বড় মানুষ বন্ধু আছে তোমার কাছে শুনেছি, কিন্তু আপনার লোক যদি ওরকম করতে পেরে থাকেন, তা হলে আর তাঁদের কাছ থেকে কি করে চাইতে বল্‌ব।

কেশব। বন্ধু অনেক আছে সত্য, বড় লোকও তার মধ্যে অনেক আছে; কিন্তু সরলা, এ বিপদের সময়ের বন্ধু কয়জন পাওয়া যায়? সাহেবদের ক্লাবে চাঁদা দিতে, বাড়ীতে বল্‌নাচ দিতে, গার্ডেন পার্টিতে অকাতরে টাকা খরচ কর্‌তে যাঁরা কুণ্ঠিত নয়, একটা গরীব বন্ধুর বিপদে কিছু ধার দিয়ে একটু উপকার কর্‌তে হ'লে, তাঁদের হাতে কিছু থাকে না, জমীদারীতে অজন্মা হয়।

সরলা। কেন, ও কথা বলোনা। সকলেই কি ওরকম; উমানাথ বাবু আমাদের কত উপকার করেছেন তা কি ভুলে গেছ?

কেশব। উমানাথ দেবতা; তার উপকার যদি ভুলে যাই তা হ'লে আমি পশুর অধম। কিন্তু এখন আমার আর কি সে মুখ আছে যে আমি আবার তাঁকে বল্‌ব। আমি তা পা'রব না। আমি শেষ স্থির করেছি, উমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। আজ নগেন বাড়ী এলে একবার তার সঙ্গে পরামর্শ করে শ্যামাচরণ রায়ের ছেলেটির সঙ্গেই কাল পাকা কর্‌ব।

আর বাড়ীটি বাঁধা দিয়ে যা হয় করে হাজার বার শ' টাকা জোগাড় করা ভিন্ন কোন উপায় নাই। তারপর যা আমার বরাতে আছে তাই হবে। আমরা যেমন আমাদের আর কি পাত্র জুটবে!

সরলা। যা হবার তাই হবে, তুমি অত ভেব না। সমস্ত দিন রোদে ঘুরে ঘুরে এলে, মুখহাত ধোও, একটু জল খাও।

(নগেন্দ্রনাথের প্রবেশ ও সরলার প্রস্থান।)

কেশব। কখন এলে, বেশ ভাল আছ?

নগেন। হ্যাঁ ভাল আছি, এই আস্‌চি; সম্বন্ধের কি হলো?

কেশব। টাকার যোগাড় কিছু কর্‌তে পারি নি, ঘটককেও কিছু উত্তর দিতে পারি নি।

নগেন। হরলাল বাবুর কাছে গেছ্‌লে?

কেশব। তিনি নাবালক ভাইয়ের ওজর করে দিতে পারবেন না বল্‌লেন। আমি স্থির করিচি আর কাকেও বল্‌তে যা'ব না, বল্লভপুরের ছেলেটী দুই হাজারের কমে যখন কিছুতেই হ'বে না বলেচে, তখন শ্যামাচরণ রায়ের ছেলের সঙ্গেই পাকা করি। বোধ হয় নগদ হাজার ও শয্যা, বাসন, দান দিলে হতে পার্‌বে।

নগেন। এই টাকাই কোথা থেকে জোগাড় হ'বে?

কেশব। আমি মনে মনে ঠিক করিচি, কতকটা ব্যবস্থাও করিচি। আমার অংশ বাঁধা দোবো। তা ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

নগেন। তোমার অংশ কি, বাড়ীর অংশ বল্‌চ?

কেশব। হাঁ, বাড়ীর অর্দ্ধেক অংশ।

নগেন। দাদা, যদি বাড়ী বাঁধা দিতেই হয়, তবে ও ছেলের সঙ্গে কেন, বল্লভপুরের ছেলেটির সঙ্গেই স্থির কর, সমস্ত বাড়ীটিই বাঁধা দাও।

তুমি আমার অংশ রেখে তোমার অংশ বাঁধা দেবে এমন মনে করেচ কেন ?

কেশব। ভাই উমার বিয়ে হলেই যে সকল দায় মিট্‌ল তা নয়, আরও আমার একটী, তোমার দু'টি আছে; তারপর কখনও যে এ দেনা পরিশোধ করতে পারব সে আশা নাই। তাই ঠিক করিচি আমাদের যেমন অবস্থা তাতে শ্যামাচরণ রায়ের ছেলেই ভাল। ঘোষাল মহাশয় ঠিক করে দিয়েছেন, দেবেন্দ্র বাবু আমার অর্দ্ধেক অংশ রেখে পনের শ' টাকা দেবেন, সুদ এক টাকা হিসাবে। কালই লেখাপড়া হ'বে।

নগেন। যা অদৃষ্টে আছে তাই হ'বে। বাড়ী বাঁধা দিতে হয়, ত সমস্ত দাও; আর বামাচরণ ঘটককে ডেকে ঐ ছেলেটিই ঠিক কর। প্রায় পনের শ' টাকা খরচ করে ও ছেলের সঙ্গে কখন বিয়ে দেয়? একটু মাথা গোঁজবার জায়গা নাই, মুখ্যু ছেলে; এতো দেখে শুনে, হাত পা বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দেওয়া!

কেশব। আমার দ্বারা তোমার যে কখন এক পয়সার সাহায্য হবে তা আমার মনে হয় না। তুমি যা ভাল বোঝ কর, আমি আর কি বল্‌ব।

নগেন। দাদা, তুমি আমায় লেখাপড়া শিখিয়েছ; ছেলেবেলা বাবা মারা গেছেন তুমিই আমায় মানুষ করেচ; সামান্য বাড়ীর অংশ দিয়ে তোমার কি ঋণ শুধ্‌ব? তুমি আমার যে সাহায্য করেচ এত আমার কে করেচে?

(উমানাথের প্রবেশ।)

কেশব। আসুন, আসুন, উমানাথ বাবু।

উমানাথ। কিহে কেশব, আর ত তোমায় দেখ্‌তেই পাই না. কেমন আছ, সব ভাল? নগেন, ভাল?

নগেন। আজ্ঞা হ্যাঁ সব ভাল।

কেশব। হাঁ, শারীরিক সব চল্‌চে একরকম। আপনার সব ভাল? বসুন। [নগেনের প্রস্থান।

উমানাথ। কেশব ভাই আমি আপনি টাপনি বল্‌তে পারি না, তোমার আমাকে আপনি বল্‌তে লজ্জা করে না?

কেশব। (মুখ সামান্য নত করিয়া লজ্জিত ভাবে) কেমন ভুল হয়ে যায়। তোমার ছেলেপুলে প্রভৃতি সব ভাল?

উমানাথ। ঐ তোমারই মত শারীরিক সব একপ্রকার মন্দ নয়।

কেশব। কেন শরীর সব ভাল থা'কলে তোমার আবার কষ্ট কিসের? মানুষ যা চায় তার তোমার কিসের অভাব?

উমানাথ। লোকে তাই দেখে বটে, বাস্তবিক সাধারণতঃ মানুষ যা চায় তার বিশেষ অভাব ভগবান আমায় কিছুই দেন নাই; কিন্তু আমার অদৃষ্টদোষে আমার মত শান্তিহীন জীবন খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। সে কথার এখন আর দরকার নাই।

কেশব। রমা কি এখনও সেই রকমই আছে, কিছু শোধ্‌রায়নি?

উমানাথ। সেত আছেই, তা ছাড়া নানান রকম আছে। আর বড় সুবিধা নয়।

কেশব। আমরা মনে করি বুঝি আমাদের মত কষ্ট কারও নাই। তোমার অবস্থা আমি জানতুম না।

উমানাথ। ভাই, তোমার কষ্ট কম নয় তা আমি জানি, কিন্তু তিনি না করুন, বোধ হয় আমার মত অশান্তিতে তুমি কখন

ভোগনি। যাগ্ ও সব কথা, শুন্‌ছিলাম তোমার মেয়ের বিয়ে না ?

কেশব। এখনও ঠিক হয় নি ত, চেষ্টা হচ্চে। যদি সব হয়ে উঠে ত এই মাসেই দিবার ইচ্ছা আছে।

উমানাথ। শুন্‌লাম শিবপুরের কাছে কোথা ঠিক হয়েচে না! কি দিতে হবে ?

কেশব। না, ঠিক কিছুই হয় নি ; ওখানে পেরে উঠ্‌ব না অনেক চায়। সুখ্‌চরে একটী ছেলে আছে সেইটির সঙ্গে যদি হয়, কিন্তু এখনও টাকার—

উমানাথ। আমি সেই কথা শুনেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। শুনলাম তুমি নাকি দেবেনের কাছে বাড়ী বাঁধা দিয়ে পনের শ' টাকা নেবার যোগাড় করেচ ? (কেশবের মস্তক অবনত করণ ও নিরুত্তর) তুমি এ সময় আমায় জানাতে কুণ্ঠিত হয়েছ কেন ভাই ? আমি তোমার বন্ধু, দেবেন বড়মানুষ কিন্তু তোমার সে কেউ নয়। যদি টাকা ধার নিতে হয় আমার কাছ থেকে নিও।

কেশব। ধার নিয়ে কখন শু'ধতে পারব সে ভরসা নাই। তোমার কাছে বারবার নিলে রমানাথ বিরক্ত হতে পারে এই সব ভেবে দেবেন্দ্র বাবুর কাছে বাড়ী বাঁধা দেবার স্থির করেছি। তোমার উপকার আমি ভুলি নাই।

উমানাথ। তুমি যবে টাকা দিতে পার দিও, রমার সঙ্গে এ টাকার কোন সম্বন্ধ নাই। এই আমি দু'হাজার টাকা এনেছি নাও, যদি আরও কিছু দরকার হয় আমায় বল্‌লেই আমি পাঠিয়ে দোবো, কাকেও এ কথা কিছু বল্‌বার দরকার নাই।

কেশব। না উমানাথ বাবু, আমায় ক্ষমা কর. এ টাকা এখন রাখ ; এবার আমার বাড়ীটি রেখে আমায় টাকা দিও, আমরা দু'ভাইয়ে লেখাপড়া করে দোবো।

উমানাথ। কেশব তুমি ভুল করূচ, সেবার টাকা দিতে তোমার দেরি হয়েছিল বলে তুমি ভাব্‌চ। ঈশ্বরের কৃপায় আমার দু'হাজার টাকায় কি আসে যায়! এই সামান্য টাকায় বন্ধুর উপকার কর্‌তে পারলে মনে কি তৃপ্তি, কি আনন্দ হয়, তা তোমায় কি করে বুঝাব। অনন্ত অশান্তির মধ্যে ফেলেও দয়াময় মাঝে মাঝে আমায় এইরূপ আনন্দ লাভের অধিকারী করে দিয়েছেন মনে কর্‌লে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। আচ্ছা বাড়ী লেখাপড়া কর্‌তে হয় তাই হবে, এখন আমি চল্লুম্ ; সন্ধ্যার সময় একটি লোক দেখা কর্‌তে আস্‌বেন।

কেশব। একটু ব'স।

উমানাথ। আর একদিন দেখা হবে, এখন যাই।

[উমানাথের প্রস্থান।

(সরলার পুনঃ প্রবেশ।)

সরলা। হাঁগা, তুমি কি গো, একটু জল খেতে বল্‌লে না? উমানাথ বাবু সত্যই দেবতা। তিনি এত বড় লোক ; আমাদের মত লোকের কাছে নিজে কষ্ট করে এই উপকার কর্‌তে এসেছেন। পৃথিবীতে এমন লোকও আছেন!

কেশব। সরলা, ভগবান আমাদের প্রতি মুখ তুলে চেয়েছেন। তাঁর দয়া না হ'লে আমি জেনে শুনেও যার কাছে যেতে সাহস করিনি, তিনি নিজে এসে এমন অযাচিত অবস্থায় হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে যাবেন কেন? গরীবের প্রতি এত দয়া

না হ'লে দেশময় তাঁর এত নাম কেন? জগদীশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন। আমরা গরীব, আমাদের দ্বারা আর তাঁর কি উপকার হবে? যার টাকা নাই তার আর কি ক্ষমতা আছে? নগেন কোথা গেল?

সরলা। ঠাকুরপো পুকুরে গা হাত ধুতে গেছে।

কেশব। যাই তাকে বলে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দেবেন্দ্রনারায়ণের অফিস ঘর।

দেবেন্দ্র, দীনেশ ও যতীশ।

দীনেশ। আমার ত তা বিশ্বাস হয় না; ব্যাটার কত টাকা হয়েচে হা, যে আজ একে দু'হাজার, কাল ওকে পাঁচ হাজার খয়রাৎ হচ্চে।

যতীশ। না, আমার মনে হয় এ কথা মিথ্যা নয়। বিশেষ আপনি যখন এ কাজে দাঁড়িয়েছেন, তখন সে সাধ্যমত আপনার অপমান করতে চেষ্টা ক'রবেই।

দেবেন্দ্র। সে কথা যা বলেচ মিথ্যা নয়। ও ব্যাটার জ্বালায় আজ দু' তিন বৎসর ধরে আমার কোন public কাজে হাত দিয়ে সুখ নাই। দেশে কতকগুলো খোসামুদে জুটেচে, মনে করে তাদের টাকার লোভে বশ ক'রে রাখ্‌বে। কিন্তু তা হয় না, public manএর responsibility অনেক; সে capacity হ'তে এখনও তিন জন্ম ঘুরে আস্‌তে হ'বে। তুমি ও কথাটা শুন্‌লে কোথা থেকে?

যতীশ। শরৎ, গোপেশ্বর, ডাক্তার আর চাটুয্যে, এই ক'জনে আজ সকাল বেলা পালেদের রোয়াকে ব'সে এই কথা ক'চ্ছিল। অবশ্য সেই প্রসঙ্গে তোমাকেও অনেক অযাচিত certificate দেওয়া হচ্ছিল।

দীনেশ। সেটা বলাই বাহুল্য।

দেবেন্দ্র। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি ঐ ক' ব্যাটা আছে। আচ্ছা ক্রমে ক্রমে ব্যবস্থা হ'চ্ছে। আজ ঘোষাল যখন সকালে আসেনি তখনই আমার মনটায় একটু খট্‌কা লেগেছে। তেওয়ারি অনেকক্ষণ গেছে, এখনি ঘোষাল এলেই ঠিক বোঝা যাবে।

দীনেশ। যা বুঝবে তা আমি এখনই বুঝতে পাচ্চি। তুমি এতবড় একটা জমীদার; জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে তোমার এত আলাপ; এক ব্যাটা সামান্য মুদির এত তেজ চোখের উপর রোজ রোজ দেখ্‌তে হ'বে! একবার আমায় বল না, ব্যবস্থা করতে পারি কি না দেখ।

দেবেন্দ্র। সে সব ঠিক নয়, তা কিছু কর্‌তে হ'বে না। ঔষধের ব্যবস্থা হয়েছে, যথা সময়ে action আরম্ভ হ'বেই।

যতীশ। হ্যাঁ, ওর জন্যে আবার আপনি মাথা ঘামাচ্চেন, তত ক্ষণ—

(তেওয়ারির প্রবেশ।)

তেওয়ারি। (সেলাম করিয়া) ঘোষাল ঠাকুর আয়া।

দেবেন্দ্র। হিঁয়া আনে বোল। (তেওয়ারির সেলাম করিয়া প্রস্থান) দেখি, ব্যাটা কি বলে।

(ঘোষাল মহাশয়ের প্রবেশ)

এসো ঘষোল, সকালে আস্‌বার কথা ছিল এলে না যে?

ঘোষাল। আজ্ঞা, কাজটা নষ্ট হয়ে গেল।

দেবেন্দ্র। যদি পারবেই না ত এ কাজে হাত দিয়েছিলে কেন? সকালে তোমার জন্য wait করে থেকে আমার কাজের ক্ষতি হয়ে গেল। তোমার যা ক্ষমতা তা আমি বুঝে নিয়েছি।

ঘোষাল। আজ্ঞা কি কর্‌ব; উমানাথ বাবু নিজে গিয়ে—

দীনেশ। আরে দৎ তোর আজ্ঞা কি করব, এখন কিছু উপায় থাকে ত বল।

দেবেন্দ্র। আমি আট আনা কি চার আনা সুদে দোবো।

ঘোষাল। আজ্ঞে সে টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া নেওয়া হয়ে গেছে; শুনলাম লেখাপড়াও কিছু হয় নাই বা সুদের কথাও কিছু হয় নাই। তিনি না কি কেশব বাবুর বাল্যবন্ধু।

যতীশ। ও সব বন্ধুটন্ধু ঢের দেখা আছে, আমার টাকা থাকলে আমিও বাড়ী রেখে ওর ডবল টাকা দিতুম, সুদ যত হোক আর না হোক।

দেবেন্দ্র। তা হলে সে কাজ মিটে গেছে? টাকা কত দিয়েছে জান?

ঘোষাল। আজ্ঞে শুনেছি দু'হাজার টাকা দিয়েছেন, দরকার হলে আরও নাকি দেবেন বলেছেন।

(রমানাথের প্রবেশ।)

দীনেশ। রমানাথ বাবু যে, আস্তাজ্ঞা হয়, (চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ান) ক'দিন কোথায় ছেলে বাবা।

দেবেন্দ্র। আচ্ছা ঘোষাল তুমি এখন যেতে পার।

[ঘোষাল মহাশয়ের প্রস্থান।

বাস্তবিক রমানাথ বাবুকে আজকাল আর বড় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আপনি না এলে বেশ জমে না।

রমানাথ। আমি আর নেই কবে; ক'দিন একটু গোলমালে ছিলুম তাই এ দিকে আসা হয় নি।

যতীশ। এই আপনার নাম হ'চ্ছিল।

দেবেন্দ্র। যা হোক্, আপনি আজকাল বিষয় কাজে মন দিয়েছেন শুনে বড় খুসি হ'লাম্।

রমানাথ। কি রকম! আমার বিষয় কাজ ত মদ, ইয়ারকি, আর আপনারা।

যতীশ। কৈ, আমরাত কিছু শুনিনি। দেখবেন, দোহাই রমানাথ বাবু, বিষয়কাজ দেখ্‌তে যেন আমাদের দেখ্‌তে ভুলবেন না।

দীনেশ। যতীশটা দেখ্‌ছি একটা ফাষ্ট ক্লাস গাধা, উনি আজকাল তেজারতি দেখ্‌চেন শোননি? একাধারে মণিকাঞ্চন যোগ দেখ্‌ছি। এ ত সোণায় সোহাগা, আহা এর চেয়ে আনন্দ আর কি আছে।

রমানাথ। কার তেজারতি দেখ্‌লাম্? কি বল্‌চ তোমরা বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

দেবেন্দ্র। ঐ কেশর রায়কে বাড়ী মর্টগেজ রেখে আপনারা টাকা দিয়েছেন না? সেই কথাই বল্‌চে।

রমানাথ। আমরাত কত কি কর্‌চি সে কথা ছেড়ে দিন, আমি কি করছি দেখলেন বলুন। আমি এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গ জানি না, আর কোনটাই বা আমি জানি।

দেবেন্দ্র। কি রকম, আপনি জানেন না। আপনাদের ত সমস্তই জয়েণ্ট প্রপার্টি, আপনাকে দাদা একবার জিজ্ঞাসাও করেন নি?

রমানাথ। আমি এ কথা এই প্রথম শুনচি। আমার নিজের কোন

কারণে দশ টাকা দরকার হলেই আমি বড় পাই! আপনি ত সবই জানেন।

দেবেন্দ্র। হ্যাঁ তাত বটেই, এ আপনার আর একটা গুণ। আপনি এ সবের ষ্টেপ্ না নিয়ে কি করে থাকেন তা বুঝতে পারি না। আমরা ত পারি না।

যতীশ। না রমানাথ বাবু, এ point এ আপনি বড় weak. দেবেন বাবুও প্রথম প্রথম অনেক করেছিলেন, কিন্তু এ কাল আলাদা। এই আমি কি করলুম!

দীনেশ। আর আমায় এ জন্মে কিছু করতেই হলো না; বাবা ব্যাটাই সে কাজ করে গেছে।

রমানাথ। দেবেন বাবু, বিষয় আশয়ের কিছু বুঝি না; কি করব তাই চুপকরে থাকি আর দেখি। আর যা হয় করে গোলমাল করে দিন গুলা কাটিয়ে দি'।

দেবেন্দ্র। বাঃ বিষয় আশয় আবার বোঝবার কি আছে। আর বুঝ্‌তে বুঝ্‌তে এদিকে যে সব ফাঁক হয়ে যা'বে। নিজের interest আগে দেখা দরকার। তারপর আপনি একটু আমোদ আহ্লাদ চান, এতো ভাল। এ ত একটু আবশ্যক। এই আমরা কি আমোদ আহ্লাদ করচি না; কিন্তু শ্বশুরের মৃত্যুর পর যে দিন মনে করলুম তাঁর vast ষ্টেট্ নিজের হাতে নিলুম। শাশুড়ি বেঁচে রয়েচেন, শ্বশুরও কায়দা করতে কিছু কশুর করে যান নি'!

যতীশ। কেন আপনার দাদাদের সঙ্গে মিটতে কতক্ষণ লাগল?

দেবেন্দ্র। সে ছেড়ে দাও, সে বাড়িটা বাগানটা না হয়।

যতীশ। যা হোগ্ তাই না হয় হল; সেও তো আপনি কাক কোকিলকে জান্‌তে দেন নি?

দেবেন্দ্র। না রমানাথ বাবু, আমার principle ও রকম নয়। একসঙ্গে থাকতে হয় থাকুন, interest must be divided. আমি ত আপনার পক্ষে কিছু বাঁকা দেখতে পাই না। আপনার বিষয় থাকতে আপনি পরের কাছে সুদ গুঁজবেন; আর আপনার দাদা, নিজের নামের জন্য অজস্র টাকা জলের মত খরচ করবেন, তাঁর বন্ধুর মেয়ের বিয়ের সাহায্য করবেন, কোথায় অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করবেন, কে পড়তে পাচ্চেনা তার মাসহারা দেবেন। I cannot tolerate all those selfishness. ঐযে আপনার motherএর নামে পুরীতে সেবাশ্রম করলেন, ওতেত আপনারও টাকা আছে। কিন্তু আপনি কি মনে করেন ওতে আপনার motherএর নাম কিছু বাড়বে? ও ওঁর নিজের স্বার্থের জন্য ভিন্ন আর কিছুই নয়। আপনি কিসের জন্য cowardএর মত চুপ করে রয়েছেন?

দীনেশ। নিশ্চয়ই, আমি বলি আপনি একটা পার্টিশন্ সুট আনুন।

রমানাথ। আদালত টাদালত ও আমার সুবিধে নয়। দেখুন আমি খাতাপত্র কিছু বুঝি না; আমাদের current business, পার্টিশনের অনেক ঝঞ্ঝাট। তাই এত কষ্টভোগ করেও চুপ করে রয়েছি।

দেবেন্দ্র। না, সে সব এখন দরকার নাই, সে দরকার নাও হতে পারে। আপনি ইচ্ছা করেন ত আমার দ্বারা যতদূর সম্ভব আপনার সাহায্য হ'তে পারবে। আমি আমার নীলাম্বরকে ছেড়ে দিতে পারি, সে এ রকম খাতাপত্রে ঘুন। এই চৌধুরিদের,

পালেদের,—সে কত খাতাপত্র করেচে, কত খাতা উড়িয়ে দিয়েচে তার ঠিক নাই।

দীনেশ। আর আদালতেরই বা ভয় খাচ্চেন কি, সে ভার আমার। আপনাকে নড়্তেও হবে না।

যতীশ। Of course আমাদের দ্বারা যা সম্ভব সে উপকার আপনি পাবেন, সে বিষয় আপনি sure থাক্তে পারেন।

রমানাথ। দেবেন বাবু আমি অনেক দিন থেকে আপনার সঙ্গে এ বিষয় একটা পরামর্শ করব মনে করেছিলাম, আজ কথায় কথায় সে কথা হল, ভালই হল। যা হোক আপনি আমার অনেক উপকার করেচেন, এখন শেষ পর্য্যন্ত অনুগ্রহ করে দেখবেন।

দেবেন্দ্র। Certainly, এটা আমার duty মনে করি। না, দেখুন না আপনার যতই থাকুক এই আমার যে টাকাটা হয়েছে এটা একেবারে দিতে আপনার ত একটুও অসুবিধা হতে পারে, এ সাধ করে কেন? আপনি বলেন ত আমি নীলাম্বরকে আপনার সাক্ষাতেই ডেকে আপনাকে বুঝিয়ে দি', যে আপনি যা মনে করচেন কত শক্ত কাজ, সেটা কত সহজ!

রমানাথ। না এখন থাক, আজ মাথাটা বড় কি রকম করচে। আজ যাই আপনার সঙ্গে এ বিষয় পরামর্শ ক'রব।

যতীশ। তা মাথাটা একটু করতে পারে বৈকি, এযে আমারই সহ্য হচ্চে না।

দীনেশ। মাথাটা সেরে যাবে এক পেগ—

রমানাথ। (কথায় বাধা দিয়া) না আজ থাক্ আমি চলি।

[দীনেশের তাড়াতাড়ি কক্ষান্তরে গমন।

না হে এনো না আমি হয়ে যাচ্চি।

[রমানাথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।

দেবেন্দ্র। যতীশ, আজ ঠিক কাজ হয়েচে। partition suit এখন এনে কাজ নাই। নীলাম্বরকে দিয়ে আগে একটু ভিতরে ঢোকা যাগ্ না; তারপর কাজ আছে।

যতীশ। আমি বল্‌ছিলাম, আদালতে অনেক ঝঞ্ঝাট এই সব ভয়টয় দেখিয়ে ওর শেয়ারটা—

দেবেন্দ্র। এখন চুপ কর না,

(দীনেশের প্রবেশ।)

চলে গেল? টেনে গেছে?

দীনেশ। হ্যাঁ, তা না হলে এত সব যে মিথ্যা হয়ে যা'বে।

দেবেন্দ্র। তাতে দীনেশ তালিম আছে। এখন শোন দীনেশ অনেক কাজ আছে।

দীনেশ। সে সব হাঁ করতেই বুঝে নিয়েছি, এখন একটু স্ফূর্ত্তি করা যাগ্ এসো।

দেবেন্দ্র। না এখন ও সব নয়, একবার নীলাম্বরকে ডাক। তাকে একটু জিজ্ঞাসা করা যাগ্। তারপর আর একটা কাজ আছে।

[দীনেশের প্রস্থান।

কেশব ব্যাটাকে ভাল রকম শিক্ষা দিতে হবে।

যতীশ। যাদের কথার ঠিক নাই তারা আবার মানুষ কি, ওরও বড় বাড় বেড়েচে, ওকে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া দরকার।

(নীলাম্বর ও দীনেশের প্রবেশ।)

দেবেন্দ্র। নীলাম্বর, তুমি ত অনেকদিন পালেদের গদিতে ছিলে;

উমানাথ বাবুদের বিষয় সম্পত্তির কারবারের খাতাপত্র কি রকম কিছু জানা আছে কি ?

নীলাম্বর। পালেদের সঙ্গে ওঁদের কাজকর্ম্ম খুব কমই, তা হ'লেও আমি কতকমতক জানি। আর জানি না জানি কি করতে হবে বলুন। ওদের হেড্ গোমস্তা বিনদ সরকার আমার সম্পর্কে ভাইপো হয়। সব কাজ মিট্‌বে।

দেবেন্দ্র। দেখ রমানাথ তার অংশ বের করে নেবে। তুমি তোমার ভাইপোকে হাত করে রেখে দিও, এই সুযোগ দেখো না ফস্কায়। কিন্তু এখন খুব সাবধানে কাজ ক'রে যেও। কি কর্‌তে হ'বে না হ'বে পরে ব'লব।

নীলাম্বর। যে আজ্ঞা, কিন্তু উমানাথ বাবু একজন বুঝ্‌দার লোক, এঁকে বেকুব ঠাওরাবেন না, এতে অনেক কাঠ্‌খড় পোড়াতে হবে।

দেবেন্দ্র। সে আর আমায় শেখাতে হবে না, তোমার ভরসা আছে ত ?

নীলাম্বর। আজ্ঞা আপনার বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদে নীলাম্বর এমন অনেক উমানাথ রমানাথকে দেখেছে।

দেবেন্দ্র। আচ্ছা যাও। উকিলের কাছ থেকে সেই ডিক্রীর নকল খানা আজ এনো।

নীলাম্বর। যে আজ্ঞা। [নীলাম্বরের প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। যতীশ, কেশব ব্যাটাকে কি করে জব্দ করা যায় বল দেখি।

যতীশ। আপনার চাইতে কি আমার মাথায় মতলব বেশি আস্‌বে ? দীনেশ চন্দ্র কি বল ?

দীনেশ। আমার বাবা মতলব টতলব্ বড় আসে না। লাঠ্যৌষধি যা

আমাদের সাবেক আছে, কিম্বা বাঙ্গালা গোলা, যখন রায়েদের গলি দিয়ে সন্ধ্যার পর আস্‌বে; বল ব্যবস্থা করি।

দেবেন্দ্র। মেরে কি লাভ হবে? ব্যাটার মেয়ের বিয়ে ঘোচাতে হ'বে, ধোপা নাপিত বন্ধ কর্‌তে হ'বে; দেখি উমানাথ টাকায় কি সাহায্য কর্‌তে পারে।

দীনেশ। সে হ'লে বড় রগড় হয়, কিন্তু কি করে হ'বে তা'ত মাথায় আস্‌চে না।

দেবেন্দ্র। সে আর ভাবনা কি, যেখানে রামসুন্দর চাটুয্যে, ভূপতি বাঁড়ুয্যে ইত্যাদি আছে! কিছু রূপচাঁদের কথা, এই ত। ওর একটা বিধবা ভাজ আছে জান?

দীনেশ। খুব জানি। বাস্‌, আর কিছু বল্‌তে হ'বে না।

দেবেন্দ্র। শুনেচি কেশবের মেয়ের বিয়ে এই মাসের শেষেই হ'বে। তুমি কথায় কথায় কাল সকালে চাটুয্যেকে একবার এদিকে নিয়ে এসো না; তারপর যা' কর্‌তে হয় করা যা'বে।

দীনেশ। কাল সকালে চাটুয্যেকে কোন অছিলায় আন্‌ব। অনেক রাত্রি হয়ে গেছে, খ্যাঁট্‌ট্যাঁট্ তো দেবে না, এখন সরে পড়া যাক।

দেবেন্দ্র। আমিও আজ বস্‌ব না উপরে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

উমানাথের অন্দরের সংলগ্ন বারান্দা।

উমানাথ ও পিসিমা।

পিসিমা। তোমার বাবা সব অন্যায়! বড় দুঃখের এই বংশের প্রদীপ, দু'খানা ভাল করে গয়নাও দিতে নেই? আজ দাদা থাক্‌লে কত লোকজন খাওয়াতেন, কত দান খয়রাৎ করতেন তা'র সীমা নাই। আজ বড় আহ্লাদের দিন বাবা; তুমি কিনা বারটী বামুন খাইয়েই সব সার্‌লে!

উমানাথ। পিসিমা তোমরা আশীর্ব্বাদ কর বেঁচে থাক্, আমোদের দিন অদৃষ্টে থাক্‌লে অনেক আস্‌বে। কতকগুলো গয়না দিয়ে কি হ'বে? যা' হয় দু'তিনখানা ত দিয়েছি।

পিসিমা। তোমার অভাব কি বাবা? দাদা যা রেখে গেছলেন শুন্‌তে পাই তুমি তার দিগুণ বাড়িয়েচ। তোমার দান ধ্যান, ক্রিয়া কাজের জন্য তোমার জগৎ জোড়া নাম, আর এই সোনার চাঁদকে পাঁচখানা গয়না দিতে, অন্নপ্রাশনে দশ টাকা খরচ করতেই তোমার যত টানাটানি! বউ ও কত দুঃখ করছিল।

উমানাথ। খরচ করাই কি মস্ত কাজ পিসিমা? এর জন্য মা দুঃখ করেন কেন বুঝ্‌তে পারি না। এই সামান্য কথা নিয়ে আজ ক'দিন ধরে অনেকে অনেক কথা আমায় বল্‌চেন। কিন্তু মা ত সবই জানেন, তিনি বলেন এ আমার নিতান্ত বরাত মন্দ। বাবা থাক্‌লে আজ দীন দরিদ্রের দান করতেন; নাচ্ তামাসা দিতেন; লোকজন খাওয়াতেন সত্য। সেটা তাঁর কাজ, তিনি তা পারতেন, আমি পারি না। এটা আমার

কাজ নয়। আশীর্ব্বাদ কর আমার যা' কাজ তা' যেন সব আমি করতে পারি। আমার কর্ত্তব্যে না কিছু অবহেলা হয়, আমি ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।

পিসিমা। বালাই, ও কথা কি বল্‌তে আছে বাবা! এও তোমার কাজ। তুমি চিরজীবী হ'য়ে এমনি করে দু'টী ভায়ে দশজনকে প্রতিপালন করে আমার বাবার নাম বজায় রাখ।

উমানাথ। পিসিমা এবারে অনেক দিন পরে এসেচ, এ মাসটা থেকে যাও।

পিসিমা। দিন কতক থাক্‌তে ইচ্ছা হয়, কিন্তু থাক্‌লে চলে না বাবা। বৌমাটী ছেলে মানুষ আর সংসারেই বা তেমন কে আছে? একটা কথা বলছিলাম, বৌমাকে এবার দেখলুম্‌ ত কেবল হাড় ক'খানি সার, দেহে আর কিছুই নাই। কল্‌কাতায় নিয়ে গিয়ে একবার ভাল ডাক্তার দেখালে হ'ত না, কি অসুখটা বলে। আর একটু খারাপ হ'লে কি আর বাঁচ্‌বে?

উমানাথ। যা' হবার তা' হবেই। কল্‌কাতায়—

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। শরৎ বাবু এসেছেন।

উমানাথ। এইখানে আস্‌তে বল্‌।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

পিসিমা বাড়ীর ভিতর যাও, শরৎ আস্‌চে।

[পিসিমার প্রস্থান এবং অন্য দিক দিয়া শরৎ ও হেমনাথের প্রবেশ।]

শরৎ। হেমনাথকে ধরে নিয়ে এলুম্‌।

উমানাথ। এস ভাই হেমনাথ, কবে এলে, সব ভাল ত?

হেমনাথ। এই সোমবার দিন এসেছি, এবার একলাই এসেছি। গৃহিণী বেশ সেরেচে ?

উমানাথ। সেরেচে! তার সারা বোধ হয় এ জন্মে আর হচ্চে না।

হেমনাথ। সে কি ? এখনও সারে নি ? অনেক দিন হয়ে গেল যে। একবার চেঞ্জে নিয়ে গেলে হয় না।

শরৎ। সে কথা উমানাথকে ব'লো না।

উমানাথ। তুমিও এই কথা বল্‌বে তা হ'লে আর কাকে বল্‌ব। তুমি কি ভাই আমার অবস্থা জাননা ?

শরৎ। আমি সবই জানি কিন্তু ভাই এটা বুঝ্‌তে পারি না। এটা অবহেলা করা তোমার কোন মতে উচিত নয়, সব কাজের আগে তোমার এটা করা উচিত মনে করি।

হেমনাথ। আমারও বিবেচনায় এটা কোন মতে neglect করা কর্ত্তব্য নয়।

উমানাথ। তোমাদের আর কি বলব ভাই, অবহেলা বলতে হয় বল বা যা' বল্‌বে বল, আমার কর্ত্তব্যের ক্রুটি তাতে সন্দেহ নাই। এ রকম ক্রুটির আমার ত অভাব নাই। তবে তিনিই জানেন আমার এ সব অপরাধ কতদূর ইচ্ছাকৃত।

শরৎ। উমানাথ, আমায় আর এত বোঝাবার প্রয়োজন নাই, আমি কি না জানি ভাই। তবে বলি এই জন্য, আমার মনে হয় এ বিষয় তুমি যেটা কর্ত্তব্য বলে মনে কর সেটা তোমার ভুল। নিজের স্ত্রীর চিকিৎসা করান বা শরীর রক্ষার জন্য চেঞ্জের ব্যবস্থা করা তোমার বিশেষ কর্ত্তব্য।

হেমনাথ। আমারও তা'ই মনে হয়। তোমার ভাবনা কি ভাই? এত আমরা নয় যে খরচের জন্য ভাব্‌তে হবে।

উমানাথ। হেম, ও কথা যেতে দাও ভাই। তোমার এলাহাবাদে কেমন কোন অসুবিধা হচ্চে না?

হেমনাথ। না তা সব বেশ সুবিধা আছে। হ্যাঁহে, ছেলের অন্নপ্রাশনে সব ফাঁকি দিলে কেন? এত পয়সার মায়া তোমার কবে থেকে হ'ল?

উমানাথ। এই দিন কতক হয়েচে।

হেমনাথ। না না, সত্যি এতদিকে তোমার এত খরচ; আর এতদিনের পর এই ছেলেটী হয়েছে এর ভাতে কিছু করলে না কেন?

শরৎ। এ সময় হ'ল না, আম পাকুগ্‌ আমোদ গেছে কোথা।

উমানাথ। ভাই হেমনাথ, তুমি আমার শৈশবের বন্ধু তোমায় আমার লুকাবার কি আছে? পুত্র পরিবার নিয়ে বিদেশে থাক, সংসার কি তা'ত বুঝলে না? জগদীশ্বর করুন তোমায় যেন বুঝতে নাই হয়। কর্ত্তব্য পালনই আমার বিবেচনায় সংসারের প্রধান ধর্ম্ম, কিন্তু এই কর্ত্তব্যসকল পালন করা সময় সময় কত কঠোর তা'ত জান না। সংসারের রহস্য অতি জটিল, এখানে যার জন্য চুরি কর সেই আবার চোর বলে এ উদাহরণের অভাব নাই; আবার পরের ধন চুরি করচ তার সাহায্য করে এমন লোকেরও অভাব নাই। এ অদ্ভুত স্থান। আমার স্ত্রী আমার প্রাণের প্রাণ ধীরে ধীরে মরতে বসেচে তা আমি বুঝ্‌চি না, আমার চেয়ে অপরে বেশি বুঝ্‌চে? আর এই অবস্থায় আমার ছেলের অন্ন-প্রাশন চুপি চুপি সেরে নিয়ে জেনে শুনে তা'র আঁধার হৃদয় আরও আঁধার কর্‌তে বাধ্য হয়ে অসীম জ্বালায় জলচি, কিন্তু

তার জন্যও দশ জনের চোখে আমি কৃপণ বলে বিবেচিত হচ্চি—হায় ভগবান, এ রহস্য কে বুঝিয়ে দেবে ?

শরৎ। হেম তোমার ভিতরের খবর কিছুই জানে না তাই জিজ্ঞাসা করেচে, এখন এসবের আলোচনায় আর দরকার নাই।

হেমনাথ। সত্যই ভাই উমানাথ, এ বিষয়ে আমি বড় ভাগ্যবান। সংসারের জ্বালা কা'কে বলে তা' আমি জানি না, কেবল কাছ ছাড়া হ'য়ে থাকলে সময় সময় বিরহের জ্বালায় জ্বলে মরি এই যা যাতনা। তোমার অবস্থা বুঝে আমার সত্যই বড় কষ্ট হচ্চে। যা' হোগ আমার জন্য একটু কষ্ট পেলে কিছু মনে করো না।

উমানাথ। মনে কি করব ভাই, তোমার কি দোষ! আমার অদৃষ্ট দোষে এ কষ্ট পাচ্চি। নচেৎ সাধারণতঃ মানুষ যা' চায় আমার সত্য সত্যই তা'র প্রায় কোন অভাবই নাই। অর্থ, যশ, গৌরব, স্নেহময়ী মাতা, সাধ্বী স্ত্রী, স্নেহের আকর পুত্র, আমার কিসের অভাব, কিছুরই অভাব নাই। অভাব কেবল শান্তির।

হেমনাথ। ও কথায় আর কাজ নাই। তোমাদের সমিতি কেমন চল্‌চে ?

উমানাথ। ও সব সমিতি টমিতি যেমন সচরাচর চলে থাকে তেম্‌নি চল্‌চে। দেবেন বাবু সমিতি স্কুল প্রভৃতি সব দেখচেন, আমি আর ওর ভিতর নাই, শীঘ্র একেবারে ছেড়ে দোবো। আমি একেলা আমার ক্ষমতা মত শরতের সাহায্যে যা' পারি করি। ও সব বিরাট দেশহিতৈষীদের সঙ্গে আমার সুবিধা হয় না। তুমি চেষ্টা করে কল্‌কাতায় বদলি হ'তে পারলে খুব ভাল হয়। কিন্তু এখন এটা গোপন রেখো।

হেমনাথ। নূতন লেখাটেখা আর হচ্চে ? সে কাব্যখানা ছাপালে ?

উমানাথ। আর লেখা! সে সব এ জন্মের মত হয়ে গেছে। সে কাব্যখানা একবার দেখে প্রেসে দোবো তা আর হয়ে উঠচে না।

(ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।)

প্রণাম ভট্টাচার্য্য মশায়, আসুন।

ভট্টাচার্য্য। বাবাজি, একটা কথা বলব—

উমানাথ। এমন কিছু গোপনীয় যদি না হয় তা'হ'লে আপনি শরৎ বা হেমের কাছে নিঃসঙ্কোচে বল্‌তে পারেন।

ভট্টাচার্য্য। কেশবের বড় সর্ব্বনাশ; কথাটা হচ্চে, শুনলাম দেবেন্দ্রনারায়ণ বাবু নাকি বলেচেন কোন মতে তার মেয়ের বিয়ে বন্ধ করবেন, তা'কে একঘরে করবেন।

উমানাথ। কেন দেবেন বাবু এমন করবেন! আপনাকে কে বললে?

ভট্টাচার্য্য। আমায় শিরোমণি বললে। সে নাকি, কথাটা হচ্ছে, নিজের কানে শুনেচে; রামসুন্দর রাইচরণের সঙ্গে, কথাটা হচ্চে, রায়ের গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে এই সব কি ষড়যন্ত্র করছিল। কথাটা হচ্চে কি, তুমি কেশবকে টাকা ধার দিয়েচ সেইজন্য দেবেন্দ্রনারায়ণের রাগ। এখন ব্রাহ্মণের, কথাটা হচ্চে, জাত রক্ষার উপায় কি হবে?

উমানাথ। দেবেন বাবুর এজন্য রাগের কারণ কি, তিনিত আমার যথেষ্ট সম্মান করে থাকেন। যা হোগ যদি সত্য হয় তবে ভয়ানক কথা। ভগবান আছেন, নিরীহ ব্রাহ্মণের কোন বিপদ হবে না। আমি এখনই এ বিষয়ে সন্ধান নিয়ে যা' করতে হয় করচি, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

ভট্টাচার্য্য। বাবা, নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন। কথাটা হচ্চে কি, তুমি যে লোকের নাতি আর যে লোকের ছেলে তুমি না হ'লে,

কথাটা হচ্চে, আর গরীবকে কে দেখবে বাবা! উঃ কি দম্ভ, আজই না হয় শ্বশুরের ধনে বড়মানুষ হয়েচে; তোমাদের, কথাটা হচ্চে, খেয়েই ওরা মানুষ; আমি ত জানি, ন-বাবু দেবেনের বাপের কি উপকার না করেচে; তিনি না দয়া ক'রলে, কথাটা হচ্চে, আজ কি দশা হ'ত! এখনও ওর পেটে তোমাদের ভাত গজ্‌গজ্‌ করচে, আর তোমার অনিষ্ট চেষ্টা!

উমানাথ। সে সব কথা এখন ছেড়ে দিন। আর চারদিন পরে বিয়ে, চলুন এ কথা কতদূর সত্য একবার আগে সন্ধান নেওয়া যাগ, তারপর যা' করতে হয় করা যাবে। [সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রামসুন্দর চাটুয্যের চণ্ডীমণ্ডপ।

রাইচরণ, রামসুন্দর চাটুয্যে, শিরোমণি মহাশয় ও তিনজন গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ।

১ম ব্রাহ্মণ। ভিতরের কথা কি করে জান্‌ব বল; ভাল মানুষটীর মত থাকে ওর মধ্যে এত ব্যাপার? দুর্গা বল, ওখানে আবার যেতে আছে।

রামসুন্দর। এখনও চন্দ্র সূর্য্য উট্‌চে, শিরোমণি খুড়ো বল কি, ব্যাটার কি সাহস গো! তাই না হয় চুপি চুপি কোন রকমে সেরে নে। না, সমাজ গেল!

রাইচরণ। এ কথা ত সবাই জানে, মাগী নাকি সোয়ামী থাক্‌তেই নষ্ট হয়েছেল।

২য় ব্রাহ্মণ। তা হ'লে কি হবে? এই সমাজের বুকের উপর বসে ব্যাটা দাড়ি ওপ্‌ড়াবে আর আমরা হাঁ করে দেখব?

শিরোমণি। আমরা বেঁচে থাক্‌তে তা কখনই হ'তে পারবে না। তারপর আমাদের অবর্ত্তমানে বলতে পারি না কি হ'বে।

রামসুন্দর। আর কেশব ব্যাটারই কি আস্পর্দ্ধা; একটা ফুঁয়েতে উড়ে যাবি, তুই কিনা উমানাথের ঠেস্ পেয়ে জমীদার দেবেন্দ্রনারায়ণ ঘোষের অপমান করিস্! তিনি নাকি পরম দয়ালু তাই এ সব শুনেও শোনেন না। যা হোগ রাইচরণ আছে, খুড়ো রয়েছেন আর তোমরাও সব রয়েছ, এর একটা বিহিত করতে হবে, অতটা বাড় ভাল নয়।

রাইচরণ। নিশ্চয়ই করতে হবে। আমরা না হয় গরীবই, তা' বলে ত জাত দিতে পারব না!

২য় ব্রাহ্মণ। সে ত বটেই, সে ত বটেই।

শিরোমণি। আমরা ব্রাহ্মণ, সমাজের মাথা, আমরা না দেখ্‌লে এ সব দেখ্‌বে কে? বিয়ের রাত্রে যাতে একজনও ওর বাড়ী না মাড়ায় তা' করতেই হবে।

৩য় ব্রাহ্মণ। ও চণ্ডালের বাড়ী কেউ যাবে না। প্রস্রাব করতেও যাবে না।

রামসুন্দর। খুড়ো সে জন্য ভাব্‌তে হবে না; আগে বিয়ে হোগ্ তারপর তার বাড়ী মাড়াবার কথা। এখন কি করে সমাজের এই পাপ বিদায় হয় তার ঠিক কর। ও ত একঘরে বরাবরই আছে, এখন ধোপা নাপিত বন্ধ কর্‌তে হ'বে।

শিরোমণি। (একটু আস্তে আস্তে) উদিকে বিয়েরও কোন গোল লেগেছে নাকি?

রামসুন্দর। সেও বোধ হয় এতক্ষণ কেশবের কাছে খপর এসে গেল। কি বল, একটা নিরীহ ব্রাহ্মণ আমরা পাঁচজন থাকৃতে জাত দেবে! সে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

রাইচরণ। আমার কিন্তু একটু ভয় হয়। সেই চক্রাকার তুপিট ভাজা, সে বড় সোজা জিনিষ নয়; পাছে ও পাড়ার ঐ পরাণে, বিনোদ এই ব্যাটারা না লোভ সামলাতে পারে; বিশেষ বিনোদ,—ও ব্যাটা উমানাথ বাবুর মাসহারা খায়।

রামসুন্দর। আরে মহাভারত! তুমি কি তাই মনে কর? কে তু’খানা লুচির পিত্যেশ করে! তবে ঐ যা বল্‌লে ঐ উমানাথ—ওই একটু ধোঁকা আছে।

১ম ব্রাহ্মণ। কিসে আর কিসে।

৩য় ব্রাহ্মণ। না হে ঐ একটা আমারও ভাবনা হয়।

(ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।)

শিরোমণি। আরে এসো, ভায়া এসো। এ সময় হঠাৎ এ দিকে যে?

ভট্টাচার্য্য। এই দাদা তোমারই কাছে। কথাটা হচ্চে কি না একটু বিশেষ না আট্‌কালে আর এসেছি। আর আছে কে যে একটা পরামর্শ করব। তা বেশ হয়েচে সব এখানে রয়েছ।

শিরোমণি। কি ব্যাপার বল দেখি।

ভট্টাচার্য্য। কথাটা হচ্চে উমেশের ছেলে আমাদের কেশবের বড় বিপদ। এই মাত্র শুনে এলুম্, কথাটা হচ্চে, তার নামে একটা বদ্‌নাম দিয়ে তাকে একঘরে করবার যোগাড় হচ্চে। বরকর্ত্তাও, কথাটা হচ্চে, নাকি বিয়ে দেবেন না বলে বেঁকে দাঁড়িয়েছেন।

রামসুন্দর। এতে আর আশ্চর্য্য কি আছে, এ কাজের ত এই ফল।

ও কাজ ত পণ্ড হ'বেই, আপনি কি বল্‌তে চান্ ওর বাড়ীতে গিয়ে বসে পাত পেড়ে ফলার করে আস্‌তে হবে ?

শিরোমণি। আমাদের ঐ কথাই হচ্ছিল। তা ভায়া জেনে শুনে কে ওখানে যাবে বল। মাথার উপর একটা ধর্ম্ম আছে ত।

রাইচরণ। না, এ যে বিষম কথা, এ রকম পাপের প্রশ্রয় দিলে সমাজ উৎসন্ন যাবে।

ভট্টাচার্য্য। অবশ্য এ ভয়ানক পাপ তার সন্দেহ কি আছে; কিন্তু কথাটা হচ্চে কি, আমার বয়স প্রায় ষাট উত্তীর্ণ হ'তে চল্‌ল কৈ এ কথা ত এত দিন শুনি নাই, আজ হঠাৎ একথা কোথা থেকে আসে ? এর ভিত্তি কোথায়, এ কথা সত্য কি মিথ্যা, কথাটা হচ্চে কি, এ সব ভাল করে না জেনে একটা ব্রাহ্মণের এরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করাটা কি কর্ত্তব্য !

রামসুন্দর। আপনাকে পরামর্শ দেবার জন্য ডাকা হয় নাই। এর সত্য মিথ্যা আমাদের আর জান্‌তে বাকি কিছু নাই। জান্‌তে হয় আপনি জানুন গে।

ভট্টাচার্য্য। রাম ভাই আমার কথাটা বুঝ্‌তে পাচ্চ না। রাগ কর কেন, কথাটা আগে ভাল করে শোনই না। আমার ত কেশবের জন্য ঘুম হচ্চে না ! কথাটা হচ্চে কি পাছে এই গোলমালেতে একটা মস্ত দাঁও ফস্কে যায়, এই জন্যই, কথাটা হচ্চে কি, তোমাদের কাছে এসেছি।

শিরোমণি। হাঁ হাঁ সেটা দেখ্‌তে হয় বই কি, ঝপ্ করে একটা করতে নাই। ব্যাপার খানা কি খুলে বলত ভায়া।

ভট্টাচার্য্য। উমানাথ বাবুর পুত্রের অন্নপ্রাশন হ'য়ে গেছে; কথাটা হ'চ্চে তাঁর অভিপ্রায় ব্রাহ্মণদের সকলকে একটী ক'রে গিনি দেবেন,

কিন্তু তিনি কেশবকে বা তাঁর জ্ঞাতিদের ছাড়বেন না বলেন। যদি এই সব গোলযোগ না মেটে তা হ'লে, কথাটা হচ্চে, হয় কা'কেও দেবেন না, না হয় রায়েদের সমাজে দেবেন। আর তিনি বলেচেন এ বিয়েও কেউ বন্ধ করতে পার্‌বে না এবং যদি তাঁকেও একঘরে হ'তে হয় তবুও তিনি বিয়ের রাত্রে কেশবের বাড়ীতে যাবেন। আর তা ছাড়া যা'রা যা'রা এই কাজের উদ্যোগী তা'দের নামে মানহানির নালিশ রুজু করিয়ে ক্ষতিপূরণের দাবি করাবেন।

শিরোমণি। আহা উমানাথের মত ছেলে কি আজকের বাজারে দেখ্‌তে পাওয়া যায়! যেমন বংশে জন্ম তেমনি মেজাজ! সে কি কথা, কেশব কি আমাদেরই পর, তাকে দেখ্‌তে হবে বৈকি, আমরা না দেখ্‌লে আর কে দেখ্‌বে!

রাইচরণ। তা'ত বটেই! কে কোথা শত্রুতা করে একটা মিথ্যা রটিয়েচে তা ব'লে তাই আমাদেরও শুন্‌তে হবে? আমরা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের জাত রক্ষা করব না জাত মারব! রাধে মাধব!

রামসুন্দর। তা না হলে আর ভগবান বড় করবেন কেন? উমানাথ বাবুর যোগ্য কথাই হয়েচে। আমিও মনে করছিলাম বাবাজি পুত্রের অন্নপ্রাশনে ব্রাহ্মণদের আশীর্ব্বাদ নিলে না কি রকম হল। একটা কথা বলছিলাম, আহা মিথ্যাই হোক, কিন্তু সমাজের কথা ত বলা যায় না কি হ'তে কি হয়, উমানাথ বাবু না হয় এটা আজ কালের মধ্যেই সেরে ফেলুন না; তা হ'লে আর কোন ভাবনাই তাঁর থাকবে না।

২য় ব্রাহ্মণ। চাটুয্যে বলেচে মন্দ নয়। আহা উমানাথ বাবু নির্ব্বিরোধী লোক, তিনি কি কা'কেও হতাশ কর্‌তে পারেন।

১ম ব্রাহ্মণ। আমি ত বলচি, কেশবের সঙ্গে আমার ছেলেবেলাকার আলাপ, তার স্বভাবও আমি জানি। গরীব হোক কিন্তু দেব চরিত্র। কখন কোন স্ত্রীলোকের দিকে মুখ তুলে চাইতে দেখি নি।

৩য় ব্রাহ্মণ। না না ও কথাই নয়, সে ত আমার আপনার লোক গো, আমার ভগ্নীপতির ভাইয়ের সম্বন্ধি। আমরা বরং কখন কোথাও একবার গিয়ে বসিচি, কিন্তু প্রাণ থাকতে তা'কে সে কথা কখন বল্‌তে পারব না।

ভট্টাচার্য্য। তা হ'লে দাদা ও কথাটা বোধ হয় কিছুই নয়, ও একটা মিছে কথা কে রটিয়েছে। এখন যাই।

শিরোমণি। তার আর সন্দেহ কি ভাই, কেশব অতি বিনয়ী, অতি সৎ, ও কথা মনে করলেও পাপ হয়। সেজন্য তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। জাতমারা ওমনি মুখের কথা প্রায়!

[ভট্টাচার্য্যের প্রস্থান।

রাইচরণ। এখন কি করা যায় বল দেখি, দু'দিক কিসে বজায় থাকে? আর তা' ছাঁড়া দেবেন্দ্র বাবু যদি সব বুঝতে পারেন ত বিপদ।

শিরোমণি। আমিও ত তাই ভাবচি। রামাখুড়ো যা' বলছিল তাই হ'লেই বেশ হয় কোন গোল থাকে না। উমানাথকে পার আছে, কিন্তু নারায়ণ বাঁকলে আর রক্ষা নাই।

১ম ব্রাহ্মণ। এর জন্য আর ভাবনা কি, চুপি চুপি বেশি রাত্রে সব ঢুকে গেলে কেশবের বাড়ী যাওয়া যাবে, কে জানতে পারবে?

রামসুন্দর। না হে, কথাটা যত সাদা মনে করচ তা নয়। যা হয় একটা ঐ রকমই করতে হ'বে; কিন্তু আমার বড় ভাল লাগচে না, তোমরা দেবেন বাবুকে জান না। যাহোক তা ব'লে এটাও

ছাড়া যায় না। খুড়ো, বেলা হয়ে গেল, এখন স্নান টান করা যাগ অন্য সময়ে তোমার সঙ্গে একটা গোপনে পরামর্শ করব [সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

উমানাথের শয়ন-কক্ষ।

উমানাথ ও প্রভা।

উমানাথ। (স্বগত) এই যে প্রভা এখানে ঘুমিয়ে পড়েছে। আহা এই অসুখ শরীরে আমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে এই চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েচে। আজ তের বৎসর ধরে এই রকমে কাটল, জানি না আর ক'দিন এ স্বর্গীয় কুসুমের সৌরভ এ হতভাগাকে বিভোর করে রাখবে। ভগবান, এ সোনার কমল আমার জন্য পাঠিয়েছিলে কেন? আর যদি দিয়েছিলে তবে আমার এ দশা করলে কেন? এ যে ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো! আহা কি সুন্দর, কি কোমল, কি স্নিগ্ধ! যতই দেখি আশ মেটে না, দেখি ভাল ক'রে দেখি। জেগে থাকতে ভাল ক'রে দেখব সে সাহস নাই। আমি অপরাধী, অযোগ্য; বলতে কি মুখ তুলে কথা কইতে, এমন কি কেমন আছ এ কথা জিজ্ঞাসা করতেও যেন সঙ্কোচ হয়। কর্ত্তব্য সাধনই সংসারের প্রধান ধর্ম্ম, আমার এই বিশ্বাস অন্তরে নিরন্তর জেগে থাকলেও যে বার বৎসর বয়স থেকে অবিশ্রান্ত ভাবে প্রাণপণে আমার সেবায়, শরীর ও মনের অশেষ যাতনা নিয়ে সংসারের ছোট বড় সকলের

কাছে সভয়ে সন্তর্পণে মন যুগিয়ে নিজের শরীর পাত করতে বসেচে, সেই সহধর্ম্মিণীর প্রতি আমার কি কর্ত্তব্য পালন কচ্চি? বুঝি এ জন্মে এ কর্ত্তব্য পালনের দিন আর পাব না। আমার মনে মনে যে অহঙ্কার আছে আমি যত দোষেই দোষী হই কর্ত্তব্যপালনে কখনও বিরত নই সে মিথ্যা। কিন্তু ভগবান তুমিই জান আমার এ অবস্থায় সকল দিক বজায় রাখা কতদূর সম্ভব। প্রভু আমায় ক্ষমতা দাও, আমায় রক্ষা কর। আর প্রভা, আমি তোমার স্বামী, তুমি আমার কোন দোষ কখন দেখ্‌তে পাওনা, তবে কি তোমার কাছে ক্ষমা পাবার প্রত্যাশাও নাই!

প্রভা। (নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিতে উঠিতে) তুমি কখন এলে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

উমানাথ। আমি এই কতক্ষণ আসচি, তুমি ভাল করে শোওনি কেন?

প্রভা। তোমার কি শরীর কোন রকম খারাপ হয়েছে? তুমি ও রকম ক'রে দাঁড়িয়ে ওরকম ক'রে চেয়ে রয়েছ কেন? কেশব বাবুর বাড়ীর বিয়ে টিয়ে সব বেশ নির্ব্বিঘ্নে মিটেচে ত?

উমানাথ। না আমার কিছুত হয়নি! ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব নির্ব্বিঘ্নে মিটেচে; আমার বড়ই ভাবনা ছিল, তিনি আমার মুখ রক্ষা করেছেন। কিন্তু শুনলাম দেবেন্দ্র বাবু নাকি আমায় দেখে নেবেন বলেচেন!

প্রভা। সেজন্য আমি ভাবি না, তুমি ব্রাহ্মণকে বিপদ থেকে রক্ষা করেচ, তোমায় ঈশ্বর দেখবেন। কিন্তু আজ তোমার কথায় তোমার মুখের ভাব দেখে, আমার মনে কি রকম হ'চ্চে, তা আমি তোমায় বুঝিয়ে বলতে পারি না। তোমার কি হয়েচে আমায় বল, আমার মন বড় অস্থির হচ্চে।

উমানাথ। কি বল্‌ব প্রভা, আমি তোমার কাছে শত অপরাধী, অপরাধীর যা হ'য়ে থাকে আমার তাই হ'য়েচে, আর কিছু নয়।

প্রভা। ও কথা বলো না, আমার মত ভাগ্য কার আছে? কার স্বামী তার স্ত্রীকে এত ভালবাসে এত যত্ন করে? বরং আমি তোমার কিছুই করতে পারি না, অনেক সময় সংসারের কথা শুনিয়ে তোমায় কষ্ট দি'। তুমি ওরকম মনে কর্‌লে আমার বড় কষ্ট হয়।

উমানাথ। তুমি আর কি বল্‌বে, আমি কি জানি না আজ পর্য্যন্ত একদিনের তরেও আমি তোমায় সুখী করতে পারিনি। পারিনি কেন, চেষ্টাও করিনি বল্‌লে হয়। নীরবে তুমি অসুখ শরীরে সংসারের কি জ্বালা ভোগ করচ তা'কি আমি বুঝতে পারি না। তুমি একলা সমস্ত রাত্রি জ্বরের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করেচ, বাবা অসন্তুষ্ট হ'বার ভয়ে আমি কল্‌কাতা থেকে আস্‌তে পারি নি, ছেলে মেয়েটাকে পর্য্যন্ত কেউ দেখেনি তা'কি আমি ভুলে গেছি! আজ বাবা স্বর্গে গেছেন, লোকের চক্ষে আমি এখন স্বাধীন, কিন্তু ভগবান্ জানেন আমার চেয়ে পরাধীন কে আছে! বুঝি অতি পাপ না কর্‌লে বাপের বড় ছেলে হ'য়ে জন্মায় না। তা না হ'লে যার অভাব নাই সে তার স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে পারে না কেন? খাবার জন্য একটু দুধের কথা বল্‌তে না পেরে কণ্ডেন্স্‌ড্ মিল্কের ব্যবস্থা করে কেন? প্রভা, মনে কর্‌লে বুক ফেটে যায়। আমার চেয়ে দুর্ভাগা কে আছে? যে তাঁর নিজের সংসারের সকলকে সুখে শান্তিতে রাখ্‌তে অক্ষম, তার বাহিরে লোকের কাছে যশ গৌরব সব মিথ্যা। আমার দ্বারা তোমার কোন শান্তির সম্ভাবনা নাই। তুমি ভগবানের উপর নির্ভর করো।

প্রভা। আমার কি কষ্ট, কোন কষ্ট ত' নাই। সংসারের কথা যা' বল্‌লে ও আর কোথায় না আছে। তবে আমার মনে মনে এই দুঃখ হয়, আমার দোষের জন্য মা চুপ করে না থেকে আমায় বকেন না কেন? ঠাকুরঝি, মেজবৌ এরা আমাকে না শিক্ষা দিয়ে অন্যকে বলেন কেন, ঠাট্টা করেন কেন? আর ছোটবৌ সে ছেলেমানুষ তা'র কথা ধরি না। এর জন্য তুমি কি কর্‌বে, তোমার কোন দোষ ত নাই বরং তোমায় অনুরোধ, যেন মা-টাকে কোন দিন এজন্য কিছু বোলো না, তা' হ'লে আমার এখানে থাকা দায় হ'বে। আর আমার অসুখের জন্য ত অনেক দেখিয়েছ, আমি পাপের ফলে ভুগচি তুমি তার কি কর্‌বে। আমার সাম্‌নে তুমি ও কথা আর কখন ব'লো না।

উমানাথ। তোমাকে বল্‌ব না, কখনও বলিও না, আজ কথায় কথায় ব'লে ফেল্‌লুম। কিন্তু দু'দিন পরে তুমি চলে যাবে, আমি জন্মে এ কথা কখন ভুল্‌তে পারব?

প্রভা। মরে যা'ব বল্‌চ, মরে ত বসে আছি, সে দিন কি হ'বে যে তোমায় রেখে আমি যা'ব।

উমানাথ। হ'বে না হ'বে আমায় বল্‌বার দরকার নাই, মনে ত সবই বুঝতে পাচ্চ।

প্রভা। আচ্ছা তাই হ'বে, এখন ওদের বিয়ে কেমন হ'ল, জামাইটী দেখ্‌তে কেমন সব বল।

উমানাথ। জামাইটী দেখ্‌তে শুন্‌তে মন্দ নয়, এখনও পড়্‌চে। মোটের উপর মন্দ হয় নাই।

প্রভা। যা' হোগ তোমার জন্যই এই বিয়েটা হ'ল, বড় সুখের কথা।

উমানাথ। কার জন্য কি হয় প্রভা, সকলই তাঁর দয়া। আমি একটু উপলক্ষ, সেটা অবশ্যই আনন্দের কথা, কিন্তু এটা আমার কর্ত্তব্য ভিন্ন আর কিছুই করিনি; তিনিই জানেন এর জন্য আমায় পরে ভুগতে হবে কিনা।

প্রভা। পরের উপকার ক'রে যদি নিজেকে ভুগ্‌তে হয় সেও ভাল। তুমি ত পরের টাকা দাও নি, নিজের থেকে দিয়েছ এতে আর তোমার ভাবনা কি ?

উমানাথ। প্রভা তুমি এখনও ছেলে মানুষ আছ, সংসার কি তাত জান না। আর এখন কথা ক'য়ে কাজ নাই, রাত্রি বোধ হয় অনেক হ'য়ে গেছে, এখন ঘুমোও, না হ'লে কাল তোমার অসুখ বাড়্‌বে। আমি বাহির থেকে হাতটায় পাটায় একটু জল দিয়ে আসি তা না হ'লে ঘুম আস্‌বে না। কাল কল্‌কাতায় যাবার দরকার আছে আমাকেও সকাল সকাল উঠ্‌তে হ'বে।

[উমানাথের প্রস্থান।

প্রভা। (স্বগত) আমি কি হতভাগিনী, চারিদিকের এত অশান্তির উপর আবার আমার জন্য তিনি কষ্ট পান। আমি তাঁকে সুখী করতে পারব না, আবার কষ্ট দোবো। পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করিচি তাই এমন দেবতার মত স্বামী পেয়েও সংসারের শান্তি কোন দিন পেলুম না, মনের মত হ'তে পারলুম না। আবার এ জন্মের এই পাপে পর জন্মে কি কষ্ট পাব জানি না। (করযোড়ে) নারায়ণ; এই কর, যেন যতদিন বেঁচে থাক্‌ব তাঁর সেবায় কাটাতে পারি, সংসারের সব জ্বালা ভুলে গিয়ে কেবল তার সুখের চিন্তায় যেন আমার দিনগুলি কাটে, আর এই প্রার্থনা, দয়াময় প্রভু, আমার স্বামীকে দেখো, তুমি ভিন্ন তাঁকে

দেখ্‌বার আর কেউ নাই। তাঁকে ধন, মান, নাম সবই দিয়েছ, জীবনে একটু শান্তি দাও। যেমন তিনি বাহিরের সকলের কাছে পরিচিত, তাদের চেয়ে যাঁরা আপনার, যাঁদের সুখ শান্তি তাঁর একমাত্র চিন্তা, তাঁরা যেন তাঁকে সেই চ'খে দেখেন। আমি তোমার করুণা পাবার যোগ্য নই, তোমার কাছে আমার এ প্রার্থনা করবার অধিকার নাই, দেব, তবু তোমায় ডাকা ভিন্ন আমার উপায় নাই তাই ডাকি। আমায় ক্ষমা ক'রো, দুঃখিনীর এই ভিক্ষায় বঞ্চিত ক'রো না, আমি আর কিছু চাহি না।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

তারার কক্ষ।

তারা, লাবণ্য ও বামুন মা।

তারা। কেন, কিসের জন্য ভাল কাপড় পর্‌বে না, কি দুঃখে পাঁচখানা গয়না পর্‌বে না? তোমার পাঁচটা নয় সাত্‌টা নয়, কত দুঃখের একটা মেয়ে। বিষয় ত ওঁর নিজের নয়, বিষয় আমার শ্বশুরের, কেন বল্‌বে না, তুমি খুব বল্‌বে।

বামুন-মা। সে ত বটেই মা, থাক্‌তে পর্‌বে না খাবে না? অত ভাল মানুষের মত থাক্‌লে শেষে সব ফাঁকে পড়্‌বে। ছোটবাবু ভাল মানুষ, আমোদ, আহ্লাদ নিয়েই থাকেন, তুমি অমন ক'রে থেকো না, না হয় শাশুড়ীকে দিয়েও ত বল্‌তে পার।

লাবণ্য। আমি বলি, সে কথায় কান দেয় না, বলে হবে হবে গয়না প'রে কি হ'বে।

তারা। গয়না প'রে কি হয়, এমন কথাও ত কোথায় শুনি নি। কেন বড় গিন্নীর ওর মেয়েদের ত সিন্দুক ভরা গয়না রয়েচে, তোমরা দেখ্‌বে সেই জন্যই না হয় পরে না। এই সেদিন একছড়া ভাল মুক্তোর শেলি এলো, আমরা জেনেও জানি না। আর আমি দু' বছর ধরে উমামহেশ্বর বত্ত করব বল্‌চি সে টাকা বার কর্‌তে হ'লেই সর্ব্বনাশ হ'য়ে যায়। আমার না হয় পোড়া কপাল, আমার কথা ছেড়ে দাও, তোমাদের সুখ

দেখ্‌লেও আমার সুখ। শাশুড়ীর কথা বলো না বামুন-মা, অমন একচোখো শ্বাশুড়ী হয় না।

বামুন-মা। ওমা সে কি গো, মাগীর এ ছেলে আর ও ছেলে আবার আলাদা নাকি। আর তোমার পোড়া কপাল আর একবার ক'রে বল্‌চ মা, আহা তোমার ত কর্ত্তা বেঁচে থাক্‌তেও কখন একটা বারব্রত কর্‌তে দেখি নি, আর এখন উনি করাবেন! সব অদৃষ্ট মা, সব অদৃষ্ট। আচ্ছা মা তুমিও ত শ্বশুরের বউ, তুমি কেন তোমার ভাইয়েদের দিয়ে না হয় বলাও না।

তারা। আমায় ভগবান মেরেছেন, আমার আর দরকার নাই মা; ওরাই সব ভোগ করুগ্‌, আমাকে পরের দোয়ারে না ভিক্ষে ক'রে খেতে হয় এখন এই আশীর্ব্বাদ কর।

বামুন-মা। সে কি মা, ও কথা কি বল্‌তে আছে মা, তোমায় ছোটবাবু দেখ্‌বেন। আহা, তোমাদের সাক্ষাতে আর কি বল্‌ব মা, তোমাদের দু'যায়ের গুণ ভুলতে পারি না। তোমরা আছ তাই এক আধবার এ বাড়ীতে আস্‌তে পাই, তা' না হ'লে কি আর ঢুক্‌তে পেতুম্‌।

তারা। ছোট ঠাকুরপো নিজের আগে সামলাগ্‌, তারপর ত আমায় দেখ্‌বে। আহা সে ত শিব। তাই বলি বামুন-মা এখনও ঠাকুরপো বুঝতে পাচ্ছে না, এই বেলা সব কেয়ালো ক'রে নিগ্‌ না হ'লে পরে একেবারে ফাঁকে পড়্‌বে। আমার ভাইয়েরা বলে রমানাথ বাবু নির্ব্বিবাদী লোক, তিনি এখন চক্ষুলজ্জায় বল্‌তে পাচ্চেন না, সব ঠিক করে নিলে আর কি হবে।

লাবণ্য। বামুনদিদি, আমি সবই বুঝতে পাচ্চি, কি করি বল। আমি ত খেঙ্গরা, ঝাঁটা খেয়ে এ বাড়ীতে আছি, যতক্ষণে দেবে

ততক্ষণে খাব, যতক্ষণে দেবে ততক্ষণে পরব। আমি ত চাকরাণীর অধম হ'য়ে আছি। আমার অদৃষ্ট মন্দ না হ'লে ও রকম হ'বে কেন। আমি যে একটা কথা বল্‌ব তা শোনবার তা'র সময় নাই, দু'দিন রাত্রে আসেই নি।

বামুন-মা। কি কর্‌বে মা সে তোমার বরাত, তার জন্য তুমি ভেবো না মা; বয়স দোষে ও রকম হয় বৈকি, পরে সব শুধরে যাবে। এই আমাদের উনি, নাতি নাত্‌নী হয়েছে এখনও কি দোষ সেরেছে? ও সব পুরুষ মানুষের হয়েই থাকে।

তারা। ছোটবৌ, সে জন্য ভাবনা কি, তবে ঐ বলে এমন কথাও বলে, ঐ ছাই ভস্ম গুলো না খেতো তা হ'লে আর কোন কথাই ছিল না।

বামুন-মা। আজ মা আসি, আবার কাল আস্‌ব অখন্।

তারা। ব'সো না বামুন-মা, তোমার সঙ্গে দুটো কথা কই। যাবার সময় ছেলেদের জন্য কিছু খাবার টাবার নিয়ে যেও।

বামুন-মা। তোমাদের আর দেবার কসুর কি মা, রোজই ত দিচ্চ।

তারা। মা, হাত তুলে যে একটা কাকেও কিছু দোবো সে কপালই কি করিচি. এখন সব গিন্নীর সোহাগের বড় বৌয়ের চাবির ভেতরে।

(সৌরভ ঝির প্রবেশ।)

তারা। কিরে সৌরভি, কি হ'য়েছে যে অমন ক'রে আস্‌চিস্।

সৌরভ। না বাবু, আমি অমন ক'রে থাক্‌তে পারবুনি, আমার মাইনে চুকিয়ে দিগ্. আমি আজই চ'লে যা'ব। যেখানে যা'ব গতর খাটিয়ে খা'ব, অত কথা শোনাবে কেনে গা।

লাবণ্য। কি হ'য়েচে আগে বলনা।

সৌরভ। (অনুচ্চ স্বরে) ওগো সেই কথা গো, বুঝ্‌তে পারনি?

লাবণ্য। তা এখানে চেঁচিয়ে মরচিস্ কেন, গিন্নীর কাছে গিয়ে চেঁচাগে না।

সৌরভ। গিন্নী ঘাটে গেছে তাই এ বারন্দায় এলুম। এদিক দিয়ে এখনি আস্‌বে; ঐ বুঝি আস্‌চে। (উচ্চৈঃস্বরে) না বাবু এ রকম কর্‌লে আমি আর কাজ কর্‌তে পারিবুনি, যে ক'দিন অন্নজল ছিল হয়েচে, আমরা গরীব মানুষ গতর খাটাতে পার্‌লে কাজের ভাবনা কি।

তারা। তা'ত বটেই সৌরভ, তোমাদের কাজের ভাবনা কি। তোমরা দিন রাত মুখের রক্ত তুলে খাট্‌বে আবার কথা সহ্য কর্‌বে কেন। আহা. পেটের দায়ে না হয় খাটতেই এসেচে তা ব'লে একদিন নয় দু'দিন নয় রোজ রোজ কি সহ্য কর্‌তে পারে বামুন-মা?

বামুন-মা। কি বল্‌ব বৌ মা, আমরা পর, কি কথায় কি হ'বে ভয় করে।

তারা। উচিত কথা বল্‌বে তা আর ভয় কি।

সৌরভ। (বামুন-মার প্রতি) না, আমার দোষ থাকে আমায় পাঁচশ' বার ঝাঁটা মার্‌তে মার্‌তে তাড়িয়ে দিগ্; তা' নয় মিছিমিছি একজনার নামে দোষ দেওয়া কেনে বাবু। রাখ্‌বে না স্পষ্ট বল্‌লেই হয় এখনই চ'লে যাই, এত জায়গায় কাজ করিচি এমন ত দেখি নি মা।

তারা। আমরাও কখন দেখি নি। এরই মধ্যে কত এল কত গেল, ছ'মাস কেউ টেঁকৃতে পারে না।

সৌরভ। তোমাদের যায়ে যায়ে কি হবে, আমরা গরীব মানুষ আমাদের উপর দিয়ে সে ঝাল ঝাড়া কেনে গা।

(রাধারাণীর প্রবেশ।)

রাধারাণী। সৌরভ, কি হ'য়েচে? তুমি সকাল বেলা অমন করে চেঁচাচ্চ কেন?

সৌরভ। না মা কিছু হয় নি, আমারই সব দোষ; আমার মাইনে চুকিয়ে দাও, তোমরা অন্য মানুষ রাখ, আমি চলে যাই।

রাধারাণী। তোমায় চলে যাবার কথা ত বলিনি বাছা, কি হয়েছে একটু আস্তে আস্তে বল না। বাইরে ব্যাটা ছেলেরা থাক্‌লে শুনে কি বল্‌বে!

সৌরভ। আমি আর থাক্‌বো না, আমারই সব দোষ আর সবাই ভাল।

রাধারাণী। না যদি থাক চলে যা'বে, তা' বলে একজনের দোষ দিয়ে যাওয়া কেন। ও কি রকম স্বভাব তোমার?

সৌরভ। আমরা ছোট নোক, হাড়ি মুচি, আমাদেরই ত দোষ হবে মা, আমার দোষ হবে না ত কি আর তোমার বৌমায়ের দোষ হ'বে।

রাধারাণী। তুমি ত আচ্ছা মানুষ গা, তোমাকে কি কেউ হাড়ি, মুচি বলেচে। বৌমা তোমায় কি বলেচে সেই কথা বল না, তা' হ'লেই ত মিটে যায়। বৌমা দোষ ক'রে থাকে বৌমাকে বল্‌ব, তা' নয় মিছে কথা বাড়াচ্চ কেন?

সৌরভ। বড় বৌদিদি আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কয় না, মুখ গোঁজ্‌ ক'রে থাকে। আমাকে তা'র কাজ কর্‌তে দেয় না, আজ তা'র কাপড় কাচ্‌তে আমায় বারণ কর্‌লে। কে কাপড়

চুরি করেচে, তা আমাকে অবিশ্বাস কেন বাবু, আপনার ঘর দোর খুঁজে দেখুগ্। কোন দিন আমাকে চোর ব'লে বদ্‌নাম দেবে, তখন গরীব মানুষ অন্য জায়গাতেও খেতে পা'ব না। এই সেদিন মিছিমিছি আমায় কত কথা শুনিয়ে দিলে।

রাধারাণী। তোমায় কি বউমা চোর বলেচে না তুমি তার কাপড় চুরি করেচ বলেচে। না থাক্‌তে ইচ্ছা হয় সরকার মশাই এলে মাইনে মিটিয়ে দেবো; ও রকম দোষ টোস্ দিও না।

(প্রভাবতীর প্রবেশ।)

প্রভা। সৌরভ, আমি তোমায় কি বলিচি? আমি বিভার ছেঁড়া কাপড় খানা কাচ্‌তে বারণ করিচি আর ত কিছু বলিনি। পরশু দিন কাপড় খানা দেখ্‌তে পাইনি, তা তোমায় বা কা'কেও ত তা'র জন্য কিছু আমি বলি নি; সে কাপড় আজ দেখ্‌লুম ভাঁড়ার ঘরের জালার পাশে কে রেখে দিয়েচে।

সৌরভ। বল নি? মনে করে দেখ, আমি ত বলিচি আমাদের কথা কে বিশ্বাস করবে! আমি যে দিন থেকে এসেচি সেই দিন থেকেই ত বৌদিদি আমার সঙ্গে নেগেচ, আর ত বাড়ীতে নোক আছে তারাও ত দেখ্‌তে পাচ্চে। তা যা' হোগ্ মা আমার কাজে দণ্ডবৎ, আমি চল্লুম। [সৌরভের প্রস্থান।

রাধারাণী। না বামুনদিদি, এযে বড় অন্যায় কথা, একজনকার নামে দোষ দিয়ে যাওয়া কেন?

বামুন-মা। তাই ত ভাই, এখনকার মানুষ জন রাখাও দায়।

প্রভা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমার দোষ ত বরাবরই আছে, নারায়ণ

তিনিই জানেন আমি ওকে আর কি বলিচি। আমি গেলেই সংসারের সব আপদ যায়।

[রাধারণী ও প্রভাবতীর প্রস্থান।

তারা। দেখ্‌লে বামুন-মা শ্বাশুড়ীর বিচার; শেষে কেঁদে জিতলে। গরীবের আর কে আছে বল।

লাবণ্য। এই রকম একটী একটী করে সাতটী তাড়িয়েছে, আর এই আটটী হ'ল।

বামুন-মা। তাই ত মা, ভদ্দরনোকের মেয়ে এ কি স্বভাব মা। ছেলে উপায় করে তা' বলে ন্যায্য কথা বল্‌ব না? এঁ্যা, (গালে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া) একি গো এত ভয় কিসের, মাথার উপরে ধর্ম্ম নেই?

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রতিভার পাঠগৃহ।

প্রতিভা।

গীত—মিশ্র সিন্ধু—একতালা।

দিবস রজনী আমি যেন কার আশার আশায় থাকি।
(তাই) চমকিত মন চকিত শ্রবণ তৃষিত আকুল আঁখি॥
চঞ্চল হ'য়ে ঘুরিয়ে বেড়াই, সদা মনে হয় যদি দেখা পাই,
"কে আসিছে" বলে চমকিয়ে চাই, কাননে ডাকিলে পাখী॥
জাগরণে তারে দেখিতে না পাই, থাকি স্বপনের আশে,
ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয়, বাঁধিব স্বপন-পাশে;

এত ভালবাসি এত যারে চাই, মনে হয় না ত সে যে কাছে নাই,
যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে, তাহারে আনিব ডাকি ॥

—রবীন্দ্রনাথ।

(দ্বারবানের প্রবেশ।)

দ্বারবান। (ছেলাম করিয়া) একঠো বাবু আপকো সাথ মুলাকাত করনে মাংতা, নাম উমানাথ বাবু।

প্রভা। (গীত বন্ধ করিয়া) বাবুকে লে আও।

[দ্বারবানের প্রস্থান।

(স্বগতঃ) হে ঈপ্সিত বাঞ্ছিত, আজ এসছ, এস। কৈশোরের সাধনার দেবতা তুমি আজ এসেছ, এ যে আশার অতীত কি অবশ্য সম্ভাবী তা বুঝ্‌তে পারি না। কি করে তোমায় সম্ভাষণ করব, কি ক'রে তোমায় আত্মপরিচয় দোবো জানি না। না, পরিচয়ের আবশ্যক কি ? কত বৎসর ধরে তোমাকে গোপনে দেখেছি, যখন তা পাই নাই তখন চক্ষু বুজে অন্তরের মধ্যে আমার হৃদয়াসনে বসে আছ দেখেছি, আজ সাক্ষাতে তোমায় দেখ্‌ব। মন স্থির হও ; হে বিভু, তুমিই জান এ মিলনের কি পরিণাম।

(উমানাথের প্রবেশ।)

(চেয়ার হইতে উঠিয়া একটু অগ্রসর হইয়া উমানাথের হস্তধারণ) আসুন, আসুন, বসুন, আপনার আসাতে আমি অতিশয় সুখী হ'লাম্।

উমানাথ। অনেকদিন হ'তে আপনার নাম জানা ছিল, আজ আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সুখলাভ হ'ল বড় আনন্দের বিষয়।

প্রতিভা। আমি অতি সামান্য, আপনি কৃপা ক'রে এখানে এসেছেন

এ আমার অতি ভাগ্য। আপনি কাল আস্‌বেন চিঠিতে লিখেছিলেন ; কাল না আসায় আমি মনে কর্‌ছিলাম বোধ হয় আপনি এলেন না।

উমানাথ। কাল আমি কল্‌কাতায়ই আস্‌তে পারিনি। কাল একটু বিশেষ দরকার ছিল, আপনার চিঠি পেয়ে যখন আমি উত্তর লিখি তখন সেটা আমি জান্‌তাম্‌ না। আজ এখন আপনার কোনরূপ অসুবিধা হ'ল না ত ?

প্রতিভা। উমানাথ বাবু আপনি কি বলেন, অসুবিধা! আপনার মত একজন কবি, ঔপন্যাসিক ও দেশের সুপরিচিত লোকের সঙ্গে সাক্ষাতে পরিচয় হওয়া এ আমার পরম সৌভাগ্য। আমি আপনাকে লিখেছিলাম আপনি অনুমতি কর্‌লে আমি নিজে গিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করে আস্‌তুম্‌।

উমানাথ। আপনি কষ্ট করে যা'বেন সে কি কথা ; আর আপনি আমাকে ও কথা বল্‌তে পারেন না, আপনার লেখা অতি সুন্দর। আপনার বইখানি আমি সমস্ত পড়িচি, কোন কোন কবিতাটী দুই তিনবার পড়িচি। আপনার উপহারের জন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ ক'রবেন। আপনার "বিফল স্বপন," "আকাঙ্খা" প্রভৃতি কবিতাগুলি আমাকে অত্যন্ত ভাল লাগে। এই কবিতাটী যখন প্রথম "সুপ্রভাতে" বেরোয় তারপর থেকেই যখন যে কোন কাগজে আপনার কোন কবিতা দেখ্‌তে পাই আমি অতি আগ্রহের সহিত উহা পড়ি। সত্য বল্‌তে কি আপনার লেখার একটা মস্ত গুণ যে অনেক সময় কবিতাগুলি প'ড়ে অজ্ঞাতে কবির প্রতি যে একটা সহানুভূতি আসে তা সচরাচর অন্য লেখাতে হয় না। আপনার সনেট্‌গুলি নিরাশ হৃদয়ের কাছে বড় মিষ্ট।

প্রতিভা। আমার লেখা আপনাকে ভাল লেগেছে, আমি শুনে খুব সুখী হ'লাম, আমার ঐ লেখা সার্থক হ'য়েছে। ঐ দু'টি কবিতাই আপনার—

উমানাথ। আমার কি,—চুপ ক'রে রইলেন ?

প্রতিভা। ও দু'টি কতকটা আপনারই উদ্দেশে লেখা, "সমীরণে"তে আপনার "পথহারা" প'ড়ে আমি উহা লিখেছিলাম।

উমানাথ (অল্পক্ষণ মুখ নীচু করিয়া ক্ষণিক নিস্তব্ধ থাকিয়া) আপনি আমায় চিন্‌তেন্‌ না, কখন পূর্ব্বে দেখেনও নি, কেন আপনার মনের ভাব ওরূপ হ'য়েছিল ? আমি জানতাম্‌ না যে আমার এই সামান্য কবিতাটী কাহারও হৃদয় কোন দিন স্পর্শ করেছিল।

প্রতিভা। উমানাথ বাবু, আমার আর ক্ষমতা নাই যে আমি আমার কোন কথা গোপন রাখি। আপনি অপরাধ নেবেন না। আমি আপনার অপরিচিতা, কিন্তু আপনি এ হতভাগিনীর কাছে অপরিচিত নন। আমি অনেকদিন থেকেই আপনাকে জানি, অনেক সন্ধ্যা আপনার এই মোহন মূরতি দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটেচে, অনেক রজনী আপনার চিন্তাতেই কেটেছে। কালের পরিবর্ত্তনেরে সঙ্গে আপনার ও আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, এখন আর আপনার দর্শনসুখলাভ আমার ভাগ্যে না ঘটলেও আপনার মধুর চিন্তা আমি এখনও ছাড়তে পারি নাই। আপনি যখন কলেজে পড়তেন এবং প্রতি সন্ধ্যা বেলা আমাদের বোর্ডিংয়ের পাশে সেই পার্কে ব'সে আপনার বন্ধুদের সঙ্গে গল্প কর্‌তেন, আপনার লেখার আলোচনা কর্‌তেন, আমি তখন থেকে আপনাকে জানি। আমি মাসিকপত্র প'ড়তে ছেলেবেলা থেকেই ভালবাসি। আমি বৈকাল বেলা প্রায়ই

বোর্ডিংয়ের জানালা থেকে, ছাদ থেকে মাঠের দিকে চেয়ে ফুটবল খেলা দেখ্‌তাম, যুবকেরা এখানে ওখানে বেড়িয়ে বেড়াত গল্প করত তাই দেখ্‌তাম। একদিন তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে, —এখনও আমার ঠিক মনে রয়েছে—যখন আপনার "শেষ দেখা" কি "প্রতিশোধ" বাহির হয় তাহার কয়দিন পরে হঠাৎ আমার কানে গেল, দুইজন ঠিক জানালার নীচে ঐ গল্পের কথা আলোচনা কর্‌ছে। আমার সেই গল্পটি বড় ভাল লেগেছিল, কথোপকথনে যখন বুঝিলাম ঐ যুবকদের মধ্যে একজন উহার লেখক, তখন তাঁহাকে দেখবার জন্য বড় ইচ্ছা হ'তে লাগ্‌ল। কিন্তু তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে, গ্যাসের আলোয় ভাল দেখ্‌তে পেলাম না। তাহার পরদিন হ'তে প্রতিদিনই আমি আপনার অপেক্ষায় ব'সে থাকতাম্ এবং যতক্ষণ সুবিধা হ'ত ব'সে ব'সে দেখ্‌তাম্। কেন দেখতাম্ তা বেশ বুঝতে পারতাম্ না, দেখ্‌তে ভাল লাগত তাই দেখতাম্। কখন কখন সঙ্গিনীরা সে জন্য বিদ্রূপও কর্‌ত। তারপর যে দিন প্রথম "প্রদীপে" আপনার ছবি দেখ্‌লাম, তখন আমি আর বোর্ডিংয়ে থাকি না। সন্ধানে জানিয়াছিলাম আপনিও আর পার্কে যাইতেন না, কিন্তু আমার আর সংশয় রহিল না, তিন বৎসরে আপনার যে ছবি মনের মধ্যে এঁকে নিয়েছিলাম মিলিয়ে দেখলাম এ ছবি তাঁহারই। তারপর হ'তে দেখুন সেই ছবির একখানি miniature ফটো দিন রাত্রি আমার কাছে রয়েছে। (একখানি ক্ষুদ্র ছবি একটী সোনার লকেট হইতে বাহির করিয়া দেখান)

উমানাথ। আপনি বিদুষী, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চউপাধিতে ভূষিতা, একজন সুলেখিকা বলে পরিচিতা, একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টারের

কন্যা। আপনি আমার মত একটা সামান্য লোকের স্মৃতি এতদিন যত্ন করে মনে করে রেখেছেন, আশ্চর্য্য! অবশ্য আমি অযোগ্য হ'লেও, এজন্য নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি এবং আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ বলে মনে করি, কিন্তু আমার মনে হয়—

প্রতিভা। আপনি কবি, আপনি কবিতা গল্প লিখে অন্যের হৃদয় স্পর্শ করতে পারেন আর আপনি এটা আশ্চর্য্য মনে করচেন! আপনার কি মনে হয় বলছিলেন বলুন।

উমানাথ। আমার ক্ষমা করুন আমি সে কথা আর বলতে পারব না। যাহা হউক আপনি আমার লেখা এত ভালবাসেন ইহা আমার বিশেষ আনন্দের বিষয়। আপনার হৃদয় ভাবময় তাই ও সামান্য লেখা আপনার অত ভাল লেগেছিল। আপনার কবিতা আমার ঐ সব লেখার অপেক্ষা অনেক উচ্চশ্রেণীর, আপনার দুই একটী গান গ্রামোফোনে শুনেছি তাহাও অতি মনোহর।

প্রতিভা। আমার লেখা আপনাদের চ'খে ধৃষ্টতা মাত্র। আমার কোন গানটী আপনার ভাল লেগেছিল?

উমানাথ। আপনার গান দুইটী মাত্র আমি শুনেছি, দুইটীই আমায় খুব ভাল লেগেছিল, সে আমার এখন মনে নাই। গানগুলির ভাবও চমৎকার। আপনি কতগুলি গান রেকর্ডে দিয়াছেন?

প্রতিভা। পাঁচখানি দিয়াছি।

উমানাথ। আমি যখন এখানে আসি আপনিই কি তখন গাইছিলেন?

প্রতিভা। (লজ্জিতভাবে) হ্যাঁ, আমিই গাইছিলাম, আপনি শুনতে পেয়েছিলেন?

উমানাথ। সে গান অতি মধুর, এমন সুমিষ্ট গলা বোধ আমি কখন শুনি নাই। আপনাকে বলতে পারি না যদি আপনার কোন

অসুবিধা না হয় তাহা হলে আপনার একটী গান আপনার মুখে শুনতে বড় ইচ্ছা হচ্ছে।

প্রতিভা। আমার অসুবিধা কিছুই নাই, আপনার যদি ভাল লাগে তা হ'লে অবশ্যই আপনাকে আমার গান শুনিয়ে বিশেষ সুখী হ'ব।

গীত।

যোগিয়া-বিভাষ—একতালা।

নয়নে তোমারে পায়না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমায় পায়না জানিতে হৃদয়ে রয়েছ গোপনে॥
বাসনার বশে মন অবিরত, ধায় দশদিগে পাগলের মত,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত জাগিছে শয়নে স্বপনে।
সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ, তুমি আছ আর আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জনপথ যার গেহ, সেও আছে তব ভবনে॥
তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাই আর, সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার,
কাল পারাবার করিতেছ পার, কেহ নাই জানে কেমনে।
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি, তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি, যত জানি তত জানিনে।
জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর, লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর,
তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে॥

—রবীন্দ্রনাথ।

উমানাথ। অতি সুন্দর! আপনাকে কি ব'লে মনের ভাব জানাব, কি বলে প্রশংসা করব বুঝতে পারি না। আপনাকে অনেকটা কষ্ট দিলাম।

প্রতিভা। আমার কষ্ট কি, আপনার ভাল লেগেছে ইহাতে আমার গান গাওয়া সার্থক মনে হ'চ্চে। আপনার সঙ্গে মাঝে মাঝে সাক্ষাতের সুযোগ হ'লে বিশেষ সুখী হ'ব। আপনার নূতন বই "প্রহেলিকা" আমি দেখি নাই।

উমানাথ। আমিও বলা বাহুল্য তাতে বিশেষ আনন্দ অনুভব কর'ব। আমার "প্রহেলিকা" আমি বাড়ি গিয়েই একখানি উপহার পাঠিয়ে দিব, অনুগ্রহ করে গ্রহণ করলে সুখী হ'ব।

প্রতিভা। নিশ্চয়ই সে আমার অত্যন্ত আদরের জিনিষ হ'বে। আমার বাবাও আপনার লেখার প্রশংসা করেন, তাঁকেও পড়্‌তে দিব। তিনি সে দিন "অমৃতবাজারে" আপনার নারী-শিল্পাশ্রমের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের কথা পড়ে বলছিলেন ইহা বর্ত্তমান সময়ের সম্পূর্ণ উপযোগী হ'বে। আপনার সঙ্গে তিনি আলাপ কর্‌লে আনন্দিত হ'বেন।

উমানাথ। তাঁর সঙ্গে আলাপ কর্‌তে আমিও অত্যন্ত সুখী হ'ব। তিনি কি এখন বাড়িতে আছেন ?

প্রতিভা। উপরে আছেন, আসুন তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ করে দি'।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দেবেন্দ্রনাথের প্রকোষ্ঠ।

দেবেন্দ্র ও সুধা।

দেবেন্দ্রনারায়ণ ইজিচেয়ারে ইণ্ডিয়ান মিরার হস্তে ও মুখে সিগারেট এই অবস্থায় শায়িত।

(সুধার প্রবেশ।)

দেবেন্দ্র। এখনই যে এলে, কিছু ফরমাস্ আছে নাকি ?

সুধা। কেন, এখন কি আস্‌তে নাই ?

দেবেন্দ্র। না থাক্‌বে না কেন, তোমার সংসারের দেখা শুনা যা' বল সে সব হ'য়ে গেছে এর মধ্যে, তাই বল্‌চি। সংসারের কাজটা কি তা'ত আমি কখনও বুঝ্‌তে পার্‌লাম্ না। সংসার নিয়েই তুমি মর্‌বে। ভাল করে খাও দাও, সন্ধ্যার সময় মোটরে করে বেড়াতে চল, আমি ত এই বুঝি। একটু enlightened হও।

সুধা। তুমি না দেখ্‌লে আর কি করে বুঝ্‌বে বল। তোমার সঙ্গে মোটরে বেড়াবার জন্য আর একটাকে নিয়ে আস্‌তে হ'বে। আমার ত ও সব পোষাবে না, সংসার ত না দেখ্‌লে চলে না।

দেবেন্দ্র। আজকের কাগজে কি লিখেছে জান ?

সুধা। তা আমি কি ক'রে জান্‌ব, কি লিখেছে বল না শুনি।

দেবেন্দ্র। সে দিন ম্যাজিষ্ট্রেটকে নিমন্ত্রণ করে সেই যে address দেওয়া হ'য়েছিল ; আমি পঞ্চাশ টাকা তা'তে দিয়েছিলাম। কাগজে অনেক প্রশংসা করে শেষে লিখেছে আমারই চেষ্টায় ও যত্নে উহা হয়েছিল।

সুধা। আচ্ছা এ সব তারা কি করে জান্‌তে পারে, কে লিখে দেয় ?

দেবেন্দ্র। তারা নিজেরাও কখন কখন আপনি খপর পেয়ে লেখে, আবার লিখে টিখে পাঠাতেও হয়, সময় সময় কিছু খরচ করতেও হয়। আমার অনেক এডিটারদের সঙ্গে আলাপ আছে, মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করি তাই খোসামোদ করে।

সুধা। আচ্ছা এই সাহেবদের এনে এত খরচ কর, এখানে ওখানে প্রায়ই সাহেবদের চাঁদা দাও এতে কি লাভ হয়? এর চেয়ে যা'তে দেশের গরীব দুঃখীরা খেতে পায় এই রকম একটা অতিথিশালা করে দিলে বেশ হয় না! আমার ত বড় ইচ্ছা হয়।

দেবেন্দ্র। এতে কি হয় শীঘ্র দেখতে পাবে, বোধ হয় এই আস্‌চে New Year's dayতে একটা যা' হয় হ'ব। এর চেয়ে আর আমাদের কি হ'তে পারে। এই অতিথিশালা যা' বল্‌চ ভাল লোকেরা বলেন ওসব ক'রে দিয়ে দেশের অনিষ্ট করা হয়, দেশের কতকগুলা গরীব লোককে আরও কুড়ে ক'রে দেওয়া হয় মাত্র, লাভ কিছু হয় না। আর তা ছাড়া প্রকৃত খেতে পায় না এমন লোক কই দেখতে ত পাই না। তার চেয়ে আমার বোধ হয় একটা মেয়েদের সাধারণ ক্লাব্ করে দেওয়া ভাল।

সুধা। তাই না হয় একটা করে দাও, এত টাকা কি হ'বে?

দেবেন্দ্র। যা' হয় একটা করব। কিন্তু এর চেয়ে মাঝে মাঝে পঞ্চাশ একশ' না হয় দু'তিন শ' টাকা খরচ ক'রে ফাঁকি দিয়ে কাগজে কত নাম হয় সেটা কি মন্দ। টাকা আছে তাই এ সব আরও দরকার। এ সব না হ'লে এ সিন্দূকের টাকা সিন্দূকেই থাক্‌বে, লোকে কেও জানতেও পারবে না; আর এই নামের জোরে যে টাকা আছে লোকে মনে কর্‌বে তা'র চারগুণ আছে।

সুধা। টাকার কথা বাহিরের লোকে জান্‌লে কেবল ডাকাতের ভয় বাড়্‌বে, আর কি লাভ হ'বে ?

দেবেন্দ্র। আচ্ছা ও সব অর্থতত্ত্বের লেক্‌চার পরে শোনা যাবে। এখন মনে কর্‌ছিলাম আস্‌চে সপ্তাহ নাগাদ দিনকয়েকের জন্য একবার দার্জ্জিলিঙ্গ বেড়িয়ে আসা যা'বে।

সুধা। সে আবার কোন বৎসর না যাচ্চ। তুমি যা'বে আমার লাভ একলা ঘরে কড়িকাট গোণা, আমায় নিয়ে যাও ত বল। আচ্ছা এই সময়ে সেখানে কি হয় ?

দেবেন্দ্র। এবার নিয়ে যাব গো তাই বল্‌চি, তুমি লজ্জাটা একটু এবার এখানে রেখে যেও দেখি, তা হ'লে তোমায় খুব বেড়িয়ে আনতে পারি। সেখানে এই সময় কত বড় বড় লোক যায়, তুমি যদি একটু এখানে সেখানে আমার সঙ্গে বেড়াও টেড়াও, তা হ'লে কত সহজে তা'দের সঙ্গে ফাঁকি দিয়ে আলাপ হয়, জান ?

সুধা। আমার পোড়া কপাল, তুমি ত কতদিন আমায় এজন্য বলেছ, আমি যে পারি না কি করব বল। তাই ত বলি তোমার এ সবের জন্য আর একটীকে আন, আর আমি যেমন আটপৌরে আছি তেমনি থাকব। সংসার দেখব, বাবার সেবা করব, মাকে দেখব। আমার ক্ষমতায় যে ওসব হয় না কি করি।

দেবেন্দ্র। দেখ সুধা, আমি তোমায় অনেকবার বলেচি। আর একটা ছেড়ে সাতটা বাড়িতে এনে রাখতেও আমি ভয় করি না। আমি তোমাকে এই শেষবার বল্‌চি তোমার আমার ইচ্ছামতই চলা উচিত। আর এক কথা, তুমি বোল্‌লে শোন না বাবার

যা' অসুখ তাতে ডাক্তারেরা বলেন ওঁকে ছোঁয়া কোন মতে উচিত নয়, থাইসিস্ বড় খারাপ অসুক। তুমি ওঁর গায়ে পায়ে হাত টাত বুলিও না বা ওঁর গেলাস্ বাটীতে কিছু খেও না।

সুধা। তুমি কি করে বল্‌চ, লোকে কি বল্‌বে! বাবার এ অসুখ নূতন নয়, ওঁর সেবা করলে আমার আবার কি হ'বে? আর কতদিনই বা বাঁচবেন। একটা কথা তোমায় ভয়ে বল্‌তে পাচ্চি না, মা ক'দিন ধরে একবার তোমার সঙ্গে দেখা করবেন বল্‌চেন, আজ এ বাড়িতে এসে বসে আছেন।

দেবেন্দ্র। কেন তাঁর আবার কি দরকার? এখনই অন্য লোক আস্‌বে এখন দেখা হ'বে না, এ মাসের খরচের টাকা কি পৌঁছয়নি?

সুধা। খরচের টাকার জন্য নয়, ঠাকুরঝি লিখে পাঠিয়েছে তাদের সেখানকার কালি কবিরাজ বড় ভাল, তাঁকে একবার দেখালে হয় ত বাবার উপকার হয়, তাই মা একবার তোমায় সেই কথা বল্‌বে।

দেবেন্দ্র। মিছিমিছি টাকাগুলো নষ্ট করে কি হবে, ও অসুখ আবার কখন ভাল হয় বুঝি। আমি আর ও সব অত পারব না, অন্য ছেলেরা আছে ত তাঁরা পারেন না। আমি এক্‌লা রোজ রোজ এত হুকুম শুনতে পারব না, তুমি মাকে স্পষ্টই ব'ল!

সুধা। আমি তোমায় কি বোঝাব, দেখ বড় ঠাকুরদের নিজেদেরই কত কষ্ট, মাহিনার জন্য তারকের ইস্কুল থেকে নাম কেটে দিয়েছে শুনলাম, রাধুটা সেদিন অসুখ থেকে উঠেচে একজোড়া জুতো নেই যে পায়ে দিয়ে বেড়ায়। ওরা যা' পারচেন বাবা মাকে দেখচেন, আর কোথা পাবে?

দেবেন্দ্র। তুমি বাড়ির ভিতর যাও ; ঐ দীনেশ আসচে।

সুধা। আমি যাচ্চি, কিন্তু যাকে আমি ও কথা বলতে পারব না, যদি বলতে হয় তুমি বোলো।

[সুধার প্রস্থান ও অল্প পরেই দীনেশের প্রবেশ।

দীনেশ। কি ব্যাপার অমন করে যে ব'সে আছ ?

দেবেন্দ্র। আরে জ্বালাতন্, জ্বালাতন্! কেবল ফরমাস ছাড়া আর কথা নাই। শাস্ত্রকার ঠিকই বলে গেছেন মেয়েদের মুখের লাগাম কখন আলুগা রাখতে নাই, একটু যদি আস্কারা পেয়েছে ত অমনি পেয়ে বসেচে।

দীনেশ। এ স্রেফ want of education, আর কিছুই নয়।

দেবেন্দ্র। যাগ, এখন কতদূর কি হ'ল বল, ব্যাটা রাজি হয়েছে কি না ?

দীনেশ। অতি কষ্টে, একশ'খানি মুদ্রা ঝাড়তে হ'বে।

দেবেন্দ্র। কুচ্ পরোয়া নেই। তা হ'লে কালই ব্যাটাকে দিয়ে নালিশ ক'রে দাও। এবার ঐ উমানাথ, হেমনাথ, সব ব্যাটাকে দেখে নিতে হবে। আর দেখ এ সব কোন কথা কিছুমাত্র না প্রকাশ পায়। আমি শুনেছি রামচরণ ব'লে একটা বেনেটোলায় লোক আছে, সে নাকি অবিকল যেমন সহি দেখাবে ঠিক সেই রকমটি করে দিতে পারে। উমানাথের নামে একটা civil আর একটা criminal দুটো এক সঙ্গে লাগিয়ে দিতে হবে।

দীনেশ। না, উমানাথেরটা এখন করলে সুবিধা হবে না ; আগে পার্টিশনটা হ'তে দাও, তারপর যা' হয় করা যাবে।

দেবেন্দ্র। তাই হ'বে, তবে এখন থেকে লোকটাকে হস্তগত করে রাখতে হ'বে। আর দেখ এটর্ণী নিমাই বিশ্বাসের সঙ্গে আমি কাল দেখা করেছিলাম, যেমন সহি টহি করাতে হবে যা' বলবার

আমি সব বলে দিয়েছি। তুমি রমানাথকে সঙ্গে করে ঠিক সন্ধ্যার সময় কাল যাবে। দেখো রমানাথ কিছুতেই যেন বুঝতে না পারে যে আমিও এটর্ণীর কাছে দেখা করেচি।

দীনেশ। আমার মনে হয় তোমার নিজের এটর্ণী রামবাবুর দ্বারায় করালেই ভাল হ'ত।

দেবেন্দ্র। না তা'তে একটু রিস্ক আছে। একি আর রামবাবুর পরামর্শ ছাড়া হ'চ্চে। সে জন্য চিন্তা নাই। চলো একটু billiards খেলে আসা যাগ।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

এটর্ণী নিমাই বিশ্বাসের সদর বাটির কক্ষ।

রমানাথ ও দীনেশ।

রমানাথ। দীনেশ বাবু আপনারা বল্‌চেন, কিন্তু আমার এখনও এ কাজে কেমন বড়ই বিরক্ত লাগ্‌চে। তারপর উকিল এটর্ণী বাড়ি হাঁটাহাঁটি এ সব আমার দ্বারা হ'বে বলে ত আমার বিশ্বাস হয় না।

দীনেশ। আপনি অনর্থক ভাব্‌চেন কেন, আমি গ্যারাণ্টি হচ্চি আপনার একটী আধলাও খরচ হ'বে না, সব ষ্টেট্‌ থেকে খরচ হ'বে। আর আপনি আজ একবার নিমাই বাবুকে উইলের কপিখানি দেখিয়ে যা পাওয়ার টাওয়ার দিতে হয়, সহি টহি দিতে হয়, করে দিয়ে যান, তারপর সব ভার আমার।

রমানাথ। সবই বুঝচি, কিন্তু আমার মনে যা' হচ্চে তাই আমি বল্‌চি।

দীনেশ। আপনি সাদা লোক, ও সব কাজ আর কোন ভদ্রলোকের ভাল লাগে। তবে কি জানেন বিষয় থাক্‌লেই ওই সব জ্বালা আছেই। জগৎ ত আর আপনার মত নয়। যা' হোগ দেবেন যখন আপনার সহায় আছে, তখন আপনার আর চিন্তার কারণ কিছুই নাই।

রমানাথ। দেবেন বাবু অবশ্য আমায় বিশেষ অনুগ্রহ কর্‌চেন, কিন্তু আমার তাঁর কাছে বড়ই লজ্জা বোধ হয়; তাঁর দেনাটা শোধবার জন্যই আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ কাজে লেগেছি।

দীনেশ। রমানাথ বাবু আপনি সে জন্য ভাববেন না, দেবেনকে আমি ত ছেলেবেলা থেকে জানি, অমন ভদ্রলোক দেখতে পাওয়া যায় না। ওঁর টাকার জন্য হয় ত আপনার ও সব দরকার নাই।

(নিমাই বাবুর প্রবেশ)

নিমাই। কতক্ষণ এসেছেন? (নমস্কার করণ)

রমানাথ। (নমস্কারান্তে) এই অল্পক্ষণ এসেছি।

দীনেশ। নিমাই বাবুর এঁর সঙ্গে বুঝি এতদিন আলাপ ছিল না? ইনি অতি ভাল লোক, নিজের ভালমানুষির জন্য বিষয় আশয় সব নষ্ট হ'বার যোগড়ে হ'চ্চে।

নিমাই। আলাপ ছিল না কিন্তু নাম শোনা আছে অনেকদিন থেকে। ওঁর দাদার সঙ্গে মনে হচ্চে একবার ট্রেণে আলাপ হয়েছিল। কি প্রয়োজন বলুন।

দীনেশ। ওঁর দাদা পৈত্রিক বিষয় আশয় সম্বন্ধে বড় ওঁকে আমল দেন না, সব ফাঁকি দিবার মতলব মনে হয়, তাই সেই বিষয় পরামর্শ

ক'রে আপনি যে রকম ভাল মনে ক'রবেন সেই মত করা হ'বে।

রমানাথ। তিনি ফাঁকি দিচ্চেন কি না তা অবশ্য আমি ঠিক ক'রে বল্‌তে পারি না, তবে তাঁর মনোগত ভাব কি তা বেশ বুঝ্‌তে পারা যাচ্চে না। আমি ইচ্ছা করচি আমার যা কিছু অংশ তা আমি বিভাগ ক'রে নি, আর একত্রে জড়িয়ে রাখবার আবশ্যক নাই।

নিমাই। বেশ, এ একটা পার্টিশন্‌ স্যুট্‌ আনলেই হ'বে। আগে আমি প্রথম আপনাদের ষ্টেটটা কার, কি রকম natureএর, কে কে claimant আছে এই সব historyগুলো জান্‌তে চাই। এই ষ্টেট্‌ কি আপনার fatherএর ?

রমানাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ, বিষয় সমস্তই আমার বাবার। তিনি নিজে সমস্ত উপায় করেচেন। আমরা উপস্থিত দুই ভাই, আমার আর এক মধ্যম ভাই ছিলেন, বাবা থাকতেই তাঁর বিধবা স্ত্রীর কিছু মাসহারা ব্যবস্থা ক'রে গিয়াছেন। আর বাড়ীতে দ্বাদশটি শিব আছেন তার পূজাদির জন্য কতকগুলি বিষয় দেবোত্তর ক'রে গেছেন। আমাদের সংসার খরচ, বাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, বিবাহ আদির সব খরচ পত্র আমাদের কারবার থেকে হ'বে, উইলে লেখা আছে। তবে যদি কারবার কখন নষ্ট হয়ে যায় তা' হ'লে চিনেবাজারের ও রসাপটির বাড়ির আয় থেকে চল্‌বে।

নিমাই। আপনাদের ত রংয়ের কাজ, সে আমি জানি খুব বড় কারবার, এখন কে দেখেন ?

রমানাথ। সব কর্ম্মচারীরা আছে তারাই দেখে, দাদাও দেখেন।

দীনেশ। দাদা নামেই দেখেন, সে চল্‌তি কাজ যে বসবে সেই চালাতে পারবে।

নিমাই। আপনার পিতার মৃত্যুর পর থেকে আপনার দাদাই বরাবর দেখচেন না আপনিও কিছু কিছু দেখেন?

রমানাথ। বাবা বেঁচে থাক্‌তেই দাদা দেখচেন, তাঁর সঙ্গে আমার বেশ মেলে না ব'লে আমি আমাদের কাজের কোন খবরই রাখি না, তাঁর উপরই সমস্ত ভার আছে।

দীনেশ। ওঁর দাদারও ইচ্ছা নয় যে রমানাথ বাবু কাজ কর্ম্ম দেখেন, তাই উনি আরও জান না।

নিমাই। আপনাদের উইল খানা একবার দেখা দরকার।

রমানাথ। উইলখানি দাদার কাছে, উহার কপি এনেছি এই দেখুন। (উইলের কপি প্রদান)।

নিমাই। (কিয়ৎকাল উইলখানি দেখিয়া) আপনার সম্বন্ধে এ রকমটা করেছেন কেন?

রমানাথ। কি বিষয় বলচেন executor সম্বন্ধে?

নিমাই। এই executor সম্বন্ধে, account সম্বন্ধে, উইলের terms সম্বন্ধেও বলচি। তিনি স্ব ইচ্ছায় এই রকম উইল করেছিলেন!

রমানাথ। মাকে সংসারের মধ্যে জড়িয়ে রেখে যেতে বাবা পছন্দ করেন নি, তাই তাঁকে executor করেন নি। আর আমি নিজেই আমাকে executor করতে বারণ করেছিলাম। আর ও সব কেন লিখেছেন জানি না, বোধ হয় আমি তখন পড়তুম, কাজ কর্ম্ম দেখতুম্ না এই জন্যই ওরকম করেছেন।

নিমাই। যখন উইল করেন তখন কি আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না?

রমানাথ। না।

দীনেশ। উইলের সময় মতলব্ ক'রে ওঁকে থাক্‌তে দেওয়া হয় নি, ইচ্ছা করেই ওঁর অসাক্ষাতে ওঁর বড় দাদা তার নিজ ইচ্ছামত উইল করিয়ে নেন।

নিমাই। আপনাদের পার্টিশনের কোন গোল হবে না, কিন্তু এই উইলখানা যেন একটু কেমন কেমন, যদি এ ঠিক হয় তা হ'লে এতে আপনার অনিষ্ঠ সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার বিশ্বাস কি এ সাক্ষী টাক্ষি, আপনার পিতার সহি টহি সব ঠিক্?

দীনেশ। আমি ত রমানাথ বাবুকে এ কথা বলেচি, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে।

রমানাথ। আমি এ পর্য্যন্ত উইলখানি নিজে কখন দেখি নাই। আমার ভগ্নীপতি এই কপিখানি আমার বাবার মৃত্যুর পাঁচ ছয় মাস পরে আমায় দিয়াছিল।

নিমাই। অবশ্য ঠিক্ কি কোন রকম গোলমাল কিছু আছে সেটা আপনি বল্‌তে পারেন, আমার ত মশায় কেমন একটু ধোঁকা ধোঁকা লাগে। আপনি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র, আর আপনার পিতা অতি মহাশয় লোক ছিলেন তিনি এ রকম উইল করতে পারেন তা'ত আমার যেন কি রকম মনে হয়। সাক্ষীরা কি সকলেই এখনও জীবিত আছেন?

রমানাথ। না সকলেই মারা গেছেন, একজন মাত্র কেবল এখনও বেঁচে আছেন। দেখুন সত্যই বলচি আমার দাদার উপর উইল সম্বন্ধে কোনদিন এ রকম সন্দেহ হয় নি, কিন্তু আজ আপনার কথা শুনে যেন আমারও একটু সন্দেহ হ'চ্চে।

নিমাই। সেটা আপনি একবার ভাল করে চিন্তা ক'রে দেখবেন,

তারপর যেরূপ বিবেচনা হয় সেইমত করা যা'বে। আমরা এই রকম উইলের কেশ আকসার্ দেখছি।

দীনেশ। তা' হ'লে কি উইলখানা আপনারও বিশ্বাস জাল ?

নিমাই। অবশ্য তা আমি ঠিক কি করে বলব, তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি এ রকমটা প্রায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, আর রমানাথ বাবুর মুখে দাদার বিষয় যতটুকু শুনলাম তা'তে একটু সন্দেহ হয় বৈকি !

রমানাথ। তা হ'লে কি এখন উইলটার সন্দেহ না মিট্‌লে আর কিছু হ'বে না ?

নিমাই। না, না, তা কেন ? আপনি এটা কি ভাবে চালান যা'বে ঠিক করুন, আমি ইতিমধ্যে account submit করবার জন্য একখানা চিঠি দি'। উইল যদি ঠিকও হয় account দেখাতে বাধ্য।

দীনেশ। মশায় চিঠি ফিঠিতে কিছু হ'বে না, আপনি উমানাথ মল্লিককে জানেন না, সে ও সব থোড়াই কেয়ার করে। রমানাথবাবু সাদাসিদা লোক, কি করলে ভাল হয় আপনিই পরামর্শ দিন। আপনি জানবেন যে শেষে জাল উইল তৈয়ারির জন্য একটা criminal পর্য্যন্ত না করলে হ'বে না। এই আমি ব'লে রাখলাম, আপনি দেখবেন।

নিমাই। তা হ'লেও একখানা চিঠি দিতে ক্ষতি কি ? আগে একখানা চিঠি দেওয়া দস্তর। আর উইলখানা যে জাল তার প্রমাণের জন্যও ত prepare হ'তে হ'বে।

রমানাথ। মহাশয়, আমি এ সব বড় বুঝি না, যা' ভাল হয় আপনি করবেন।

নিমাই। আচ্ছা, সে জন্য আপনাকে বেশী ভাবতে হ'বে না, এ কেস্ most ordinary. আমি যা' করতে হয় সব ক'রে দোবো। আপনি কাল একবার আমার অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন, তারপর যা' যা' করতে হয় ক'রে নোবো।

রমানাথ। তা হ'লে এখন যাই, কাল বৈকালে আমি দেখা করব। নমস্কার।

দীনেশ। নমস্কার মশাই। [রমানাথ ও দীনেশের প্রস্থান।

নিমাই। (স্বগত) অনেকদিনের পর একটা কেসের মত কেস্ পাবার যোগাড় হয়েচে। পার্টিশনের সঙ্গে সঙ্গেই উইল কেস্‌টা চালাতে হ'বে। উইল কেস্ যে রকমেই হোগ, যদি জাল prove নাও হয় constructionনিয়েই শেষ পর্য্যন্ত চল্‌বে। বড়লোকেরা উইল ক'রে যান এ ত আমাদেরই জন্য। Thousand and one thanks to my dear friend Devendra Babu.

পঞ্চম দৃশ্য।

উমানাথের কক্ষ।

উমানাথ।

উমানাথ। আমার একি দশা হ'লো! আমার নিজের প্রতি বিশ্বাসের কথা মনে ক'রে, আমার কলঙ্কহীন চরিত্রের কথা মনে ক'রে মনের মধ্যে যে অহঙ্কার ছিল আজ তা কোথায়! আমার আশৈশব মনের দৃঢ়তা, কৈশোর ও যৌবনের শিক্ষার এই পরিণাম! স্বপ্নে যে ভাব কখন মনে হ'লে ভগবানের কাছে

সহস্র ক্ষমা প্রার্থনা করেও তৃপ্তি হ'ত না, আজ তা' সত্যে পরিণত হ'তে বসেছে। আমার সংসারসাধনার এই ফল! এই পবিত্র সংসারে জন্মগ্রহণ ক'রে এমন ধার্ম্মিক পিতার পুত্র হ'য়ে আমার এই অধঃপতন। প্রাণের প্রতিমা প্রভার অমল প্রেম আজি প্রতিভার মোহেতে প'ড়ে ভেসে যেতে চলেছে। সংসারের পূর্ণ আবর্ত্তনের ভিতর ফেলেও কি আমার কর্ম্মফলের শেষ হ'চ্চে না? দয়াময় এ আবার কি বিভীষিকা! এখন রামাযুগির সঙ্গে আমার প্রভেদ কি? সে না হয় একটা হাড়ির মেয়ের প্রেমে মজেছে, আর আমি একজন বিলাত ফেরৎ ব্যারিষ্টারের মেয়ের প্রেমে মুগ্ধ। আমার একি মতিভ্রম হ'ল! আমি প্রতিভার বাড়ী আবার গেলুম কেন? তার সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা ক'রে তার সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির, তার গভীর জ্ঞানের পরিচয় নিয়ে কি হ'ল? স্ত্রীশিক্ষা, নারীশিল্পাশ্রম নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করতে গেলুম কেন? তা না হ'লে ত তার হৃদয়ের উদারতা এমন করে আমার কাছে ধরা প'ড়ত না? তার গান শুন্‌বার আগ্রহই বা হ'ল কেন? তেমন সুকণ্ঠ যে কখনও শুনিনি মনে হ'য়েছিল! আমার চরিত্র বল কোথায় ভেসে গেল! প্রতিভা, প্রতিভা, আমায় রক্ষা কর, আমায় ক্ষমা কর। স্পষ্ট ক'রে লিখেচ আমায় ভালবাস, যদি যথার্থ আমায় ভালবেসে থাক, তবে তোমার পথ থেকে আমাকে দূর কর্‌তে পার্‌লেই যথার্থ ভালবাসার কাজ হয়, নচেৎ আমি যাই, প্রভা যায়, আমার বংশগৌরব যায়। সহস্র জ্বালা সহিয়াও কোন রকমে এখন যা' বজায় রেখেছি সেই মল্লিক পরিবার বুঝি উৎসন্ন যায়।

(প্রভাবতীর প্রবেশ।)

প্রভা এসছ, এস, তোমার জন্যই আমি অপেক্ষা করচি।

প্রভা। কেন কি হয়েছে ?

উমানাথ। প্রভা, কি হ'য়েছে কি বলব! তোমায় বলব বলেই আজ ঠিক করিচি, কিন্তু কেমন ক'রে বল্‌ব তোমায় ?

প্রভা। আমায় কখন কোন দিন ত কিছু বল্‌তে তোমার একটুও বাধে না। কি হ'য়েছে বল আমার মন বড় অস্থির হ'চ্চে।

উমানাথ। তোমায় বলব, কিন্তু কি ক'রে তুমি তোমার এ দেহে এ মনে তা' সইবে প্রভা ? কল্পনায় কোন অমঙ্গল আশঙ্কা ক'রে এখন তোমার মন যে অস্থির হ'চ্চে, না জানি এ পাপিষ্ঠের সে পাপ কথা শুনে তুমি কত ব্যথা পাবে, কত অস্থির হ'বে!

প্রভা। যদি তোমার আমাকে বলতে একটুও কষ্ট হয় তা হ'লে আমায় ব'লো না, নচেৎ আমাকে শীঘ্র বল।

উমানাথ। আমার যত কষ্টই হোক্, তোমারও যত কষ্ট হোক্, তোমায় না বলে আমি থাকতে পার্‌ব না। তুমি দেবী, আমাকে ক্ষমা কর্‌তে পার কোরো, না পার না কোরো। প্রভা, আমি তোমার কাছে শত অপরাধে অপরাধী সত্য ; একাদিনের জন্যও আমি তোমাকে সুখী কর্‌তে পারি নি, কিন্তু দেবতা জানেন সে আমার ক্ষমতার অতীত এবং সে জন্য আমার জীবনে অশান্তি কিরূপ। আমি যত দোষই ক'রে থাকি, এতদিন তোমার অবিশ্বাসী ছিলাম না। যা' তুমি কোন দিন কল্পনাও করনি এখন আমি তাই। আমি অবিশ্বাসী, নিষ্ঠুর,

অযোগ্য ; তোমার সোনার সিংহাসনে আজ তোমার অজ্ঞাতে পিশাচকে বসা'তে প্রবৃত্ত হয়েচি। আমি আর একজনকে একটু একটু ক'রে ক্রমে অনেকটা ভালবেসে ফেলেছি, যা'র কবিতা পড়্‌তে তুমি ভালবাস—সে সেই প্রতিভা।

প্রভা। তা' বেশ করেচ, এরই জন্য এত চিন্তা! এতক্ষণে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। আমাদের সংসারের অবস্থা তেমন নয়, তা না হ'লে আমি ভাগ্যবতীকে এই বাড়ীতে এনে রাখ্‌তে ব'লতাম।

উমানাথ। প্রভা তুমি কি বল্‌চ, তুমি কি মানুষ! তুমি আমায় ক্ষমা কর্‌লে?

প্রভা। কি বল, ও কথা কি বল্‌তে আছে। আমি তোমার চরণাশ্রিতা দাসী। তুমি যা'কেই ভালবাস, যত ভালবাস, সে হয় ত দু' দিন। তুমি আমার, চিরদিন আমারই থাক্‌বে, জন্মান্তরেও আমার, কখনও অন্যের হ'তে পার না। সে যেই হো'ক বড় ভাগ্যবতী, যে তোমার ভালবাসা পেয়েছে তা'র চেয়ে ভাগ্যবতী কে আছে!

উমানাথ। তোমার মত স্ত্রী যা'র আছে, তা'র চেয়ে ভাগ্যবান্ কে আছে, প্রভা! আমার আঁধারের প্রদীপ, নয়নের মণি, আজ তুমি আমায় রক্ষা কর্‌লে। আমার হৃদয়ের তুমুল ঝটিকা সহসা থেমে গেছে, বুকের ভিতর যে ভীষণ দাবানল জলছিল তা' যেন এক ফুৎকারে তুমি নিবিয়ে দিলে। আবার যেন আশার ক্ষীণ আলো দেখ্‌তে পাচ্চি, মনে হচ্চে হয়ত ভগবান্ আমায় আবার উদ্ধার করবেন। তুমি প্রতিভার কথা শুন্‌বে? প্রতিভা কলিকাতার একজন ব্যারিষ্টারের মেয়ে, সে উচ্চশিক্ষিতা কুমারী, আমার লেখা কাগজে প'ড়ে, আমার ছবি দেখে আমায়

সে ভালবাসে। তারপর একদিন আমায় নিমন্ত্রণ করে, আমি যাই; তা'র সুকণ্ঠ, তা'র হৃদয়ের উদারতা, তা'র শরীর ও মনের সৌন্দর্য্য আমার মনকে সেই দিনেই একটু যে বিচলিত করেছে তা' ত তখন বুঝিনি। তাহার পর পত্রের দ্বারা, পুস্তক-উপহার ও ফটো-বিনিময়ে ক্রমে সেই বিচলিত ভাব প্রণয়ে পরিণত হয়েছে। এই দেখ তা'র ফটো। (সুন্দর রৌপ্যনির্ম্মিত ফ্রেমে আঁটা ফটো প্রদান।)

প্রভা। বেশ চেহারা, যেমন গুণ, তেমনি রূপ। আমি ভাল ক'রে লিখতে জানিনে, তা' না হ'লে একখানি চিঠি লিখে আলাপ করতুম।

উমানাথ। তুমি চিঠি লেখ তা' হ'লে সে খুব আহ্লাদিত হবে, তুমি আজই লেখ। পার যদি ত আমার হ'য়েও তুমি একখানি চিঠি লেখ। আজ আমার লেখবার আর ক্ষমতা নাই।

প্রভা। তা' হ'লে ঠিকই লিখব। আচ্ছা, প্রতিভার এখনও বিয়ে হয় নি কেন? তা'র বাবা মা এ সব জানেন? তা'রা কি ব্রহ্মজ্ঞানী?

উমানাথ। হ্যাঁ তাহারা ঐ ভাবেরই বটে, আমার সঙ্গে প্রতিভার আলাপ আছে জানেন, এতদূর এগিয়েছে তা' বোধ হয় জানেন না। বিয়ে করা হয় ত প্রতিভার ইচ্ছা নয়।

প্রভা। তবে একদিন আমাদের বাড়ী নিমন্ত্রণ করলে আসে না?

উমানাথ। নিমন্ত্রণ করলে নিশ্চয়ই আসে, কিন্তু সে কি ক'রে হ'তে পারে। সে স্ত্রীলোক, আমাদের বাড়ীর যা' অবস্থা, একজন পুরুষ মানুষ বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করবার ভরসা নাই, প্রতিভাকে নিমন্ত্রণ করব! প্রভা, আমি লজ্জাহীন, তাই তোমায় একটা

কথা আমার জিজ্ঞাসা করতে বড় ইচ্ছা হচ্চে, তুমি সত্য ক'রে বল্‌বে কি, প্রতিভার বিষয় এই সব কথায় তোমার কি কোন কষ্ট হচ্চে না?

প্রভা। তুমি বলবে তবে আমি সত্য ক'রে বলব, না হ'লে তোমার কাছে আমি মিথ্যা বল্‌ব? আমি সত্য বল্‌চি আমার কোন কষ্ট হচ্চে না।

উমানাথ। তুমি সত্যই দেবী, আমি নরকের কীট। তোমার হৃদয়ের উচ্চতা, উদারতা বুঝি সে ক্ষমতা আমার নাই। আমি আবার বলচি তুমি আমায় রক্ষা করলে। তুমি যদি সাধারণ স্ত্রীলোকের মত হ'তে, তাহ'লে আমার দশা কি হ'তো তা ভাবতেও পারি না। আমার মনে হচ্চে আজ হ'তে আমার জীবনের একটী নূতন অঙ্ক আরম্ভ হ'ল।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

উমানাথের বাটির ভিতরের ঘর।

রাধারাণী ও হেমনাথ।

রাধারাণী। তুমি বদলি হ'য়ে বাড়ি এসেছ শুন্‌লুম, বেশ হয়েছে বাবা এখন এইখানেই থাক্‌বে ত?

হেমনাথ। হ্যাঁ বাড়ীতেই থাক্‌ব, তবে এখান থেকে আপিস যেতে আস্‌তে একটু কষ্ট হবে।

রাধারাণী। তা একটু কষ্ট হ'বে কি করবে বাবা; বৌমা, তোমার মা সব ভাল আছেন?

হেমনাথ। সকলে ভাল আছেন।

রাধারাণী। বাবা আমি তোমাকে একবার ডেকেছিলুম।

হেমনাথ। কি বলুন, আমি সেই জন্যই এখন এসেছি।

রাধারাণী। তুমি আমার পেটের সন্তানের মত, তাই তোমাকে আমি অনেক কষ্টেই ডেকেছি আমার ঘরের কথা বল্‌ব ব'লে। বাবা আমারত এ সংসারে আর থাকা চলে না, আমার ক্রমে অসহ্য হ'য়ে পড়েছে। তাই বাবা তোমায় বলচি উমাকে ব'লে ক'য়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দাও। আর আমার এক দণ্ড এখানে থাকতে ইচ্ছা নাই। আমি অনেক দিন এ বাড়ীতে এসেছি, আমার শাশুড়ী ছিলেন না, আমি ছেলেবেলা থেকে এই সংসার দেখ্‌চি, কিন্তু আর বাবা এ সংসার চালান আমার অসাধ্য।

হেমনাথ। সে কি কথা, আপনি বাড়ীর গৃহিণী, আমি যতদূর জানি আপনার ছেলেরা বিশেষতঃ উমানাথ আপনাকে খুব ভক্তি করে, আপনার কিসের দুঃখ, কিসের কষ্ট! আর আপনি যদি চ'লে যান তা হ'লে ত সংসার একেবারে ছারেখারে যা'বে।

রাধারাণী। আমার ছেলেদের দোষ নাই বাবা, উমা আমাকে কি ভক্তি করে সে কি আমি জানি না! আমি তার কষ্ট আর দেখতে পারি না বলেই যেতে চাচ্চি। আমার আবার দুঃখ কিসের! উমা আমার কোন দুঃখই রাখেনি, আমার অদৃষ্টের দোষ, আর কা'রও দোষ নাই। তুমি বাবা যে রকম ক'য়ে পার উমাকে বলে ক'য়ে আমায় কাশী পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করে দাও।

হেমনাথ। আপনি অত ব্যস্ত হ'বেন না, আমি উমানাথকে বল্‌ব, কিন্তু একটু ভেবে দেখুন আপনি গেলে আপনার উমানাথের আরও কত কষ্ট হ'বে, আপনার বড় বউ—

(উমানাথের প্রবেশ।)

উমানাথ। হেম কতক্ষণ এসেছ, মায়ের কাছে আমাদের সংসারের কথা শুন্‌চ ?

হেমনাথ। এই একটু আগে এসেছি। মায়ের কষ্টের কথা শুন্‌চি।

রাধারাণী। উমা, বাবা আমি ঢের দিন এই সংসার কর্‌চি, এখন আমার বয়েস হয়েছে, আর বউমারাও এখন সব শিখেছে। তোমরা এখন তোমাদের সংসার দেখ, আমায় কাশীতে বা অন্য কোথাও পাঠিয়ে দাও, আমি হেমকে এই কথা বলছিলাম।

উমানাথ। তা দোবো, মা তুমি গেলে সংসারের যেটুকু এখনও আছে সেটুকুও যাবে। তা' যায় যা'গ, তবুও তোমার এখান থেকে যাওয়াই ভাল, আরও কিছুদিন আগে যেতে পার্‌লে ভাল হ'ত। আমারও আর সংসারে দরকার নাই আমিও যেখানে হয় চলে যাই। রমানাথকে তা'র বিষয় বুঝিয়ে দেবার জন্য আজ আমাকে এই উকিলের চিঠি দিয়েছে; আর কেন মা, এর আগে কি আমার মরণ ভাল ছিল না ? রমার বয়স যখন সাত বৎসর তখন বাবা মারা গেছেন, তাকে লালন পালন করেছি, বাবার সমস্ত সম্পত্তি এতদিন রক্ষা করেছি, বাড়িয়েছি, তুমি সবই জান। এখন তা'র বয়স হয়েছে, বিবেচনা হয়েছে, আমার কর্ত্তব্য করেছি। তাকে আর বিষয় কি বুঝিয়ে দোবো, সে সংসার করুগ, আমায় কিছু কিছু মাসে মাসে পাঠিয়ে দিলেই হ'বে। আমিও চলে যাই, তোমার কাছে থেকে কাশীতে বাস করি।

রাধারাণী। বালাই সে কি কথা বাবা। জন্ম জন্ম তুমি সংসার কর, তুমি ও কথা মুখে এনো না। রমার এতদূর আস্পর্দ্ধা হয়েছে ?

তা দিগ্ উকিলের চিঠি বাবা, তুমি কিছু মনে ক'র না। তুমি কিসের জন্য যা'বে, কিসের জন্য তা'কে তোমার বিষয় দেবে? তা'র যা' কিছু তাকে ফেলে দাও, তুমি আর কি করবে, তা'র অদৃষ্টে যা আছে হ'বে। তোমার কিসের ভাবনা? ভগবান্ তোমায় দেবেন। তুমি থাকলেই কর্ত্তাদের সব বজায় থাক্‌বে, তা না হ'লে সবই মিছে। আর আমি যে যেতে চাচ্চি বাবা, আমার দ্বারা ত আর সংসারের কোন উপকারই নেই। আমি কখনও বউএদের যত্ন করতে পারলুম না। আমি যদি ভাল হতুম তা হ'লে সংসারের এমন দশা হ'বে কেন?

উমানাথ। না মা, যা'র সংসারের সকলকে সন্তুষ্ট রাখবার ক্ষমতা নাই তার এখানে না থাকাই ভাল। আমি চুরি করিনি প্রবঞ্চনা করিনি, খাতাপত্র সবই আছে। যা'তে রমার ভাল হয় সেই চিন্তা ভিন্ন কখনও কিছু ভাবিনি, আজ সে আমাকে এই অবিশ্বাস করেচে, আমি আবার সমাজে মুখ দেখাব? সে ত' আমায় একবার বল্‌লেই পারত, একবার একটা মুখের কথা মাত্র। মা তোমার কোন দোষ নাই, তুমি এই সংসার এতদিন ত পালন ক'রেচ, আর এখনই বা পাচ্চ না কেন? তবে এটা ঠিক তোমারও অদৃষ্ট মন্দ, তা' না হ'লে তোমায় এ কষ্ট পেতে হ'চ্চে কেন?

রাধারাণী। সে কথা আর একবার ক'রে? এখনও কত কি বরাতে আছে তা' কে জানে। পুণ্যবান্ তাঁরা সব চলে গেছেন, আমি এই সব দেখবার জন্য বেঁচে আছি। তুমি এ সংসারে সকলকে সন্তুষ্ট রাখবে! এ দেবতারও অসাধ্য। তোমার আবার দোষ! তুমি নিজের শরীরের দিকে না চেয়ে, সংসারের শত জ্বালায় কান

না দিয়ে এত সহ্য ক'রে আছ এতেও তোমার দোষ! আমি কি দেখ্‌তে পাচ্চি না আমার সোনার বৌএর রোগের জ্বালায়, এই সংসারের জ্বালায় কি দশা হয়েছে? তোমায় আবার লোকে বলবে কি, আমি রমাকে ডাকি, তার কি মতলব জিজ্ঞাসা করি।

হেমনাথ। ভাই সে ভাবনা একবারও মনে স্থান দিও না। রমার যদি সে জ্ঞান থাকবে তা হ'লে আর ভাবনা কি?

উমানাথ। হেম, ভাই সংসার বড় অদ্ভুত জায়গা তুমি জান না। যে ভাল করে তাঁকেই লোকের কাছে অনেক সময় নিন্দিত হ'তে হয়, আমি কর্ত্তব্য পালন করতে চেষ্টা ভিন্ন আর কিছু করিনি। মা, তুমি রমাকে ডেকো না, হয় সে আসবে না, আর না হয় তোমাকে হয়ত কতকগুলো যাচ্ছেতাই শুনিয়ে দেবে।

রাধারাণী। আমার অনেক সহ্য আছে, আমি তা'কে ডেকে বলি।

হেমনাথ। তা বল্‌লেই বা, কথার খোলসাই ভাল, তার যা বিষয় আশয় সে বুঝে নিগ্‌না, এর জন্য আবার উকিলের চিঠি কিসের? এত ভাবনা করতে গেলে চলে না! আমি তা'কে ডাক্‌চি।

[হেমনাথের প্রস্থান।

উমানাথ। মা, আবার কি অদৃষ্টে আছে ভগবানই জানেন, এখন না ডাকলেই বোধ হয় ভাল হ'ত।

রাধারাণী। তোমার এত কিসের ভয়? আমি তা'কে বল্‌ব, আমি তা'র খাইও না, পরিও না।

(হেমনাথ ও রমানাথের প্রবেশ।)

রমা তুমি বিষয় বিভাগের জন্যে দাদার নামে উকিলের চিঠি দিয়েছ?

রমানাথ। হ্যাঁ, দিয়েছি, কেন কাজটা কি অন্যায় হয়েছে ?

রাধারাণী। অন্যায় নয় ত কি ভাল কাজ হয়েছে, ভাগ হ'তে ইচ্ছা হয়েছে, তা'ত স্পষ্ট বললেই হ'ত। দাদা ত তোমার চুরি করেনি, কি বিষয় উড়িয়ে দিচ্চে না, তোমার বিষয় বাড়িয়েই দিয়েচে।

রমানাথ। হ্যাঁ, সে কথায় আর কাজ নাই ; তুমি মেয়ে মানুষ মেয়ে মানুষের মত থাক, আমায় আর তোমার অত বোঝাতে হ'বে না, তুমি এখন নিজের পথ দেখ।

রাধারাণী। না আমি কিছু বুঝিনে ঠিক বটে, কিন্তু তোমার দাদা তোমার মত নয়, এটা জেনো। তুমি পৃথক্ হ'বে, তোমার দাদা ত তা'তে কিছু বলচেন না। তোমায় এখনই সব দিচ্চে, তা এর জন্য নালিশ মোকদ্দমা করাটা কি পৌরুষের কাজ ?

রমানাথ। আমি যা' ভাল বুঝেছি তা করেচি ও ক'রবো, তোমার কাছে পরামর্শ নিতে ভুলে গেছি। তোমার বলতে একটু লজ্জা করে না ? তুমি কি এই সংসারে কাণা হ'য়ে থাক, সব দেখতে পাও না ? যতক্ষণে উনি দেবেন, ততক্ষণে আমি খেতে পা'ব, ততক্ষণে আমি পরতে পা'ব। উনি কি নিজের থেকে দেন ? উনি আমার মত হবেন কেন ? আমি মাতাল, আর উনি মাতালের বড় ভাই হ'য়ে তা'কে ফাঁকি দিয়ে দেশের লোকের কাছে দাতা ! বন্ধুদের বিপদে সাহায্য করতে অজ্ঞান !

উমানাথ। রমা, তুমি কখন কোন খপরই রাখ না, তুমি না জেনে ওরকম বল্‌চ কেন ? সরকারির একটী পয়সাও আমি কখনও নিজের জন্য বা কা'কেও দেবার জন্য খরচ করিনি। খাতাপত্র সবই ত আছে, তোমার নিজের দেখবার ক্ষমতা নাই, তুমি

তোমার কোন ভাল লোক দিয়ে ইচ্ছা কর্‌লে সবই দেখতে পার, তা' হ'লে বুঝতে পারবে বাবা কি রেখে গেছলেন আর আমি কি করিচি। তোমার অংশ তুমি নেবে এর জন্য আমায় বললেই হ'ত।

রমানাথ। হ্যাঁ সে খাতাপত্র ঠিক হয়েছে তা জানি, সে সব কৈফিয়ৎ কোর্টে দিও, তোমার সঙ্গে আমার বেশী কথা কইবার দরকার নাই। [রমানাথের প্রস্থান।

রাধারাণী। কি রমা তোর যতদূর মুখ ততদূর কথা!

[রাধারাণীর প্রস্থান।

উমানাথ। এরই নাম সংসার। সংসারের এই সব নিত্য ঘটনাকে যে উপেক্ষা ক'রে থাক্‌তে পারে সেই সুখী। যে মা জন্ম হ'তে আজ পর্য্যন্ত অসীম কষ্ট সহে বুকে ক'রে মানুষ করেচেন, সকল ক্লেশ তুচ্ছ ক'রে কত রাত্রি জেগে ওর জন্য ব'সে কাটিয়েছেন তাঁর এই লাঞ্ছনা। আর আমি,—ভগবান্ তিনিই জানেন আশৈশব কোন দিন সহোদরের স্নেহ ভিন্ন অন্য কোন ভাব তার প্রতি আমার হয়েচে কি না, তার উন্নতি, তার হিত ভিন্ন অন্য চিন্তা কোন দিন্ স্থান পেয়েছে কি না। কায়মনোবাক্যে ভগবানের কাছে সর্ব্বদা তার কল্যাণ কামনা করিচি, তারই পুরস্কার স্বরূপ, আজ আমি আমার ছোট ভাইয়ের চ'খে জুয়াচোর, জালিয়াৎ। মহাপাপ না করলে বড় ভাই হয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করে না। হা ভগবান্, এই অদৃষ্টে ছিল!

হেমনাথ। উমানাথ ভাই, তুমি জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্ ওসব মনে রেখ না। রমানাথের আচরণ ভেবে বৃথা মনকে কষ্ট দিও না। ও মূর্খ, বিকৃতমস্তিষ্ক, তা' না হ'লে জগতের প্রত্যক্ষ দেবতা গর্ভধারিণী

মাকে ওরকম ক'রে বলতে পারে। ভদ্রলোকের ছেলে লেখাপড়া শিখে তা'র এই পরিণাম! সকলই সময়ের দোষ, অদৃষ্টের দোষ। এখন যে সময় পড়েচে তা'তে যে চোর সেই সমাজে ভাল লোক ব'লে পরিচিত, আর যে সাধু সেই চোর। যা'রা নিজের মাকে খেতে দেয় না, গালি দেয়, অথচ ভারত মাতার উদ্ধার চিন্তায় মগ্ন, তা'রাই এখন সুসন্তান; সংসারের কেহ ম'রে গেলেও চেয়ে দেখবার সময় নাই, শেষে গুলিখোর দিয়ে মড়া ফেলতে হয়, অথচ অন্যের বাড়ীতে রোগীর সেবা করতে, মরে গেলে সৎকার করতে যা'রা তৎপর তা'রাই হচ্চেন সাধু। যাঁরা নিজের মায়ের পেটের ছোট ভাইকে ঠকিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়, অথচ দেশের লোকের উন্নতির জন্য কোমর বাঁধেন, নিজের সুখসচ্ছন্দ, বিলাসিতার জন্য বিদেশী বসন, বিদেশী ভূষণ, বিদেশী আহার, বিদেশী শুয়ারের বিষ্ঠা ভিন্ন যাঁদের একদণ্ড চলে না, অথচ দেশের লোককে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্য লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়া থাকেন তাঁরাই হচ্চেন দেশহিতৈষী। যাঁরা অংশীদারের চুরি ক'রে, বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে ধরা না পড়েন তাঁরাই এখন ধার্ম্মিক। এই ত এখন আমাদের দেশের, আমাদের সমাজের অবস্থা। এখন যে যত পরকে ফাঁকি দিয়ে আত্মসাৎ করতে পারে, জুয়াচুরি ক'রে এড়িয়ে যায়, সে তত বুদ্ধিমান্; আর যে কথার ঠিক রাখবার জন্য, অসৎ উপায় অবলম্বন ক'রে স্বার্থ বজায় না রেখে বরং তা' জলাঞ্জলি দিয়ে, নিজের ক্ষতি করাও শ্রেয় মনে করে, লোকের কাছে এখন সেই বোকা, সেই মূর্খ।

তৃতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

বান্ধবসমিতি গৃহ।

প্রিয়নাথ, হরেন, মনোহর ও গোপেশ্বর।

প্রিয়নাথ। আমার মনে হয় সাধারণের টাকা ও ভাবে খরচ করলে সেটা নষ্ট করাই হ'বে, তা ছাড়া এতদিনে আমাদের এ সমিতির প্রতি লোকের যেটুকু সহানুভূতি জন্মেছে সে টুকুও হারাতে হ'বে, তার ফলে হয়ত একদিন ইহা উঠে পর্য্যন্ত যেতে পারে।

গোপেশ্বর। সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ও সব ক্লাব ট্লাব এ সব জায়গায় কোন দরকার নাই। ওর অপেক্ষা উমানাথ বাবুর proposa টা খুবই দরকারী। আর পাবলিকেও বেশ appreciate করবে বলে মনে হয়।

মনোহর। অবশ্য দেশের গরীবের ছেলেরা বিশেষ অনাথ বালকেরা যদি লেখা পড়া শিখতে পায় তার চেয়ে আর ভাল কি হ'তে পারে। কিন্তু এতে অনেক টাকার দরকার। আর পার্ক টার্ক হ'লে লোকের বেড়াবার খেলবার সব সুবিধা হ'বে। লোকের health যা'তে ভাল থাকে সেটাও আমি মনে করি একটা ভাববার বিষয়।

হরেন। আচ্ছা ৩টা বেজে প্রায় ২০ মিনিট হ'ল, আর সব কেউ আসবেন না নাকি? আর একটু দেখা যাবে?

প্রিয়নাথ। উমানাথ বাবু আসবেন কিনা বল্‌তে পারি না। রমেশ বাবুর সঙ্গে কাল দেখা হয়েছিল তিনি আসবেন। দেবেন বাবু পরশু দার্জ্জিলিং থেকে এসেছেন, তিনিও আসতে পারেন।

গোপেশ্বর। হ্যাঁ তিনি আসবেন। উমানাথ বাবুকে নাকি district boardএর chairman nominate করেচে ?

মনোহর। He declined to accept it.

প্রিয়নাথ। এইটুকুই আশ্চর্য্য, যিনি এ সব পোষ্ট গ্রহণ করলে দেশের কাজ হয়, তিনি হ'তে চান না, আর যাঁরা বেশ আসর সাজান গোছের, যাঁদের সঙ্গে সাধারণে কথা কইতেই সাহস করেন না, যাঁরা আপনার বিজ্ঞাপন প্রচারেই ব্যস্ত তাঁরা আগে এ সকলে অগ্রসর হন। তাঁ'দের দ্বারা কাজের অনেক অসুবিধাই হয়, উপকার একটুও নয়।

(দেবেন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ।)

হরেন। আসুন দেবেন্দ্র বাবু। আপনার জন্যই অপেক্ষা।

দেবেন্দ্র। আমার একটু দেরী হ'য়ে গেছে। জষ্টিস্‌ সেন আমার বাড়ীতে এসেছিলেন, তাঁকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আস্‌তে বিলম্ব হ'য়ে গেল।

গোপেশ্বর। তাই ত বলি, দেবেন বাবু ঠিক punctual তাঁর দেরি ত কখন হয় না। আপনার ত বাড়ী থেকে আস্‌তে তিন মিনিট লাগে।

দেবেন্দ্র। শোফারটার অসুখ হয়েছে, আজ ল্যাণ্ডোখানা ক'রে এলুম। এবার দার্জ্জিলিং থেকে এসে আজ এই প্রথম বেরুচ্চি। আজ শরীরটা বেশ ভাল নাই, important বিষয় একটা রয়েছে তাই এলাম।

মনোহর। How have you enjoyed this season of Darjeeling?

দেবেন্দ্র। বেশ ছিলাম, আমি ওদিকে গেলে খুবই ভাল থাকি। আর এখন অনেক বড় বড় লোক সব গেছে, লেফ্‌ন্যাণ্ট গবর্ণর রয়েছেন, বিস্তর ব্যারিষ্টার, জজ সব গেছেন। আজ গার্ডেন পার্টি, কাল বল্ এ সব প্রায় রোজই আছে। আপনাকে ত বললুম আপনি গেলেন না।

মনোহর। Winterএ যদি কোথাও যান ত দেখা যাবে, তখন আমাদের Christmasএর ছুটিও থাকবে।

গোপেশ্বর। আপনিও ত একটা পার্টি দিয়েছিলেন কাগজে দেখেছিলাম।

দেবেন্দ্র। কি কাগজে দেখেছিলেন—Bengaleeতে? গবর্ণর সাহেব ও তাঁর wife তুইজনেই এসেছিলেন। কি রকম ভদ্র তাঁরা! দার্জ্জিলিঙ্গে আমার কেমন লাগে, আমাদের districtএর কথা, মিউনিসিপ্যালিটির chairman আমি হইনা কেন এই সব কথা আধ ঘণ্টা ধরে কইতে লাগ্‌লেন। যাগ, আর কি কারও জন্য অপেক্ষা করতে হ'বে?

গোপেশ্বর। আর বোধ হয় কেউ এলেন না।

দেবেন্দ্র। আজকে আমাদের agenda of business কি আছে?

প্রিয়নাথ। আজ প্রথম ঐ পার্ক, আর সাহায্যের জন্য তুইখানা application আছে দেখ্‌তে হ'বে।

দেবেন্দ্র। মাঝে একটা মিটিং হয়েছিল শুনলাম, তা'তে এ বিষয়টা ছিল কি?

প্রিয়নাথ। না সে সামান্য দু' একটা বিষয় ছিল। সে রিপোর্টটা আগে পড়া যাগ্ না।

দেবেন্দ্র। থাক সে আর দরকার নাই। এখন আজকের কাজ সারা যা'ক। প্রথম পার্ক সম্বন্ধে আপনাদের কার কি মত বলুন, তারপর ক্লাবের কথা হ'বে। আমার ত বিশ্বাস মশায় একটা পার্ক এ রকম টাউনের পক্ষে essentia'ly necessary, both sanitary pointএ ও টাউনের হিসাবেও। অনাথ গরীবদের কথা যা' বল্‌চেন, আমার ত মনে হয় তাদের field খুব vast, অনেক মিল আশে পাশে রয়েছে। তাদের education দেবার চেষ্টা করলে আমার ত মনে হয় দেশের arts and industryর ক্ষতি করা হ'বে। আমার personal opinionত এই।

মনোহর। Certainly.

গোপেশ্বর। আমারও ত তাই মনে হয় দেশের art, industryর দিকে আমাদের সব প্রথম দেখা উচিত ও না হ'লে আমাদের উন্নতির উপায় নাই।

দেবেন্দ্র। (অন্যান্য মেম্বরদিগের প্রতি) আপনাদের কি মত মশায়?

হরেন। দেবেন বাবু যা বল্‌চেন তা ঠিক বটে, তবে শিক্ষাটা কি গরীব, কি মধ্যবিৎ, কি ধনী বোধ হয় সকলেরই আবশ্যক। কিন্তু পার্ক টার্ক গুলোও দরকার; ও সব টাউনের শোভা।

দেবেন্দ্র। না ও সব নয়; আপনার যা personal opinion তা বলুন।

হরেন। পার্কই হোগ।

দেবেন্দ্র। বেশ, (প্রিয়নাথের প্রতি চাহিয়া) মশায় এইবার আপনার কি মত বলুন।

প্রিয়নাথ। আমার বিবেচনায় পার্ক হওয়ার অপেক্ষা উমানাথ বাবুর প্রস্তাবটা খুবই আবশ্যকীয়। গরীবের ছেলেরা বিশেষ যাদের বাপ মা নাই তাদের যা'তে শিক্ষা হয় তা না ক'রে বিলাসিতা বাড়াবার জন্য সখের বাগান বা খেলবার, চা কেক্ খাবার আড্ডা করা এতে ত আমি মত দিতে পারি না, বিশেষ যখন যথেষ্ট ফণ্ড রয়েছে। অবশ্য আপনাদের সকলের যা মত হ'বে তাই হ'বে, আমার যা মত আমি বল্লাম। আমার ইচ্ছা donorদের কাছে এ বিষয় মত লওয়া হউক।

মনোহর। না সেটা হ'তে পারে না, impossible. কমিটী যা ভাল বিবেচনা করবে তাই হ'বে। আপনি না হয় বল্‌তে পারেন সব মেম্বরদের opinion লওয়া। কিন্তু তাও নিয়মবিরুদ্ধ যে হেতু আজকের মিটিংএ এটা pass হ'বার বিরুদ্ধে কোন কারণ নাই।

গোপেশ্বর। যাগ এটা ত ঠিক হ'ল; ক্লাব করা সম্বন্ধে কার কি মত, এই রকম স্বাধীন ভাবে সকলে বলুন।

প্রিয়নাথ। আমার বিবেচনা হয় আজ যখন অধিকাংশ সভ্য মহাশয়েরা উপস্থিত নাই তখন এ রকম একটা বড় বিষয় আজ কোন রকমে হওয়া উচিত নয়, সুতরাং আমার ইচ্ছা আজ এ বিষয়টা স্থগিদ থাক।

মনোহর। I do not see any reason why this matter should be postponed. কমিটীর rule অনুসারে যে কয়জন মেম্বর উপস্থিত আছেন এতে আজ এ বিষয়টা postponed রাখবার কোন কারণ আমি ত দেখি না।

দেবেন্দ্র। সমিতির নিয়মানুসারে আজ না হ'বার কারণ নাই, তবে আপনারা object করেন সে আলাদা কথা।

গোপেশ্বর। তা'ত বটেই।

প্রিয়নাথ। অবশ্য আপনারা করতে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয় এই সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক উমানাথ বাবু, যাঁর দ্বারায় আজ আমাদের সমিতির এই সব করবার সামর্থ্য হয়েচে বললেও অত্যুক্তি হয় না, অন্ততঃ এ মিটিংএ তাঁর উপস্থিত থাকা দরকার। আর তা' ছাড়া মিটিংয়ের নোটিশ অন্ততঃ দুই দিন আগে দেওয়া উচিত এবার তা' হয় নাই।

হরেন। না তা এবার হয়নি বটে; circularটা খুব দেরীতে পাওয়া গেছল বটে।

দেবেন্দ্র। তবে তাই হোগ। তা হ'লে আজকের আর কিছু কাজত নাই, আমার একটু আবশ্যক আছে আমি যাই।

[দেবেন্দ্রের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বাটীর সংলগ্ন উদ্যান।

প্রতিভা।

প্রতিভা। (স্বগত) আমার কি ছিল, কি হয়েছে, আবার কি হবে কিছুই যে ভেবে ঠিক করতে পারি না! মাগো আজ তুমি কোথায়, কত দিন হ'ল তুমি আমায় বাবার কাছে রেখে

অনন্তবাসে চ'লে গেছ, এতদিন তোমাকে ত এত মনে পড়্‌ত না। মা আর যে পারি না। আজ বাবা তুমি কোথায়! তোমার যত্নে মায়ের কথা ভুলেছিলাম। তোমার অসীম স্নেহের পরিবর্ত্তে অতুল ধনরাশি দিয়ে আজ প্রায় এক বৎসর হ'ল আমাকে একেলা রেখে চলে গেছ। আর আমাকে এখন সে সব সদুপদেশ দিয়ে শিক্ষা দেবে কে? এই বিশ্বসংসারে এখন আমি একা। সংসারের রহস্য কিছুই বুঝি না। ভগবান্ তোমার অনন্ত রাজ্যে আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট, আমার এই সংসার সাগরের ঘোর আবর্ত্তে ফেলে তুমি জগতের কি মহাকাজ সাধন করচ তুমিই জান। আমি বুদ্ধিহীনা, বিবেকহীনা, অবলা, আমার শিক্ষা ব্যর্থ। আমি আর পারি না, দেব, আমায় উপায় দেখিয়ে দাও, যা অসম্ভব তার আশা মন থেকে কেড়ে নাও, যাকে মনে ক'রে দুঃখ হয়, দেখ্‌লে রাগ ও ঘৃণায় দেহ জলে উঠে সে হতভাগ্যের মনের আকাঙ্খাও কেড়ে নাও। যাকে পাব না তার শুধু চিন্তায় যেন মনকে তৃপ্ত করতে পারি অন্য বেশী আকাঙ্খা যেন মনে আর স্থান না পায়। আর এই কর প্রভু যেন তাঁর ধ্যান কর্‌তে করতেই এই ক্ষুদ্র জলবুদ্বুদ অনন্ত জলে মিশিয়ে যায়!

(কমলের প্রবেশ।)

কমল। এ সময় এখানে একলাটি বসে রয়েছ?

প্রতিভা। কি করি কোথাও আর ভাল লাগে না।

কমল। প্রতিভা ভাই কিছু স্থির করলে কি? এমন করে দেহপাত করলে কি হবে।

প্রতিভা। কি স্থির করব কমল, একি বসন ভূষণ যে ইচ্ছা হয় পর্‌ব, না হয় ফেলে দোব। আমার দ্বিতীয় পথ স্থির করবার কিছু

নাই। আমি জানি তিনি আমার হবেন না, কিন্তু সত্য বলতে কি ভাই, পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে আজ কতদিন ধরে তাঁ'র অজ্ঞাতে তাঁ'র চরণে আমার সর্ব্বস্ব অর্পণ করেছি। তাঁকে পাবার উচ্চাশা আমি হৃদয়ে একটুও রাখি না। আমার বেশী আশা কিছু নাই, যাতে তাঁ'কে গোপনে মাঝে মাঝে দেখতে পাই আমি কেবল তা'ই চাই। আমি স্থির করিচি আমি এখান থেকে চ'লে যা'ব, কোথা যা'ব কেউ জানবে না, সেই হৃদয়ের দেবতা যেখানে আছে কোন প্রকারে গোপনে সেইখানে বাস ক'রব, এ হতভাগিনীর জন্য আর ভাবতে হ'বে না।

কমলা। সে কি প্রতিভা, যিনি তোমার কথা হয়ত মনেও করেন না, তুমি তা'র জন্য তোমার এই নবীন বয়সের সব সাধ আহ্লাদ ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েচ? তুমি বেশ ছেড়েছ, গান ছেড়েছ, টেনিস্ ছেড়েছ, সাধের কবিতা লেখা পর্য্যন্ত ছেড়েছ, তোমার জন্মস্থান, পিতার সাধের আবাস ছেড়ে যাবে? এ বাড়ীর দশাই বা তা হ'লে কি হবে?

প্রতিভা। কমল! ভাই! আমার সাধ আহ্লাদ আর কিছুই নাই। বুট জ্যাকেট্ এঁটে, চস্‌মা চোখে দিয়ে, নিত্য নূতন সাজে সেজে এখানে ওখানে বেড়িয়েছি, কত বাবু, কত মিষ্টারের সঙ্গে কত আলাপ করেছি, খেলেছি; সেই বেথুন কলেজে পড়বার প্রথম দিন থেকে প্রেসিডেন্সীর ফোর্থ ইয়ার পর্য্যন্ত একে একে কত জনের ছবি এ হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়েছে আবার ধীরে ধীরে মুছে গেছে তার ঠিক নাই; কিন্তু অনেক চেষ্টা করেছি, বুঝি সাধ্যের অতীত ক'রে চেষ্টা করেছি কিছুতেই এ ছবি অন্তর থেকে যায় না। আমি মনে সংকল্প করেছি এ বাটী বিক্রী ক'রে ফেল্‌ব, বালিগঞ্জের ও অন্যান্য জায়গার বাড়ীগুলিও বিক্রী ক'রে

সব কাগজ ক'রে তা'রপর রাধানগরের উমানাথ বাবুর বাড়ীর নিকটে একখানি বাড়ী কিনে বা ভাড়া নিয়ে সেইখানে গোপনে বাস করব। আর যদি সম্ভব হয় ত কোন কৌশলে তাঁকে যাতে মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পাই তা'র উপায় করব।

কমলা। তা হ'লে সবই এক রকম মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছ, কিন্তু আমি আর তোমাকে বেশী কি বুঝাব? তাতে কি তোমার যাতনা ক'মবে? তুমি তাঁকে দেখ্‌বে অথচ তাঁর সঙ্গে কথা না কয়ে, তাঁকে ভাল করে না পেয়ে থাক্‌তে পারবে?

প্রতিভা। মনে ত হয় সেই হ'লেই আমার যথেষ্ট, আমি আর অন্য আশা করি না। প্রভু জানেন আমার অদৃষ্টে কি আছে।

কমলা। তাই যদি ইহাই তোমার স্থির হয়ে থাকে, তবে শরীরের যত্ন না ক'রে কি লাভ হবে? তোমার আজন্ম কি খাওয়া কি পরা অভ্যাস, আর এখন কি ভাবে আছ ভেবে দেখ দেখি।

প্রতিভা। কমল, আমার এই সামান্য একটু পরিবর্ত্তন দেখে তুমি ভাবচ। আমার পরিবর্ত্তনের এখন কিছুই হয় নাই। আমায় হয়ত সেজেগুজে কত পরিবর্ত্তন করতে হ'বে। আমায় প্রতিভা ব'লে কেউ চিনতে পারলে আমার বাসনা এমনই অপূর্ণ থেকে যা'বে। আজ তুমি আমায় জুতা জামা পরা বিবির সাজ না দেখে আশ্চর্য্য বোধ করচ, কিন্তু আমি এই আট মাসে কত অভ্যাস করিচি কিছুই জান না। আমার নূতন জীবনের সবই নূতন ক'রে তুলতে হ'বে। এস আমার সঙ্গে, দেখবে আমি প্রাণের জ্বালায় কি আত্মপ্রতারণায় বড় হইচি।

কমলা। সেখানে আবার কি আছে?

প্রতিভা। দেখলেই বুঝতে পারবে। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বাগান-বাটী।

রমানাথ, দীনেশ, যতীশ, বাইজী ও বন্ধুদ্বয়।

দীনেশ। নাও হে বিবিজান, ধর আর এক গ্লাস।

বাইজী। মাফ্ কিজিয়ে, হাম জাস্তি পিতে নেহি।

১ম বন্ধু। না, বাইজি সাব্ তা হ'বে না, তা হ'লে ফুর্ত্তি জুড়িয়ে যাবে, চালাও।

রমানাথ। হোগ আর এক পেগ, আমি বলচি কুচ্ পরোয়া নেই।

(দীনেশের বাইজীকে মদ্য প্রদান।)

যতীশ। কুচ্ পরোয়া নেই।

বাইজী। বন্দেগি বাবু সাব্। (মদ্যপান)

দীনেশ। রমানাথ বাবু নিন্। (মদ্য প্রদান)

রমানাথ। দাও, খুব চলুগ্। মদ বন্ধ দিওনা দীনেশ।

দীনেশ। এইবার একখানা গান ধর।

বাইজী। যো হুকুম।

গীত।

সারঙ্গ—চৌতাল।

"নয়না নাহি নিদ গেঁই রে নিশিদিন মোরি
ছাতিয়ান লাগেও অধীরকো।
এত মোহন মুখ মুরলী, শুনত শোধ নয় হিয়ি হো,
ক্যায়সে ধৈরয ধরে, গারে হোতে ঘর ঘরকো।"

১ম বন্ধু। মরে যাই বিবিজান, আমার জান আন্‌চান্‌ করচে।

রমানাথ। বেশ বেশ খুব মিঠে।

বাইজী। আপ্‌কি মেহেরবানি।

যতীশ। বিবিজান্‌ মেহেরবানি তোমার। এখন একখানা বাঙ্গলা গান যদি গাও।

২য় বন্ধু। হ্যাঁ বাবা এসব হিন্দি ফিন্দি বুঝি না, একখানা বাঙ্গালা গান লাগাও।

বাইজী। হামরা বাঙ্গলা গান আপলোক্‌কো কেয়া আচ্ছা লাগেগা।

দীনেশ। আলবত্‌ লাগেগা।

রমানাথ। হুইস্কি কই, সব দাও না। (বন্ধুদ্বয়ের মদ্যপান, দীনেশের মুখের কাছে গেলাস ধরিয়া গোপনে ফেলিয়া দেওয়া।)

গীত।

মিশ্র—কওয়ালী।

কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া,
তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া।
চরণে ধরিয়া তব কহিব প্রকাশি
গোপনে তোমারে সখা কত ভালবাসি!
ভেবেছিনু কোথা তুমি স্বর্গের দেবতা
কেমনে তোমারে কব প্রণয়ের কথা?
ভেবেছিনু মনে মনে দূরে দূরে থাকি;
চিরজন্ম সঙ্গোপনে পূজিব একাকী;

কেহ জানিবে না মোর গভীর প্রণয়,
কেহ দেখিবে না মোর অশ্রুবারিচয়।
আপনি আজিকে যবে শুধাইছ আসি
কেমনে প্রকাশি কব কত ভালবাসি ?

রবীন্দ্রনাথ।

২য় বন্ধু। অতি চমৎকার গান!

(শঙ্করলালের প্রবেশ)।

দীনেশ। কে বাবা তুমি এখন ?

শঙ্করলাল। আমি শঙ্করলাল বাবা, আমায় এখন চিনতে পাচ্চ না।

যতীশ। কি! গালাগাল! বাড়ী ব'য়ে বাপ তোলাতে এসেছ।

১ম বন্ধু। গালাগাল!

রমানাথ। এস চাটুয্যে, কি মনে ক'রে, খাও এক গ্লাস।

২য় বন্ধু। ঠাকুর, তুমি বাবা বামুন ; একটু পায়ের ধুলা দাও।

(পা ধরিতে অগ্রসর হওয়া)

শঙ্করলাল। যাও আমার কাছে আবার মাতলামি কেন ?

২য় বন্ধু। চোটোনা বাবা একটু পায়ের ধুলো দাও। (পুনরায় পা ধরিতে যাওয়া, এবং পা সরাইয়া লইলে) কি, পায়ের ধুলো দেবেনা রাস্কেল ?

শঙ্করলাল। যতদুর মুখ ততদূর কথা, হারামজাদ্ জান না এখনি মাথা ভেঙ্গে দোবো, মাতলামি ঘুচে যাবে। রমানাথ বাবু আজ সাত দিন ধরে আপনার সঙ্গে কোন রকমে দেখা ক'রতে পাচ্চি না। ক্রমে বাড়ী ছেড়ে ত পরের বাগানে এসে ফুর্ত্তি করচেন, বাবুদের টাকার কি বলুন।

দীনেশ। আপনার তাগাদা থাকে দিনের বেলা বাড়ীতে যাবেন, এখানে আপনি অপমান করচেন, আপনি চ'লে যান্।

২য় বন্ধু। অপমান! এখনি জুতিয়ে দেবো, আমায় জান না।

শঙ্করলাল। তবে রে ব্যাটা, চোপরাও বলচি শূয়ার। (চপটাঘাত করণ)

রমানাথ। এখন একটু স্ফূর্ত্তি কর ঠাকুর, আমার কাছে এস। টাকা দোবো।

শঙ্করলাল। আপনার লজ্জা করে না, সর্ব্বস্ব উড়িয়ে শেষ দেনা ক'রে মদ খাচ্চেন, আর মেয়ে মানুষ নিয়ে আমোদ করচেন্!

সকলে। লাগাও শালাকে, লাগাও।

(রমানাথ ভিন্ন সকলে প্রহারে উদ্যত)।

রমানাথ। আমোদ কর না বাবা, একি!

শঙ্করলাল। মরে গেলুমরে বাবা, ছাড়্ বলচি ছাড়্।

দীনেশ। বাবুকে অপমান, আমাদের জান না?

১ম বন্ধু। জান না?

(পাহারাওয়ালার প্রবেশ।)

পাহারাওয়ালা। এ কেয়া বাবুলোক্, ছোড়্ দেও, খুন গিরৃতা, ছোড় জলতি।

রমানাথ। বাড়ীর ভেতর ঢোক্‌বার তোমার কি এক্তার আছে? চলে যাও এখান থেকে।

শঙ্করলাল। জমাদার আমায় মেরে ফেল্লে, আমায় রক্ষা কর।

পাহারাওয়ালা। বাবু আপ্ উঠিয়ে, কোন্ আপ্‌লোককে মারা হায়?

শঙ্করলাল। রমানাথ বাবুর কাছে তাগাদায় এসেছিলুম উনি হুকুম দিলেন্ আর বেদম মারলে। এই দেখ সব কেটেকুটে গেছে। তুমি

না এলে এইখানেই মরে যেতুম। তুমি সাক্ষী, আমার হাত পা ভেঙ্গে দিয়েছে, আমি উঠতে পাচ্চি না।

রমানাথ। পুলিশ ব'লে বাড়ীতে ঢোকবার right নেই, চলে যাও বল্‌চি, তা না হ'লে ভাল হবে না।

দীনেশ ও বন্ধুদ্বয়। চলে যাও বলচি তা না হ'লে পাগড়ি উড়িয়ে দোবো।

পাহারাওয়ালা। ফিন্ মাৎ বলিয়ে, চুপ রহো বাবু, পুলিশকে আপলোক এসা বাৎ বল্‌তে হেঁ। (শঙ্করলালের প্রতি) বাবু থোড়া সে আপ্ রহিয়ে, হাম আবি তুরন্ত আতা হায়।

[পাহারাওয়ালার প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

উমানাথের বাটীর সংলগ্ন উদ্যান।

উমানাথ ও কেশব।

(উমানাথ পদচারণ করিতেছেন, কেশবের প্রবেশ।)

কেশব। উমানাথ বাবু, একলাটি বাগানে এ সময়।

উমানাথ। এস ভাই কেশব, কি করি একটু বাগানে বেড়াচ্চি, আর আমাদের বাড়ীত আসই না।

কেশব। সন্ধ্যার পর একটা টিউশনি পেয়েছি তাই আর আস্‌তে পারি না। আর আমাদের খপর টপরও ত বড় নাও না, আগে বরং মাঝে মাঝে খপর নিতে।

উমানাথ। এ কথা সত্যই বটে, আর বোধ হয় আমি কখন কারও খপর নিতে পারব না। আমার শ্রাদ্ধের সময় যদি এ বাড়ীর কেউ আবার খপর নেয়ত বল্‌তে পারি না।

কেশব। কেন উমানাথ বাবু এমন অশুভ কথা বল্‌চ। তোমার সামনে বল্‌লে খোসামোদ করা হয়, তোমার মুখ চেয়েই এখন আমাদের এখানে বাস করা, নচেৎ রাধানগরে আর মানুষ কে আছে। এখন এখানে হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা ছাড়া লোকের আর কিছুই নাই।

উমানাথ। ভাই তোমরা পাঁচজনে স্নেহ করে যা' বল; আমার আর সে মুখ নেই। এখন যত শীঘ্র এ মুখ নিয়ে পৃথিবী থেকে যেতে পারা যায় ততই ভাল। যা'র দ্বারা দেশের এ সবের কিছু উপকার হবার সম্ভাবনা নাই, আত্মীয় বন্ধুগণের কোন দুঃখ কষ্ট দূর হ'বার উপায় নাই, অথচ নিজের সুখ শান্তিরও লেশমাত্র নাই, তা'র ভাই বেঁচে থেকে কি ফল?

কেশব। তা' হলে আমাদের কি করা উচিত তা' ত ভেবে পাওয়া যায় না।

উমানাথ। তোমাদের—চিরদিন সম্ভব নয়, তা না হ'লে বলতুম চিরদিন বেঁচে থাকা উচিত; আর কিছুর জন্য যদি নাও হয়, ত বাঙ্গালীকে আদর্শ ভ্রাতৃপ্রেম দেখাবার জন্য অন্ততঃ। ভাই, তোমাদের পয়সার অভাব, তাই তোমাদের দয়া ধর্ম্ম, পরদুঃখ-কাতরতা প্রভৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণগুলির বিকাশ নাই, তোমাদের অন্তরে লুক্কায়িত মহৎ ভাবগুলি লোকে অনেক সময় বুঝিতেও পারে না। কিন্তু নাই বিকাশ থাক, নাই লোকে বুঝতে পারুক তাতেই বা ক্ষতি কি, বরং মনে হয় বুঝি তাতেই

বেশি লাভ, কেননা তোমাদের যেমন অর্থের একটু অভাব তেমনি নিজের অহংএর জ্বালায়ও পুড়্তে হয় না। প্রতিষ্ঠার জন্য মনুষ্যত্ব ভুলে যেতে হয় না।

কেশব। উমানাথ বাবু ও সব তোমার বাজে কথা। আমাদের মনুষ্যত্ব কি আছে! আমরা জগতের আবর্জ্জনা! তবে একটা কথা যা বল্‌লে আমি সহস্রবার স্বীকার করি; নগেনের মত ভাই বুঝি কারও হয় না, এ বিষয়ে আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান্ মনে করি। কেন, আজকাল পৃথক হয়েও রমানাথ কি আবার কিছু গোলমাল করচে নাকি?

উমানাথ। কেশব ভাই, সে কথা আর তোমাকে কি বলব। আমার সঙ্গে আর সে কি গোলমাল করবে। একে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে পৃথক হ'তে হয়েছে, সেই দুঃখেই লোকের কাছে আমার মুখ দেখাতে ইচ্ছা করে না, তারপর তার ব্যবহারে, তার কার্য্যে ক্রমে বাবা ঠাকুরদাদার নামে কলঙ্ক পড়চে। সে সব কথাও যদি ছেড়ে দি', দিনে দিনে তার যে অধঃপতন হ'চ্চে তা'তে সে ক'দিন বাঁচবে; আর বিষয় আশয়ও বোধ হয় এই ক'মাসেই কতক পরে ঠকিয়ে, কতক উড়িয়ে দিয়ে নষ্ট করেছে। চ'খের উপর সব দেখ্‌চি, সব বুঝচি কিন্তু কোন উপায় নাই।

কেশব। এতদিন ত তা'র জন্য কত জ্বলেচ, আবার এখন আলাদা থেকেও এত জ্বালা! মায়েরও কষ্ট, সবই অদৃষ্ট।

উমানাথ। মায়ের জন্যই ত আরও ভাবনা, তাঁর মৃত্যু হ'লেই এখন মঙ্গল আর বেশি কি বল্‌ব। আমার কথা ছেড়ে দাও, আমার সব সহ্য হ'য়ে গেছে, এতদিন আমি তাকে প্রাণের অধিক স্নেহ ক'রে আমি তার শত্রু; তার বিষয় রক্ষে ক'রে, বাড়িয়ে দিয়ে

আমি চোর! আমার সে জন্য কোন দুঃখ নাই, এখন রমা ওরকম করলে তার কি দশা হবে তাই ভেবেই আমি গেলুম। আমার কর্ত্তব্য আমি কি ক'রে পালন করব।

কেশব। তুমি আর কি করবে, তোমার যখন ক্ষমতার অতীত, তোমার যখন কোন দোষ নাই, তখন তোমার এই ভেবে মনকে কষ্ট দেওয়া ঠিক নয়।

উমানাথ। ভাই কেশব, মনের শান্তি কি কখন আস্‌তে পারে? সে যে মায়ের পেটের ভাই।

কেশব। উমানাথ বাবু, আমাকে মেয়ের বিয়ের সময় সাহায্য ক'রে তোমাকে রমানাথের দ্বারা নানা লাঞ্ছনা পেতে হয়েছিল শুনেছিলাম। আমি এজন্য তোমার কাছে অনেক অপরাধী আছি, আমি এখনও সে টাকা সমস্ত শুধতে পারলুম না।

উমানাথ। আরত প্রায় সবই দিয়ে দিয়েছ, সামান্যই বাকী আছে, সেজন্য তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আমি সে টাকা তোমাকে সরকারি থেকে দিই নি, সেজন্য রমানাথের কিছু বলবার ত ছিল না। তুমি তার জন্য কেন ওরকম মনে করচ?

কেশব। আচ্ছা রমানাথের সঙ্গে যতীশ, দীনেশ প্রভৃতি এরা ক'জনে জুটেই বোধ হয় ওর সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয়েচে, না? এদের ধরে কি কোন রকমে জব্দ ক'রে দেওয়া যায় না? শুনেছি দেবেন্দ্রবাবুও ভেতরে ভেতরে আছেন।

উমানাথ। জব্দ কে কাকে করে? তবে যদি ওদের সঙ্গে যা'তে না মেশে তা' ক'রতে পার ত একটা মস্ত উপকার করা হয়। আজকাল ওর দেবেন্দ্রের সঙ্গে একটু বেশি গোছের আলাপ ব'লে

মনে হয় বটে, কিন্তু দেবেন্দ্র গুণী লোক, লেখা পড়া জানে সে অকারণ কোন অনিষ্ট করবে তা আমার মনে হয় না।

কেশব। উমানাথ বাবু তুমি যেমন লোক সেই রকমই সকলকে দেখ। সংসারে সকল দিক ত দেখ নাই। আমি আজ তোমার কাছে অনেক দিনের পর যে দেখা করতে শুধু এসেছি তা নয়, আমি থাক্‌তে পাচ্চি না। ভাই তুমি সাধুলোক, শয়তানের কাছে সাবধান। দেবেন্দ্রনারায়ণকে তুমি এখনও চেন নাই, রমার যে দশা হচ্চে আমি কতক কতক জানি, কিন্তু সে পিশাচ তাতেও ক্ষান্ত নয়, তোমার সর্ব্বনাশের জন্য সে সর্ব্বদা উদ্যোগী। তোমাকে এই সাবধান হ'বার কথাই বলবার জন্য আমি এতক্ষণ চেষ্টা করছিলাম। আমি এখন চললাম, আমার বড় বিশেষ দরকার আছে পরে দেখা ক'রব। [কেশবের প্রস্থান।

উমানাথ। (স্বগত) কে জানে কা'র মনের কি কথা। দেবেন্দ্র আমার সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত কেন? তা'র অভাব নাই, আমার সঙ্গে শত্রুতাও নাই। তবে তা'র এ প্রকৃতি কেন? কেশব নিশ্চয়ই কোন ভুল বুঝেছে, হ'তে পারে দেবেন্দ্র অহঙ্কারী বা একটু দাম্ভিক। কিন্তু সে ত আমার সঙ্গে কখনও মন্দ ব্যবহার করে নাই। তবে কিসের জন্য আমার সর্ব্বনাশ করবে? না তা' সম্ভব নয়, কেশবের ভুল।

পঞ্চম দৃশ্য।

দেবেন্দ্রনাথের অফিস ঘর।

দেবেন্দ্র, যতীশ ও শঙ্করলাল।

যতীশ। যা' বলুন, দীনেশ সে দিনের কাজটা খুব excellently manage করেছে। শঙ্করলাল! তুমি কি বাবা ম্যাজেণ্টা গুলে নিয়ে গেছ্‌লে, কপালে লাগ্‌তে না লাগ্‌তে অমনি রক্ত পড়্‌তে লাগল। পাহারাওয়ালা ব্যাটাও চেঁচাতে না চেঁচাতেই থিয়েটারের actor এর মত ঠিক হাজির হয়েছিল।

শঙ্করলাল। ঠিক ধরেচেন যতীশ বাবু; আর পয়সার কি গুণ, পাহারা-ওয়ালা ব্যাটা বেমালুম ম্যাজিষ্টারের কাছে বল্‌লে যে রমানাথ বাবু আমাকে মেরেচে, সরকারি কাজে বাধা দিয়েছে। ঠেলাটা বুঝেছেন, এক বছরের কম আর নয়।

দেবেন্দ্র। হ্যাঁ charge খুব serious হয়েছে, এতটা আমি আশাই করিনি। দীনেশের বাহাদুরি যথেষ্ট আছে, কিন্তু সে এখনও এলনা তাই ত।

যতীশ। দীনেশ কাজ না মিটিয়ে কখনই আসবে না। আমার মনে হয় রমানাথ বাবুকে কাল হাজির করিয়ে একেবারে কাজ শেষ ক'রে দিলেই ভাল হয়।

দেবেন্দ্র। না এখন তাকে দিন কতকের জন্য জেলে পুরে বেশী কিছু কাজ হ'বে না, ভবানীপুরের বাড়ীতে যেমন লুকিয়ে রাখা গেছে এখন থাকুগ্‌। কাল ওয়ারেণ্টটা বেরুলেই অনেক কাজ হবে।

শঙ্করলাল। আজ্ঞে হ্যাঁ, এই ঠিক যুক্তি, জেলে পোরাত এই হ'লেই হাতের মধ্যে রইল। আচ্ছা রমানাথ বাবুর মনের মধ্যে ভয় বেশ আছে ত ?

দেবেন্দ্র। ভয় বিলক্ষণই আছে, নেশার ঘোরে সেই যে মেরেচে এ বিশ্বাস তার মনে ঠিকই আছে। তার সম্বন্ধী ব্যাটার জন্য আমার যেন একটু ধোঁকা ধোঁকা হয়।

যতীশ। হ্যাঁ সে একলা ত সব করবে! তারপর তার নিজের প্রাণের ভয় নাই ?

শঙ্করলাল। বাবু সাহেব আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকুন, কেবল আমি যা' বলি আপনি তাই করে যাবেন। আপনি এখন আগে ডাক্তারকে ঠিক ক'রে ফেলুন দেখি। আপনি কিসের জন্য ভাবছেন, এখানে ত আসামী অকুস্থলে উপস্থিত ছিল; এমন কত শত কেস্ মেরে দিলুম যেখানে আসামী ফরিয়াদীর দেখা সাক্ষাৎই হয়নি। কিছু ভাবনা নেই, কিছু ভাবনা নেই। আমার কপালের দাগটা ঠিক আছে ত ?

দেবেন্দ্র। হাঁ সে ঠিক আছে। তাইত দীনেশটা এখনও কি করচে ? কাল deposition আছে; সন্ধ্যা হয়ে গেল এখনও ফিরল না। সে না এলে ত ডাক্তারের কথা কিছু ঠিক মত বোঝা যাচ্চে না।

শঙ্করলাল। দীনেশ বাবুর সঙ্গে যদিও আমার খুব বেশি আলাপ নাই, শুনেছি তিনি এ কাজে খুব হুঁসিয়ার আছেন। আপনার কাঞ্চনপুরের দাঙ্গার মোকদ্দমা ত তিনিই তদ্বির করেছিলেন।

(দীনেশের প্রবেশ।)

এই নাম করতেই দীনেশ বাবু এসে হাজির হয়েছেন।

দেবেন্দ্র। কি দীনেশ, এত দেরি ? খপর কি, ডাক্তার কৈ ?

দীনেশ। দেরী! কি ঝক্‌মারী কাজরে বাবা! এতকাল ধরে উকিল মোক্তার চরিয়ে খাচ্চি, এ রকম ত কখন দেখিনি। মোটা পয়সা দিয়েও একটা কথার খোলসা উত্তর পেতে এক ঘণ্টা। কাগজ দেখচেন ত কাগজই দেখচেন, কি বলে যাচ্চি একবার কাণ দিয়ে শোনরে বাবু! তারপর যদি বা সেখানে কোন গতিকে কাজ মিট্‌ল, ডাক্তারের বাড়ী প্রায় একঘণ্টার উপর ব'সে। তাঁ'র আর নাব্‌বার সময়ই হয় না। নাব্‌লেন ত এ আসে সে আসে কথা কইবার আর সুযোগ পাই না। যা' হোগ্‌ কাজ মিটেচে, তিনি আজ আসবেন না, কাল যথাসময়ে যা' করতে হয় সব করবেন, মদ্দাৎ এদিক্‌কার কিছু ক'মল না।

শঙ্করলাল। তা হ'লে আর দেখ্‌তে হ'বে না, উকিলটা নিশ্চয়ই খুব বড় গোছের। ভাল ক'রে কথা না কওয়া, খোলসা উত্তর না দেওয়া, এ সব বড় বড় এটর্ণী, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতির লক্ষণ। রাশি রাশি টাকা দিয়েও, উত্তরটির বেলা ভাল বুঝতে পারবে না, কিছুতেই মন পাবে না, কথা কইতে ভয় করবে, জানবে তাঁরাই বড় উকিল, বড় ব্যারিষ্টার বা বড় ডাক্তার।

দেবেন্দ্র। সেটা যা বলেচ শঙ্করলাল।

শঙ্করলাল। না মশাই, আমার ও খুব জানা আছে। এই শুনুন, বড় বড় ভট্টাচায্যি পণ্ডিতরা একটুতেই চটে উঠবেন। বড় কবিরাজদের বচন আর আড়ম্বর! বড় হোমিওপ্যাথি ডাক্তারদের কেবল গল্প ও বড়াই! বড় কবিদের কবিতার অনেক স্থলে মানে বুঝা যাবে না। বড় বক্তাদের কথায় ও কাজে মিল থাকবে না। বড় পাবলিকম্যান যত হিতকর কাজই হোক যাতে নিজের কিছু স্বার্থ বা করবার ক্ষমতা নাই তা পণ্ড করবার

গোপনে সাধ্যমত চেষ্টা করবেন। বড় ভদ্রলোক কথার ঠিক রাখবেন না। বড় দেশহিতৈষী চাঁদার খাতায় নাম সহি করে টাকা দেবেন না, যেখানে স্বার্থে হাত পড়্‌বে তা করবেন না, যেখানে আত্মোন্নতির সম্ভাবনা নাই সে উন্নতির জন্য এগুবেন না, পাবলিকের টাকা সুযোগ হ'লেই মেরে দেবেন। এই সব হচ্চে লক্ষণ।

দেবেন্দ্র। তাইত হে বড় বল্লে যে! বড় ফরিয়াদীর কি লক্ষণটা তা'ত বল্লে না, একবার যাচিয়ে নিতুম।

শঙ্করলাল। সে আর বল্‌ব কি মশায় ফলেন পরিচীয়তে।

দীনেশ। ওই মনোহর বাবু আসচেন। আমি বল্‌তে ভুলেছিলুম, আমি কাল ওঁর সঙ্গে দেখা করে কথায় কথায় একথা সেকথায় মোকদ্দমার কথা তুলে রমানাথের জন্যে যে দেশে মেয়েছেলে নিয়ে বাস করা ক্রমে দায় হয়ে উঠেচে এ সব বলেচি। আরও যা' যা' দরকার সব শুনিয়ে দেওয়া হয়েচে। যা'তে তোমার সঙ্গে দেখা করে, সেই মত কথা কয়ে এসেছিলাম, আজ আসবার কথা ছিল। ব্যাটা বড় ঘুঘু, কথা কইতেই সব বুঝে নেয়। আমরা এখন এদিক দিয়ে স'রে পড়ি, তুমি গুছিয়ে গাছিয়ে ঠিক করে নাও।

(সকলের প্রস্থান, অন্য দিক দিয়া মনোহরের প্রবেশ।)

দেবেন্দ্র। (চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কারান্তে) আসুন মনোহর বাবু, ক'দিন আপনার কথা মনে করছিলুম। আপনি কি আর রাধানাথ বাবুর বাড়ী পড়াতে আসেন না? আর কৈ আমাদের এদিকে বড় আসেন না?

মনোহর। প্রায় রাত্রি হয়ে যায় তাই আর বড় আসা হয় না। আপনিও আর ক্লাবে যাওয়া এক রকম ছেড়ে দিচ্চেন, একি ?

দেবেন্দ্র। না মশাই, অনেক কষ্টে সমিতি খাড়া করা গেছ্‌ল বটে, আমার আর সুবিধা হবে না। indirectly ওখানে অপমান হ'তে যাওয়া। উমানাথের যে সব খোসামুদে আছে আমি তাঁদের সঙ্গে হ্যাঁ হ্যাঁ কর্‌তে পারব না। আমি ঢের পয়সার গরম দেখেছি, আমি কাজ চাই। আপনারা সমিতি নিয়ে থাক্‌তে হয় থাকুন। আমি ও ঘুঘুর বাসা পোড়াবার চেষ্টায় আছি।

মনোহর। আপনি ছাড়্‌লে সমিতি একমাসও চল্‌বে মনে করেচেন। শুধু টাকায় কি হয়, আপনার মত interest কে নেয় ? আমিও to tell the truth মোসাহেবি সহ্য করতে পারি না, আমিও resign দোবো মনে কর্‌চি।

দেবেন্দ্র। আর মশায় সত্য বল্‌তে কি উমানাথের ভাইটার জন্যে আমার আরও ছাড়্‌তে ইচ্ছা হয়। ক্রমে যে রকম হ'য়ে উঠ্‌চে এবার বোধ হয় মেয়াদ না হ'য়ে আর যায় না। আর হওয়াও উচিত। রমানাথ এখানে আগে আগে মাঝে মাঝে আসত, অনেকটা শুধ্‌রে এনেছিলাম। বড়বাবু দেখলেন তা' হ'লে ত নিজের কাজ হাঁসিল হ'বার সুবিধা হয় না, কাজেই নানা কথা লোকের কাছে বল্‌তে লাগ্‌ল। আমি স্পষ্টই শেষে এখানে আস্‌তে বারণ করলুম। আহা ভাললোকের ছেলে, কষ্টও হয়। কাল না মোকদ্দমা ?

মনোহর। কাল মোকদ্দমা, আমি ইহাতে জুরির ফোরম্যান আছি।

দেবেন্দ্র। আপনারা আছেন দেখুন যদি কোন রকমে এবার নিষ্কৃতি দিতে পারেন, অন্ততঃ শেষ যদি সামান্য ফাইনের উপর দিয়েও যায়।

মনোহর। আপনি এর কিছু শুনেচেন কি?

দেবেন্দ্র। কেন মশায়, বেচারির জেলে যাবার কারণ হ'ব? আপনি একজন জুরি, আপনার কাছে আমার কোন কথা ব'লে bias করা উচিত নয়। যাগ্ ও সব কথা, আমি ক'দিন থেকে আপনাকে একটা কথা বল্‌ব মনে করচি, যদি কিছু মনে না করেন বলি।

মনোহর। কি বলুন না, I am always at your service, সে জন্য এত কিন্তু হচ্চেন কেন?

দেবেন্দ্র। দেখুন Social Conferenceএ এবার আমি একজন delegate হয়ে যাচ্চি। দেশের বিধবা বালিকাদের বিবাহ দেওয়া সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু আমার উপস্থিত অনেক কাজ, সময় মোটে নাই। আপনি যদি ছোটখাট অথচ খুব ভালগোছের একটি speech লিখে দেন। আমি কিন্তু আপনার এই পরিশ্রমের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে চাই।

মনোহর। সেকি দেবেন বাবু, এর জন্য আপনি পারিশ্রমিক আবার কেন দেবেন, আমি পাঁচ সাতদিনের মধ্যে লিখে দোবো। এ মোকদ্দমা এখন কাল পরশুর মধ্যে চুকে গেলে বুঝতে পারি। আপনার এ মোকদ্দমাটায় কি সাজা হওয়া উচিত মনে হয়?

দেবেন্দ্র। আমার বলাটা ঠিক নয়। আপনি অনুরোধ করচেন, সত্য বলতে গেলে সাজা পাওয়া একশ'বার উচিত। দেখুন দেখি লোকটাকে কি সোজা মার মেরেছে, শুনছিলাম একটা চোখ

নাকি গেছে। তা হ'লে মনোহর বাবু আমার ও কথাটা যেন মনে থাকে।

মনোহর। নিশ্চয় মনে থাক্‌বে। তা হ'লে এখন যাওয়া যাগ্‌।

দেবেন্দ্র। কি বল্‌ব, রাত হ'য়ে যাচ্চে অনেকটা যেতে হবে।

মনোহর। আচ্ছা। (নমস্কার করণ, দেবেন্দ্রের প্রতিনমস্কার করণ)।

[মনোহরের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রমানাথের শয়নকক্ষ।

লাবণ্য ও তারা।

লাবণ্য। আজ প্রায় একমাস হ'য়ে গেল একখানি চিঠি পর্য্যন্ত দিলে না। এ রকম করে লুকিয়ে লুকিয়ে আর কতদিন থাকবে। দাদা শেষ দিন বলে গেছেন কলকাতায় আছে কোন ভাবনা নাই, আপিলে নিশ্চয় খালাস পাবেন। দাদা দু' সপ্তাহ হ'ল জিনিষপত্র যা' কিনে দিয়ে গেছল তাও প্রায় সব ফুরিয়ে এলো। ডাক্তার দেড়শ' টাকার বিল দিয়েছে, গয়লা ফর্দ্দ দিয়েছে, কাপড়ও'লার টাকা দিতে হ'বে, চৈত্র মাস সকলকার দেনা শোধ করতে হ'বে। হাতেও আমার এমন কিছুই নাই, কি হবে দিদি ?

তারা। বুঝ্‌তে সবই পাচ্ছি, কি বলি। ঠাকুরপোর জন্যে তুমি ভেবোনা, দেবেন বাবু শুনিচি খুব তদ্বির কচ্চেন। আমি সংসারের জন্যই ভাবচি, চারিদিকে খরচ—চলে কি ক'রে! চিনেবাজারের বাড়ীর ফাল্গুন মাসের ভাড়া সব এসেছে কি?

লাবণ্য। হায় আমার কপাল, সে বাড়ীও দেবেন বাবুর কাছে বাঁধা পড়েছে, কি তাঁর সঙ্গে লেকাপড়া আছে সুদের টাকা ভাড়াটেদের কাছ থেকে তিনি আদায় পান। শুনেছিলুম আর মাসে মাসে কত দিতে হয়।

তারা। তা হ'লে এখন কি উপায়, দাদার কাছে কাল চিঠি লিখে না হয় লোক পাঠাও।

লাবণ্য। দাদাকে খপর পাঠিয়েই বা কি ক'রব; তার কি আছে? যতক্ষণে তাকে দোবো ততক্ষণে তিনি সব কিনে কেটে দেবেন। আমি বলছিলুম, সেজদিদি, তুমি আমাকে এখন একশ' টাকা ধার দাও, আমি তোমায় সুদ দোবো।

তারা। আমি কোথা কি পাব দিদি, আমি নিজে খেতে পাইনে। আমার থাকলে কি আর তোমায় বলতে হ'ত!

লাবণ্য। তবে কি হ'বে, আমার এখনও দু'চারখানা গয়না আছে, তোমার যদি না থাকে একখানা গয়না কারো কাছে বাঁধা দিয়ে যদি টাকা আনতে পার।

তারা। তা দেখ ছোট বৌ আমার মাসি কাশী যাবার সময় আমার কাছে তা'র কিছু টাকা রেখে গেছে, বলেছিলো যদি তেমন ভাল লোকের গয়না টয়না রেখে বেশি সুদে টাকাগুলি খাটিয়ে দিতে পার ত দিও। তা' আমি সেই টাকা থেকে দোবো।

(সৌরভের প্রবেশ।)

সৌরভ। ওগো ছোট বৌদিদি, তোমার বড় জা তোমাকে দেখ্‌তে আসছেন, খিড়কির বাগানে ঢুকেছেন দেখে আমি তোমায় বলতে এসেছি।

লাবণ্য। তিনি আবার কি করতে এসেছেন, যা উপরে নিয়ে আয়।

[সৌরভের প্রস্থান।

তারা। তিনি কেন এসেছেন আর বুঝতে পাচ্চ না, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে এসেছেন, এ সময় একবার আস্‌বে না গা। আমি কাপড় কাচ্‌তে যাই কাজ রয়েচে, তুমি তাঁকে তোমার বাড়ীতে খাতির যত্ন করে বসাও।

লাবণ্য। না সেজদিদি, তুমি একটু বোসো। বড়দিদি বাড়ীতে এসেছেন তুমি যেও না। [প্রভার প্রবেশ ও তারার প্রস্থান।

প্রভা। ছোটবৌ কেমন আছ? কি চেহারা হ'য়ে গেছে! চামেলি কোথা? (লাবণ্য মাথা নিচু করিয়া বসিয়া নিরুত্তর থাকিয়া কাঁদিতে লাগিল) কেঁদোনা ভাই ভগবানকে ডাক, ঠাকুরপো নিশ্চয় মুক্তি পাবেন। মুখ তোল, আমার সঙ্গে কথা কও। অন্য উপায় না দেখে উনি শেষে তোমার কাছে ঠাকুরপোর কথা জিজ্ঞাসা করতেই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। ঠাকুরপোর লুকিয়ে থাকায় তিনি বলেন আরও খারাপ হচ্চে। সে এখন কোথায় আছে?

লাবণ্য। আজ একমাস তার কোন খপর নাই, বোধ হয় কল্‌কাতায় আছে। ছেলে মেয়েরা সব ভাল আছে?

প্রভা। হ্যাঁ সব আছে ভাল। তা' এই এক মাসের মধ্যে কোন খপর দেয় নি বা চিঠি লেখেনি?

লাবণ্য। না, দাদা বলেছিলেন কল্‌কাতায় আছেন, আপিলের মোকদ্দমা শেষ না হ'লে আসা ভাল নয়, ওয়ারেণ্ট রয়েচে ধরবে।

প্রভা। তার হয়ে মোকদ্দমা কে চালাচ্ছেন?

লাবণ্য। দাদা দেখচেন আর তার বন্ধুবান্ধবরা দেখচেন শুনেচি, কি হচ্চে না হচ্চে আমি কিছুই জানি না, আমার আর কে আছে?

প্রভা। ছোট বৌ, উনি বলছিলেন, ঠাকুরপো কোথা আছে জানতে পারলে, তা'র কাছে সব শুনে যা ক'রলে ভাল হয় তা' তিনি করতে পারেন। আর যতদিন না ঠাকুরপো আসেন, এই মনের কষ্টের উপর দেখবার বিশেষ কেউ নাই, কষ্ট হচ্চে,—তাই বলছিলেন—আমার কাছে থাকবে চল। কি বল?

লাবণ্য। আমার গেলে কি করে চলবে, বাড়ীতে সর্ব্বস্ব রয়েছে, যেমন বরাত করে এসেছি তেমনি ত ভুগতে হবে!

প্রভা। তুমি কিছু মনে কর না, তুমি যদি মত কর এখানে দেখবার জন্য আমি সব বন্দোবস্ত করতে পারি। এও যেমন তোমার বাড়ী সেও তেমনি তোমার বাড়ী। সেও শ্বশুরের বাড়ী এও শ্বশুরের বাড়ী। তোমার কি চেহারা হয়ে গেছে দেখদেখি। চল দিনকতক এক সঙ্গে থাকি। সেজ বৌও একলা থাকতে পারবে না, সেও ঐখানে থাকবে। আর তা ছাড়া এখানে হয়ত ঠাকুরপো খরচ পত্রের কিছু ব্যবস্থা করে যায়নি সংসারের খরচ ও নিত্য চলবে কি করে? চল ভাই অমত কর না।

লাবণ্য। আমার কাছে টাকা কড়ি বিশেষ কিছু নাই সে কথা ঠিক, সে সব তাঁর কাছে থাকে; আমার কাছে গয়না আছে, যদি তাই রেখে আমায় এখন দু' একশ' টাকা দিতে পার ত বরং এই

উপকার কর ; আর তাঁকে যদি কোন সুবিধা করে দিতে পারেন ত বড় ঠাকুরকে বোলো। আমাকে যাবার জন্য বোলো না।

প্রভা। যদি তোমার হাতে টাকা কড়ি না থাকে এই চৈত্র মাসের শেষে সব বাজার দেনা দিতে হবে, এই জন্যে তোমার বড় ঠাকুর পাঁচ শ' টাকা তোমায় দিতে দিয়েছেন। এই নাও। ভাই তুমি বল্‌লে বিশ্বাস করবে না, তিনি ঠাকুরপোর জন্য ভেবে অস্থির হচ্চেন।

লাবণ্য। এ টাকা আমি আবার দোবো।

প্রভা। আচ্ছা তাই দিও। কিন্তু ছোট বৌ তুমি বুঝতে পাচ্চ না, তুমি ভাল করে ভেবে দেখো, ঠাকুরপো যতদিন না আসে আমার বাড়ীতে গেলেই ভাল হয়। একথা তুমি ভেবে ঠিক কর আমি আবার আসব। তুমি ভেবে ভেবে শরীর পাত করোনা। বেলা গেল এখন ভাই আসি।

(প্রভার প্রস্থান ও অন্য দ্বার দিয়া তারার প্রবেশ।)

তারা। ছোট বৌ করলে কি, দুটো মিষ্টি কথায় ভুলে গেলে। কথায় বলে মার চেয়ে যত্ন যার সে হচ্চে ডাইনি। ও টাকা পারত এখনও শিগ্‌গির গিয়ে ফেলে দিয়ে এসো, বুঝ্‌তে পাচ্চ না এই সময় তোমাকে হাত ক'রতে পারলেই ত কাজ, বেনো জল ঢুকিয়ে ঘোরো জল শুদ্ধ বের কোরো না। তোমার মাথার ঠিক নেই, তোমারই বা দোষ দোবো কি, দেখনা গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া ; বিষয় ফাঁকি দিয়ে, বাড়ী থেকে বার করে দিয়ে, এখন হচ্চে,—এও তোমার বাড়ী, সেও তোমার বাড়ী ! ভাল চাও ত ও টাকা একদিনও রেখো না।

[তারার প্রস্থান।

লাবণ্য। (স্বগতঃ) সেজদিদি যা বল্‌চে সেকি মিথ্যা, জা কখন কি আপনার হয়? সত্যিই কি এর জন্য একদিন পায়ে করে থেঁৎলাবে? না না কেমন করে তা বলব, উপরে ভগবান আছেন, যদি ওদের মনে মন্দ মতলব না থাকে ত কেন এ কথা ভেবে পাপের বোঝা বাড়াব। যাই হোক তিনি এলেই এ টাকা না হয় ফেরৎ দোবো, এখন হাতে কিছুই নাই; এ দোবো না। দয়াময় ঈশ্বর, আমায় ক্ষমা কর, আমার স্বামীকে ফিরিয়ে এনে দাও। এই দুঃখের সময় অভাগিনীর কষ্ট দেখে আজ চিরশত্রুর হাত দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিয়েচো, আমায় কৃপা কর, আমার স্বামীকে ক্ষমা করো, তাঁকে রক্ষা করো।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দেবেন্দ্রনাথের ভবানীপুরের বাটীর উপরের ঘর।

দেবেন্দ্র ও রমানাথ।

দেবেন্দ্র। আপনি দেখুন আমার যা' ক্ষমতা তা' আপনার জন্য করেছি, এখন আবার কি ক'রে আপনি বলেন? আমার আপনার কাছে পাওনা সব টাকা কখনও পাবার আশা আছে কি? আপনি না হয় আপনার দু'খানা বাড়ীর দলিল পত্রগুলো আমার কাছে ফেলে রেখে দিয়েছেন। পূর্ব্বেকার ও হালে সুদ কত পাওনা হয়েছে কিছু ভাবেন কি? এই মোকদ্দমাটায় সব শুদ্ধ প্রায় দশহাজার টাকা খরচ হ'য়ে গেছে, এখনও এটর্ণীর একখানা বিলের টাকা দিতে বাকী আছে। আর এই মোকদ্দমার জন্য কি পরিশ্রমই না করিচি সব ত জানেন। আপনার অদৃষ্ট নেহাৎ মন্দ, তাই এততেও কিছু কর্‌তে পারলুম না।

রমানাথ। দেবেনবাবু আপনি যা' বল্‌চেন সবই ঠিক, কিন্তু আপনি না দেখ্‌লে এখন আমার আর উপায় কি। আমার আর এখন কে আছে, কি আছে? আমার যা' কিছু ছিল সবই গেছে, কল্‌কাতার বাড়ী জমিজারাত সবই ত আপনার হাতে। কাগজ যা' ছিল সব একে একে গেছে, এখন থাকবার মধ্যে

কেবল বসত বাড়ীখানি। আমার পরিবারের হাতে কিছুই নাই, না খেতে পেয়ে তা'রা মারা যাবে। সেই দু'মাস হ'ল একশ টাকা আপনি দিয়েছিলেন তা'রপর আর কিছু পাঠাতে পারি নি। দয়া ক'রে আজ আর একশ' টাকা দিন।

দেবেন্দ্র। রমানাথবাবু আমার কোন ব্যবসা নেই, আয় বাঁধা, সুদও যদি ঠিক মত না পাই ত কি ক'রে রোজ আপনাকে টাকা যোগাই। আপনার সব যদি নষ্ট ক'রে ফেলে থাকেন ত সেটা আমার দোষ নয়। আপনার জন্য আমার বিশেষ কষ্ট হয় কিন্তু কি কর্‌ব বলুন।

রমানাথ। আমি কাঁশারিপাড়ার বাড়ীখানা মনে করচি বিক্রী ক'রে কতকটা খোলসা ক'র্‌ব, আপনি ওখানা বিক্রী ক'রে দেবার চেষ্টা দেখুন। কিন্তু কৃপা ক'রে আজ আর একশ' টাকা আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিবার ব্যবস্থা করুন। আমি আপনার সব মিটিয়ে দোবো। আপনি আমার জন্য কি কর্‌চেন তা' কি আমি জানি না? যদি বলেন আমি আমার ভদ্রাসন বাড়ীর দলীল আপনাকে দিয়ে রাখতে পারি। আপনাকে আমার অবিশ্বাস নাই।

দেবেন্দ্র। না না, আপনি অবিশ্বাস করেন তা' কি আমি বল্‌চি। ও বাড়ীর দলিলপত্র আমায় দিতে হ'বে না, আমি একশ' টাকা, কাল বাড়ী যা'ব, গিয়ে সরকারের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দোবো। আপনি সেজন্য নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি বল্‌ছিলাম কি, কাঁশারি-পাড়ার বাড়ীখানি তাড়াতাড়ি বেচ্‌বেন, যদি কোন রকমে আমার হাত নাগাদ সব সুদগুলো মিটিয়ে দিতে পারেন ত বাড়ীটা থেকে যেতে পারে।

রমানাথ। কোন রকমে আর আমি কি ক'রে সুদ্‌ব, আমার আর ত রকম নেই, সব রকমই ফুরিয়েছে। ভদ্রাসন বাড়ীখানা এখনও আছে বটে, কিন্তু সেটা ত কোন মতেই বেচ্‌তে পারব না দেবেনবাবু, তা হ'লে যে স্ত্রী পুত্র নিয়ে একেবারে রাস্তায় দাঁড়াতে হ'বে! বাঁধা দিব বল্‌ছেন! আমার যে বাঁধা দেওয়া বেচা একই কথা, সুধবার কথা যে এ জন্মে আর হ'বে না দেবেন-বাবু। না, কাঁশারিপাড়ার বাড়ী বিক্রী করাই ভাল মনে হয়।

দেবেন্দ্র। আপনি এখন এ অবস্থায় লুকিয়ে থেকে কি ক'রে বাড়ী বিক্রী কর্‌বেন? তা হ'লে একজনকে আপনার power of attorney দিতে হ'বে।

রমানাথ। আপনাকেই power of attorney দিতে পারি, আর তাই বা কেন, আপনিই একটা দাম ঠিক ক'রে নিয়ে নিন।

দেবেন্দ্র। বাপ্‌রে, আমি কি আপনার বাড়ী নিতে পারি! না আমি power নিয়ে আপনার বাড়ী বিক্রী কর্‌তে পারি, আজই আপনার না হয় একটু অভাব হয়েছে। আপনি সেবারও বাড়ী বিক্রীর কথা বল্‌ছিলেন। ভবানীপুরেই আমার একটী বন্ধু ভাললোক এটর্ণী আছেন, আমি তাঁ'র কাছে জেনেছিলাম; তিনি বল্‌লেন এ অবস্থায় power দেওয়া দরকার। আপনি যদি একান্তই তাড়াতাড়ি করেন তাঁ'কে দিতে পারেন। আর power দিতে হ'লে general power দেওয়াই ভাল কারণ এ অবস্থায় যখন যা' দরকার হ'বে সবই তিনি কর্‌তে পারবেন।

রমানাথ। তবে আজই তাঁ'কে একবার আনালে হয় না, আজই ও কাজ সেরে দি'।

দেবেন্দ্র। তিনি উপস্থিত জগদীশপুরে তাঁর মেয়ের অসুখের জন্য গেছেন। যদি দরকার হয় এই জন্য আমি তাঁর কাছ থেকে একখানা লিখিয়ে রেখেছি সেইখানা সহি ক'রে দিলেই হ'বে। (উঠিয়া ড্রয়ারের ভিতর হইতে উহা বাহির করিয়া রমানাথের হস্তে দেওয়া)।

রমানাথ। এইত বেশ, আমি এতে সহি ক'রে দি'। এত রেজেষ্ট্রী করতে হ'বে ?

দেবেন্দ্র। রেজেষ্ট্রী তিনি সব ক'রে নেবেন সেজন্য ভাবনা নেই। যদি ইচ্ছা করেন সই ক'রে দিতে পারেন। (পকেট হইতে ফাউণ্টেন্ পেন বাহির করিয়া হস্তে দেওয়া)।

রমানাথ। (কাগজ হস্তে করিয়া) এই খান্‌টায় সই ক'রে দিই ?

দেবেন্দ্র। হ্যাঁ দিন। সম্পত্তির নামটা বসিয়ে দিন।

রমানাথ। (সহি করিয়া কগজ ফেরৎ দিয়া) এই নিন্ শীঘ্র যা'তে উহা বিক্রী হয় তার চেষ্টা কর্‌তে বল্‌বেন। দরটা কি হয় একটু জানাবেন।

দেবেন্দ্র। নিশ্চয়, যা' ভাল দর পাওয়া যায় আপনাকে জানিয়ে আপনি বল্‌লে তবে বিক্রী করা হ'বে। আপনাকে একটা কথা বল্‌তেও পাচ্চি না! আর না বল্‌লেও উপায় নাই। আমি সেই জন্যই এবার কল্‌কাতায় এসেছি।

রমানাথ। কি বলুন।

দেবেন্দ্র। আপনার আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়, কেউ কেউ জান্‌তে পেরেচে আর আমারও তা'তে বিপদ আছে। তাই বল্‌ছিলাম একবার অন্ততঃ দিনকতক অন্যত্র যাওয়া একান্ত দরকার হয়েচে।

রমানাথ। দোহাই দেবেনবাবু, (তাড়াতাড়ি দেবেনবাবুর পদ ধারণ) আমি আর কোথা যা'ব, আমায় আপনি ভিন্ন আর কে রক্ষা কর্‌বে! আমার আর স্থান নাই।

দেবেন্দ্র। (পা সরাইয়া) আপনি পায়ে হাত দেন কেন। আপনার জন্য আমি কি বিপদগ্রস্ত হ'ব! এখানে থাক্‌লে আপনি অতি সত্বর ধরা পড়বেন্। আপনি আজই অন্যত্র যান। আপনি কল্‌কাতায় অন্য কোন বন্ধুর বাড়ী যান না। এখানে আর আপনার থাকা কোন মতেই উচিত নয়।

রমানাথ। আমি দিন রাত বাড়ীর ভিতর থাকি এখানে কিছুতেই আমায় ধর্‌তে পার্‌বে না। আপনি দয়া ক'রে তাড়া'বেন না।

দেবেন। আমি বল্‌চি এখানে থাকায় আমারও বিপদ আপনারও বিপদ, তা না হ'লে আপনার থাকায় আমার কি ক্ষতি হ'চ্চে? না যদি যান দেখবেন আমার দোষ নাই। গদা, গদা— (উচ্চৈঃস্বরে)

রমানাথ। গদা 'বোধ হয় বাইরে টাইরে গেছে; কেন, কি দরকার আমায় বলুন না।

দেবেন্দ্র। সে কি আপনাকে বল্‌তে পারি, এক পয়সার বরফ ঐ মোড়ের দোকানটা থেকে আন্‌তে বল্‌ছিলুম, বড় জল পিপাসা পেয়েছে, ব্যাটা গেল কোথা।

রমানাথ। আমি আন্‌চি তা'তে দোষ কি হ'য়েচে। (গমনোদ্যত)

দেবেন্দ্র। না না, আপনি যাবেন না, আপনার বাহিরে না যাওয়াই ভাল।

রমানাথ। এইখানে গেলে আর কি হ'বে।

[রমানাথের প্রস্থান

দেবেন্দ্র। (উঠিয়া জানালা হইতে রাস্তার দিকে দেখিয়া, স্বগতঃ) বাস্ আর কি, এইবার দেখি উমানাথের কতদূর বুদ্ধির দৌড়টা। ভাইয়ের বিষয় এইবার রক্ষা কর, কত টাকা আছে এইবার ভাজ ভাইঝিকে খাওয়াও ত বাবা। বাপ পিতামহের নাম রাখ্‌তে ধরাকে সরা জ্ঞান কর, দেখি বাপের ভিটেয় কে এইবার সন্ধ্যা দেয়। শেষ বসত বাড়ীর অর্দ্ধেক অংশ কিন্‌বে! দেখা যাগ্‌ কে কার অর্দ্ধেক অংশ কেনে। এ যজ্ঞ শেষ হ'ব হ'ব হয়েছে, এইবার তোমার পালা। দেখি এইবার "বান্ধব সমিতির" তোমার বান্ধবরা তোমায় কেমন রক্ষা কর্‌তে পারে। এ অন্য কেউ নয়, এইবার দেখি পায়ে তেল দিতে হয় কি না। আমার নাম দেবেন্দ্রনারাণ ঘোষ।

দীনেশের প্রবেশ।

দীনেশ। বাস্ নিশ্চিন্ত। আরে ভাই ব্যাটার কান্না যদি দেখ্‌তে। আমি একটু আড়ালে ছিলুম আমায় দেখ্‌তে পায় নি। আমি ব্যাটা এত বড় পাষাণ, আজ রামা ব্যাটা আমার চ'খে জল ফেলিয়েছে। ব্যাটা রাস্তায় যে ব'সে পড়্‌ল আর উঠ্‌তে চায় না, হেড্‌ জমাদার একটা ছোটখাট রুলের গুঁতো দিলে তবে উঠ্‌ল।

দেবেন্দ্র। কাজ ত মিটিয়েছ, থাক ও কথা। দাও দেখি আজ একগ্লাস, একটু আমোদ আসুগ্‌।

দীনেশ। (মদ্য ঢালিতে ঢালিতে) হাঁ আজ অনেক দিনের পর good boy হয়েচ, নাও (মদ্য দেওয়া)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিভার পড়িবার ঘর।

উমানাথ, বিভা ও প্রভা।

উমানাথ। কিগো মা, অনেক দিন আর রামায়ণের গান বলনি ত, কি পড়া হচ্চে দেখি। (বিভার হস্ত হইতে পুস্তক গ্রহণ) আগে যে মাষ্টার মশাই পড়াচ্ছিলেন তিনি ভাল পড়াতেন না এই নূতন গুরুমা পড়ায় ভাল ?

বিভা। না বাবা এই গুরুমা খুব ভাল ক'রে পড়ায়, আমায় খুব ভালবাসে।

প্রভা। সত্যিই ইনি বিভাকে খুব ভালবাসেন, কত বই, প্যাটান সব দিয়েচেন। এই দেড় মাসে কেমন সব সুতার কাজ তৈয়ারী কর্‌তে শিখিয়েছেন। বল্‌চেন, তাঁর ছবি আঁকবার কাগজ পেন্সিল সব আছে এনে বিভাকে ছবি আঁক্‌তে শেখাবেন।

উমানাথ। তিনি যখন এতই যত্ন ক'রে শেখান, তা হ'লে যদি তাঁর অসুবিধা না হয় তা হ'লে না হয় দুপুর বেলা এসে চারটা পর্য্যন্ত পড়ান; আমি মাহিনে আরও আট দশ টাকা বাড়িয়ে দিতে পারি। ছোট বৌমার যদি অমত না হয় তা হ'লে চামেলিও এঁর কাছে পড়্‌তে পারে।

প্রভা। সে আমি ছোট বৌকে বলেছিলুম, সে অনেক কথা বলে। বলে গরীবের মেয়ের আবার লেখাপড়া শিখে কি হ'বে। এই গুরুমা যে রকম ভাল লোক আমার বোধ হয় মাইনে আর বেশী না দিলেও সে আরও বেশীক্ষণ বা দুবেলাও হয় ত পড়াতে

পারেন। আর বেশী লেখাপড়া শিখে কি হ'বে? কোথায় পড়্‌বে! একটু শেখাই ভাল।

উমানাথ। ঐ আমাদের মস্ত ভুল। লেখাপড়া শেখা ছেলেদের যেমন দরকার সকল মেয়েদেরও তেমনি দরকার। গেরস্তর মেয়ে যা'দের শ্বশুর বাড়ী গিয়ে কাজকর্ম্ম কর্‌তে হ'বে, সংসারের সকল বিষয় দেখতে হ'বে সকলকে নিয়ে চল্‌তে হ'বে, তা'দের শেখা আরও বেশী দরকার। এই শিক্ষার অভাবেই মেয়েরা নিজেও অশেষ কষ্ট পায়, আর সংসারেও অশান্তি বাড়ে। এই দেখ না, ছোট বৌমা যদি শিক্ষিতা হ'তেন তা হ'লে এ অবস্থাতেও এত অশান্তি কষ্ট বোধ হয় ভোগ কর্‌তেন না, আর কে বল্‌তে পারে হয় ত এ অবস্থা হোতই না। দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি আমার মনে হয় মেয়েদের শিক্ষার উপর নির্ভর কর্‌চে। তা'রা না ভাল শিক্ষা পেলে, তা'দের ভাল মন্দ বুঝবার ক্ষমতা না হ'লে তা'দের ছেলেরা কখন ভাল হ'তে পারে কি? আমার মনে হয় স্ত্রীলোকদের শিক্ষার সঙ্গে আমাদের দেশের সব রকম উন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

প্রভা। যদি মেয়েদের লেখাপড়া শেখান এত দরকার তবে ছেলেদের ইস্কুলের মত যেখানে সেখানে মেয়ে ইস্কুল করে না কেন? বিয়ে হ'বার পরও যা'তে দিনকতক পড়্‌তে পারে, সে ব্যবস্থা কর্‌লেও ত ভাল হয়।

উমানাথ। সে ব্যবস্থা ত কর্‌তে পার্‌লে ভালই হয়। আর যেখানে সেখানে বালিকাবিদ্যালয় ও যা'তে গরীবের মেয়েরা অমনি পড়্‌তে পারে তাও করা একান্ত দরকার।

প্রভা। তুমি যে স্কুল করে দিয়েছ তা'তে ত সব অমনি পড়্‌তে পায়?

উমানাথ। তা'তে যা'রা ইচ্ছা করে অম্‌নি পড়্‌তে পায় বটে, কিন্তু সে একটা ছোট স্কুলে কি হ'বে? অন্ততঃ আরও ঐ রকম দু'টো হ'লে আশপাশের গ্রামের পর্য্যন্ত সব মেয়েরা পড়্‌তে পায়। আমার যদি আরও টাকা থাকৃত, তা' হ'লে আমি নিশ্চয়ই তা' করে দিতুম। যদি কল্‌কাতার মত গাড়ি ক'রে নিয়ে যা'বার ব্যবস্থা ক'রে বড় মেয়েদের, যা'দের বিয়ে হয়েছে তাদেরও শিক্ষার উপায় কর্‌তে পার্‌তুম তা হ'লে কর্‌তুম। প্রভা, আমার ত আর টাকা নাই, সে আশা সে সাধ মনেই রইল।

প্রভা। দেশে ত অনেক বড় মানুষ আছে, তাঁদের ব'লে সবাই চেষ্টা ক'রে কর না কেন? আমার কাছে যে দু'হাজার টাকা রয়েছে সে আমি কি কর্‌ব, তুমি ইস্কুলে খরচ ক'র।

উমানাথ। তোমার ও সামান্য টাকায় কি হ'বে, প্রভা! দেশে টাকা দিতে পারে, এমন লোক আছে ঠিক, কিন্তু তাদের এ সবদিকে খেয়াল নাই। তা'দের কাছে এই সব অভাব বুঝিয়ে দিতে পার্‌লে, ঝোঁক করিয়ে দিতে পার্‌লে, অনেক কাজ হ'তে পারে। আমাদের সমিতির কথা শুনেছ ত, তার কাজই এই সব করা। অনেক টাকা আমার না থাকলেও, পাঁচ জনকে নিয়ে একদিন আশা ছিল বটে যে অন্য জায়গায় না পারি এখানকার সমস্ত অভাব যা'তে যায় তা' কর্‌ব, কিন্তু ভগবান্ আমায় তা' কর্‌তে দেবেন না। মনের ঠিক না থাক্‌লে কোন কাজই হয় না। আমার শান্তি কোন দিনই নাই। অল্প বয়সে বাবা মারা গেছেন, তা'রপর থেকে আজ পর্য্যন্ত রমার জন্য একদিনও শান্তি নাই। সে বুদ্ধির দোষে, অদৃষ্টের ফলে আজ জেলে, আমার সহস্র ইচ্ছা থাক্‌লেও আমি তার কিছু

উপায় কর্‌তে পার্‌লাম না। যা'র এ ক্ষমতা নাই সে কোন্ মুখে দশ জনের সঙ্গে দেশের কাজ কর্‌বে। তার জন্য সর্ব্বদাই যেন আমার দেহের ভিতর একটা বড় কাঁটা ফুটে রয়েছে।

প্রভা। ঠাকুরপোর জন্য তুমি ত চেষ্টার কসুর ক'রনি, তুমি আর কি করবে। তোমার সব কথা শুনে—আমি মুখ্যু, চিররুগ্ন মেয়ে মানুষ—তবু আজ আমার ইচ্ছা কর্‌চে, যে আমি রোজ রোজ মেয়েদের স্কুলে গিয়ে তা'দের জন্য যা'কিছু কর্‌তে পারি ক'রে আসি। আমার সমস্ত গয়নাগুলি পর্য্যন্ত ইস্কুলের জন্য দিতে ইচ্ছে কর্‌ছে।

উমানাথ। সত্যই, প্রভা মেয়েদের দ্বারাই মেয়েদের এ অভাব একদিন ঘুচ্‌বে। তা'রা ভিন্ন তা'দের দুঃখ এত ভাল ক'রে কেউ বুঝ্‌বে না, তোমার মত মন যদি সকলের হ'ত তা'হলে আর ভাবনা কি ছিল। আমরা তোমাদের ঘরে এসেন্স আতরের মত বিলাসের জিনিষ ক'রে রেখে, ঘরের কোনে জন্তু ক'রে রেখেই আমাদের দেশের দিন দিন অধঃপতন আনছি। মনে হয় ভগবানের ইচ্ছায় শীঘ্র এ দিন যা'বে।

প্রভা। ঐ বিভার গুরুমা আস্‌চেন।

উমানাথ। আমি ওঘরে যাই।

প্রভা। না না, তুমি ব'স। বিভা ওঘরে পড়্‌বে।

উমানাথ। না, ও এই খানেই পড়ুক।

[উমানাথের প্রস্থান ও তৎপরে অন্য দ্বার দিয়া প্রতিভার প্রবেশ।

প্রভা। আসুন, এই আপনার কথা, মেয়েদের পড়াশুনার কথা সব হ'চ্ছিল।

প্রতিভা। কা'র, উমানাথবাবুর, সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন?

প্রভা। আর কা'র সঙ্গে কথা ক'ব! দেশে যা'তে মেয়েদের সব শেখবার ব্যবস্থা হয় তিনি তাই বল্‌ছিলেন।

প্রতিভা। তিনি না হ'লে দেশের জন্য আর কে ভাব্‌বেন? তা না হ'লে তাঁর দেশবিদেশে এত নাম কেন? আমরা ছেলেবেলা ইস্কুলে, তারপর বেথুন কলেজে পড়েছি। উমানাথবাবুর বালিকা বিদ্যালয়ে যেমন পড়া হয়, এমন সুন্দর প্রণালীতে আর কোথাও বোধ হয় শেখান হয় না। আমি একদিন একজন শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে পাঠশালাটী দেখ্‌তে গেছলাম্‌, অনেকক্ষণ সেখানে ছিলাম। আহা কি সুন্দরই শেখান হয়, এই শিক্ষাই আমাদের প্রকৃত দরকার। এই শিক্ষার ব্যবস্থা দেশে দেশে হওয়া দরকার।

প্রভা। আপনার সঙ্গে কি সেই শিক্ষয়িত্রীর আলাপ আছে না কি?

প্রতিভা তিনি আমার কাছে প্রায়ই আসেন। আমরা এক সঙ্গে পড়েছিলাম।

প্রভা। একদিন তাঁকে সঙ্গে ক'রে আন্‌বেন না।

প্রতিভা। আন্‌ব।

প্রভা। তা হ'লে আপনি বিভাকে এখন পড়ান, আমি যাই।

[প্রভার প্রস্থান।

প্রতিভা। বিভা, তোমার বাবা কি বল্‌ছিলেন?

বিভা। অনেক দিন রামায়ণের গল্প বলিনি তাই বল্‌ছিলেন। কেমন পড়া হ'চ্চে জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন।

প্রতিভা। তুমি কি বল্লে? কেমন পড়া হচ্চে বল্লে?

বিভা। অমি বল্‌লুম খুব ভাল পড়া হচ্চে।

প্রতিভা। তিনি আর সব আমার কথা কি কচ্চিলেন?

বিভা। কি সব মেয়েদের পড়াশুনার কথা বলছিলেন, আমি সব বুঝতে পারি না।

প্রতিভা। (বই হস্তে লইয়া) পড়।

তৃতীয় দৃশ্য।

কারাগার।

রমানাথ ও কয়েদীগণ।

১ম কয়েদী। (রমানাথের প্রতি) এই শালা, সবাই ব'সে আছি, তুমি শালা বুঝি চুপ্ করতে পার না।

২য় কয়েদী। বুঝ্‌চিস্ না জমাদারকে দেখাবে যে সে সব চেয়ে বেশী কাজ করেচে।

রমানাথ। তোমরা অনেক ভেঙ্গেছ আমার এখনও ঢের বাকি রয়েছে; না শেষ করতে পারলে চাবুক্ মারবে এই জন্য ভাঙ্গচি।

২য় কয়েদী। থাম্ থাম্ আর ন্যাকামো করতে হ'বে না, আমরা শালারা একলা মার খাব।

(জমাদারের প্রবেশ ও কয়েদীদের কার্য্যে মনোনিবেশ করা)।

জমাদার। কেয়া হোতা হায়, সব্ শালা বৈঠ্‌কে মৌজ কর্‌তা হায়। চালাও (রমানাথের প্রতি) তোম্ ঘুমাতা থা, আবি এক্কে ঝুড়ি নেহি হুয়া ?

রমানাথ। না জমাদার মশাই আমি সমস্তক্ষণই ভাঙ্গচি, একবারও সিনি, এই দ্যাখ্ আমার হাতে কত ফোস্কা উঠেচে।

জমাদর। চোপরাও শালা (বেত্রাঘাত) কাম করতা নেহি ফিন্ বাত্তি বাত বোল্‌তা।

রমানাথ। (আঘাতে শুইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) জমাদার, আপনার দুটী পায়ে পড়ি আমায় আর মেরো না। আমার আর ক্ষমতা নেই। ভগবান্ আর পারি না।

(উমানাথের প্রবেশ।)

রমানাথ। কে দাদা, দাদা এসেচ, আমায় বাঁচাও দাদা, আর যে পারি না। দাদা আমায় ক্ষমা কর, তুমি না ক্ষমা করলে আমি আর বাঁচব না।

উমানাথ। রমা চুপ কর, চুপ কর, কেঁদো না।

রমানাথ। আমার প্রায়শ্চিত্ত এখনও শেষ হয় নি। তুমি ক্ষমা কর। তোমার কাছে যা'বার উপায় নাই, তা' না হ'লে তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতুম্। তোমায় কষ্ট দেওয়ার এই ফল হ'চ্চে।

মউানাথ। এখন চুপ কর। কি কি ঘটনা হয়েছিল সব স্থির হ'য়ে আমাকে গোড়া থেকে বল, আমি ঠিক কি ঘটনা কিছুই জানি না। এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে আর উপায় নেই, তবু দেখি যদি কিছু করতে পারি।

রমানাথ। এখন আর কি করবে বড় দাদা, আমি এইখানে থেকে পাপের ফল ভোগ করব সেজন্য এখন আর কোন চেষ্টা করো না। যদি পার আমাকে, সাহেবকে ব'লে ক'য়ে, একটা কোন রকম সোজা কাজের ব্যবস্থা ক'রে দাও আমি খোয়া ভাঙ্গতে পারি না, মার খেয়ে এই দেখ আমার ঘাড়ের ছাল উঠে গেছে। আর বাড়ীতে না খেতে পেয়ে না মারা যায় এই কোরো!

আর একবার মুখ ফুটে বল যে আমার সব অপরাধ আজ ক্ষমা করলে।

উমানাথ। রমা আমি তোমার কোন দোষই মনে ক'রে রাখিনি, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তুমি মুক্তি পেয়ে এবার সব দোষ শুধরে য'াবে। চামেলি, ছোট বৌমা, শারীরিক বেশ ভাল আছে, তা'দের জন্য কিছুমাত্র ভাবনা নাই, তা'রা আমার কাছে আছে। তোমার এখানে য'াতে কষ্টের কিছু লাঘব হয় তার জন্য আমি আজই চেষ্টা করব। আমি এই জন্যে, আর তোমার বিষয় আশয় এখন যা' আছে তা' যদি রক্ষা হয় এই সব জিজ্ঞাসা করবার জন্যই কতকটা এখানে এসেছি। তোমার মোকদ্দমা রুজু হ'বার পর অনেক লোকের কাছে তোমার সন্ধান জানতে চেষ্টা ক'রেছিলাম, কেউ ব'লে দিতে পারেনি। হয় ত তখন তোমার সঙ্গে দেখা হ'লে অনেক সুবিধা হ'ত।

রমানাথ। বড় দাদা, তোমার দোষ নাই, তোমায় চিনতে পারি নি ব'লেই আমার এ দুর্দ্দশা। এখন আমার চোখ্ ফুটেছে, আমার বিষয় আশয় আর কি আছে যে রক্ষা ক'রবে? তোমার দ্বারা রক্ষা হ'বে সে উপায়ও বড় রাখিনি, তখন তা' বুঝিনি, এখন এই জেলে থেকে সব বুঝতে পাচ্চি। আমার বিষয় রক্ষার ভার কা'র উপর আছে জান? যে আমায় জেলে পুরেচে তা'র উপর, সেই দেবেন্দ্রনারায়ণের উপর, য'ার কাছে বুজেছিনু যে তুমি আমার সর্ব্বস্ব ফাঁকি দিচ্চ। সব নষ্ট করেচি, জানি না বাড়ীখানা এখনও আছে কি না, যদি এখন উপায় থাকে ত, সেইখানা রাখ্তে চেষ্টা কোরো।

উমানাথ। কারো দোষ নয়, সবই অদৃষ্টের দোষ, জানি না হয় ত দেবেন্দ্রবাবু ঘটনাচক্রে উপলক্ষ্য হয়েচেন। যা'গ্ এখন ওসব কথা, তোমার কাগজ নগদ টাকাকড়ি বোধ হয় সবই নষ্ট ক'রে ফেলেচ, কল্কাতার বাড়ী, দুটো বশত বাড়ী এ সবই বাঁধা পড়েছে নাকি? না কোনটা বিক্রী ক'রে ফেলেচ?

রমানাথ। আমি কি করিচি তা আমিই ঠিক জানি না, এই মাত্র জানি আমার আর কিছুই বোধ হয় ফিরে পাব না। যা' জানে দেবেন্দ্রবাবু আর দীনেশ। আমি মদ খেয়ে বদ্মাইসি ক'রে আমার সিকিটাকাও নষ্ট করিনি। আমায় মদ খাইয়ে কখন বা জেলের ভয় দেখিয়ে যখন যা' বলেচে সই ক'রে দিয়েছি। যেদিন ধরিয়ে দেয় ত'ার একটু আগেও কা'র নামে কি একটা পাওয়ার না কি সই করিয়ে নেয়।

উমানাথ। সেটা কিসের পাওয়ার? কা'র নামে সই ক'রে দিয়েছ?

জমাদার। বাবু আপ্‌কো দোস্‌রা কৈ বাত পুছনেকো হোয় ত পুছিয়ে, এ সব বাত হিঁয়া কয়না ঠিক নেহি।

উমানাথ। কেন জমাদার, এতে তোমার কি ক্ষতি হ'বে, তোমাকে আমি খুসি ক'রব। দেখ, যদি এর কোন উপকার হয় কেন তুমি বাধা দাও।

জমাদার। কেয়া খুসি কিয়েগা আপ্। দেবিনবাবু একটো বড়া আদ্‌মি, উস্‌কো নাম্‌মে কাহে এ লোক জুটাবাত লাগাতা। নেহি বাবু দোস্‌রা কুচ্ কহেনা কো হোয় ত কহিয়ে, নয়ত বাহার চলিয়ে, হিঁয়া এসব্ কহেনা কা হুকুম নেহি।

উমানাথ। আচ্ছা রমা, এখন আর কিছু কথার আবশ্যক নাই। যদি কথা কইবার কোন ব্যবস্থা কর্‌তে পারি ত শীগ্‌গির

আর একদিন আস্‌ব। তুমি যতদূর পার সব মনে ক'রে রেখো।

জমাদার। হ্যাঁ, বাবুসাব্‌ এহি ঠিক হোগা, হুকুম্‌ মিলনে সে আলবৎ হাম ছোড় দেগা, উস্‌বখৎ যো খুসি আপকা পুছিয়ে। দেখিয়ে হাম্‌ হুকুম্‌কা নোকর্‌।

উমানাথ। আচ্ছা, জমাদার তুমি শোন, (জমাদার একটু সরিয়া সামান্য আড়ালে যাইলে একখানি দশ টাকার নোট হাতে দিয়া) এই তোমার বক্‌শিস্‌ নাও। (রমানাথের প্রতি) এখন যাই রমা।

জমাদার। বন্দিগি মহারাজ।

[জমাদারের পশ্চাতে পশ্চাতে উমানাথের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দেবেন্দ্রনাথের ভবানীপুরের বাটীর বারান্দা

দেবেন্দ্র ও বাবাজী।

গীত।

বাউলের সুর।

কা'র হিসাব লিখ্‌ছিস্‌ ব'সে,
মনের চোক্ষে, আপনার কাজ মূলতুবি রেখে।
ও তোর চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে,
পরের চোখে দেখ্‌ছিস্‌ চোখে।

তবু তুই পরের বেঠিক, করছিস্ রে ঠিক,
আপনার বেঠিক ঠিক না দেখে ॥
লিখেছিস্ পরের বাকী জায়, আপনার দিন যায়,
তোর ঠিকানা নাই সেদিকে।
পাগলেও আপনার ভাল, বোঝে ভাল
আপনার ভাল না বোঝে কে ॥
শুনেছি লোকে শিখে, লোকে দেখে,
হাবা লোকে ঠেকে শিখে।
নিকেশে ঠেক্‌বি যে দিন, বুঝ্‌বি সে দিন,
সরবে না তোর বাক্য মুখে ॥
ফকিরচাঁদ বলে খেদে, দিন থাকিতে,
আপনার হিসাব নেরে দেখে।
যদি রে থাকে বেঠিক, কর তা ঠিক,
তবেই নিকাশ দিবি সুখে।

—কাঙ্গাল ফকিরচাঁদ

দেবেন্দ্র। বাবাজী আজকের গানটী বেশ, এই নাও পয়সা (পয়সা দেওয়া)

বাবাজী। আর একটী শুন্‌বেন কি ?

দেবেন্দ্র। এই ভাবের আর কোন গান যদি তোমার থাকে ত আর একটী গাও।

(বাবাজী পুনরায় গান আরম্ভ করিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় রমেশ ও নিমাইয়ের প্রবেশ)

রমেশ। Hallo মিঃ ঘোষ, কেমন আছ ?

দেবেন্দ্র। Good morning রমেশ, এস এস, নিমাইবাবু আসুন। সব ভাল ত ?

নিমাই। দেবেনবাবু গান শুনছিলেন! এই বাবাজীর গান! ছি ছি কি ক্যাড্, তোমার মত enlightened লোক এই twentieth centuryতে এখনও এই গান শোনে এ বোধ হয় আমি না দেখ্‌লে বিশ্বাস করতুম্ না।

দেবেন্দ্র। না হে অতি সুন্দর গান, আমি কল্‌কাতায় এলেই প্রায় বাবাজী এসে আমায় গান শোনায়। (বাবাজীর প্রতি) আর নয় বাবাজী তুমি আজ এখন সরে পড়।

[বাবাজীর প্রস্থান।

তারপর রমেশ, কোথা আছ ভাই এখানে, তোমার boy রমেন, গোপেন সব ভাল ?

রমেশ। সব খুব ভাল। আমি এই সামান্য দূরে সরকার লেনে থাকি। আমি জানি তোমার এই বাড়ী ভাড়া আছে, এখানে মাঝে মাঝে আস তা' কে জানে। নিমাইয়ের মুখে শুন্‌ছিলাম্ মাঝে আর একবার এসেছিলে। তা'রপর, Family কোথা ? দেশের খবর সব ভাল ?

দেবেন্দ্র। ছেলেপুলেরা সব বাড়ীতে, এইবার এইখানেই সব আন্‌ব। দেশের কথা আর বোলো না, এখন সেখানে সবাই বড় লোক, সেখানে আর ভদ্রলোকের বাস কর্‌বার মত নাই।

রমেশ। কেন হে এই সেখানে শুন্‌লুম্ ক্লাব্ করেচ, এত ধুমধাম ক'রে সব সেদিন fete কর্‌লে, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সেজন্য তোমার কত প্রশংসা করেচেন! সেখানকার সকল public কাজে

কাগজে তোমারই নাম ত কেবল দেখি, আর তুমি সেই দেশ ছেড়ে আস্‌বে? আজকাল তোমাদের সেই বান্ধব না কি সমিতি কেমন চল্‌চে?

দেবেন্দ্র। সে একটা গাঁজার আড্ডায় দাঁড়িয়েছে। ক্লাব্‌টায় মহা উপকার হয়েছে, সন্ধ্যার সময় বিস্তর মোটর জুড়ি এসে দাঁড়ায় তুমি দেখ্‌লে চম্‌কে যা'বে। ভাই দেশের জন্য এত whole-heartedly কাজ করি, দেশের জন্য আমি প্রাণ দিতে স্বীকার কিন্তু সেখানকার লোকগুলো বড়ই নেমক্‌হারাম্‌। আমাদের fete বাস্তবিক অতি চমৎকার হয়েছিল, তোমায় কার্ড পাঠালাম একদিনও ত দেখ্‌তে গেলে না?

রমেশ। Excuse me ভাই, opening ceremonyর দিন আমার যা'বার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পূর্ব্বে হ'তে একটা engagement ছিল তাই যেতে পারি নি। আমি কাগজে যেদিন যা' বেরিয়েছে সব দেখেছি, Chronicleএ তোমাদের সব ছবি বেরিয়েছিল দেখলাম্‌।

দেবেন্দ্র। Commissioner প্রভৃতির group খানা দেখেছিলে?

রমেশ। হ্যাঁ, সেই সব ছবির কথাই ত বলছি, তোমাকেও ত তা'তে দেখলাম্‌।

দেবেন্দ্র। আমিই receive করেছিলাম।

নিমাই। আপনি আমাদের সমিতিকে গাঁজার আড্ডা বল্‌লেন কেন, সমিতির দ্বারা আমাদের ও পাশের গ্রাম সকলের বিশেষ উন্নতি হয়েছে শুনেছি। আপনি ত তা'র সেক্রেটারি শুনেছি।

দেবেন্দ্র। আমায় সেক্রেটারি হ'বার জন্য অনেক বলেছিল আমি স্বীকার হই নাই।

রমেশ। হ্যাঁ হে, আজকাল উমানাথ আর বই টই কিছু লিখ্‌চে? কে বলছিল্ সে নাকি প্রায় হাজার টাকা খরচ ক'রে একটা charitable dispensary ক'রে দিয়েছে। তা'র patriotismএর কথা আজকাল যা'র তা'র মুখে শুনি।

নিমাই। কে বল্লে, গুজোব্ ওসব। আজকাল সেখানে দেবেন্দ্রবাবুই backbone হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন।

দেবেন্দ্র। শুন্‌ছিলাম বটে কি দিয়েছে। জাতে কুমোর, একটা idiot; ও পঞ্চাশ হাজার দিয়ে যা' না কর্‌তে পার্‌বে আমি পঞ্চাশ টাকা খরচ ক'রে তা'র চেয়ে বেশি কর্‌ব। এই মনে কর্‌চি ম্যাজিষ্ট্রেট যাবার পূর্ব্বে একটা গার্ডেন পার্টি দোবো, দুই একটা সামান্য গোচের entertainment আর একটু light refreshment বড় জোর দু'শ' টাকা খরচ হ'বে, কিন্তু দেখ্‌বে এইতেই ধুম পড়ে যা'বে।

রমেশ। কেন উমানাথ ত অনেক ভাল কাজ ক'রে দিয়েছে।

দেবেন্দ্র। হ্যাঁ, তা' একটা সুবিধা আছে; বোকা, বেশ গায়ে হাত বুলিয়ে ভোগাতে। এক কাপ্ খাও।

(চা হস্তে খান্‌সামার প্রবেশ।)

রমেশ। কতদিনের পর তোমার বাড়িতে এসেছি। (রমেশ ও নিমাইয়ের চা পানে উদ্যত)

দেবেন্দ্র। সে সব পাবে ঐ যার নাম ক'চ্ছিলে উমানাথের কাছে। কি cadaverous বল্ত! কতকগুলো লুচি তরকারি ক'রে পাঁচ সাতশ' লোক নিমন্ত্রণ ক'রে হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার কি বর্ব্বরতা! আমি ও সব আদৌ like করি না।

নিমাই। কেন আপনিত আপনার মেয়ের বিয়ের সময় অনেক লোক জনকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, খুব খাইয়েছিলেন।

দেবেন্দ্র। Never, আমি choicest কয়েকজন বন্ধু বান্ধবকে ব'লেছিলাম। পেলেটি light refreshment serve করেছিল। আমার কাছে ও সব নেই।

রমেশ। Last timeএ তোমার কাছে শুনেছিলাম তোমার জামাই বেয়াই তোমাদের সঙ্গে ভাল ক'রে deal করচে না। এখন কেমন?

দেবেন্দ্র। বোলো না, এমন ছোট লোক আর হ'বে না। মেয়েটাকে জলে ফেলে দেওয়া বলে যে, এ তাই হ'য়েছে।

নিমাই। তাঁরা সামান্য ব্যবসাদার, আর আপনি একটা এত বড় জমিদার আপনি তা'দের সোজা ক'রে দিতে পারেন না।

দেবেন্দ্র। নিমাইবাবু, আপনার মেয়ে নেই, আপনি জানেন না। জামাই আর বেয়াই ও আলাদা রকম জানোয়ার; বিদ্যা, বুদ্ধি, কল, প্রতিষ্ঠা, ধন সবই ওদের কাছে পকেটে পুরতে হয়। ও বাড়ীর ইন্দুর বিড়ালটা পর্য্যন্ত সোজা নয়। সেখানে আর জমিদারগিরি ফলানো চলে না।

রমেশ। দেশের এদিকের কিছু করতে পাচ্চ না। (পকেট হইতে ঘড়ি দেখা) ওহে আর না, আজ উঠি কোর্টের বেলা হ'য়ে এলো। তুমি এখন আছ ত?

দেবেন্দ্র। না তোমাকে আর detain ক'রব না। হ্যাঁ এখনও ২।৪ দিন আছি। নিমাইবাবু আপনারও কি তাড়াতাড়ি আছে, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

নিমাই। আজ্ঞে না, তেমন কিছু তাড়াতাড়ি নাই, আমি রমেশবাবুকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসছি। [রমেশ ও নিতাইয়ের প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। (স্বগতঃ) উঃ অসহ্য, এমন অনুষ্ঠান নেই যা'তে আমার নাম নাই, এমন লোকহিতকর সভা সমিতি নেই যার সংস্রবে আমি থাকি না, এমন দেশের কাজ দেখি না যা' আমি ছাড়া হ'তে পারে। দেশের সামান্য কনেষ্টবল হ'তে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট্ পর্য্যন্ত সকলেই আমায় খাতির করে, সকলেই আমার সঙ্গে আলাপ করতে ব্যস্ত। আমার মত বাড়ী, আমার মত গাড়ী, আমার মত সম্মান আর কার আছে, সে সব ভেঙ্গে গিয়ে কিনা এক ব্যাটা অহঙ্কারী, মূর্খ কুমোরের এত তেজ, তিনি হ'লেন দেশের patriot! আমি যদি দেবেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ হই, তা' হলে একবার দেখে নোবো, দেখে নোবো, দেখে নোবো।

(নিমাইএর পুনঃ প্রবেশ।)

আসুন নিমাই বাবু আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ পরামর্শ আছে; আপনাকে একটু বিশেষ help করতে হবে।

নিমাই। সেকি কথা দেবেনবাবু! I am always at your service, আপনি আমায় যা' করতে বলবেন, আমি তা'ই করতেই প্রস্তুত আছি।

দেবেন্দ্র। নিমাইবাবু, আমি জানি যে আপনি আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু, অনেক কাজে আপনি নিজেকে বিপন্ন করে আমাকে সাহায্য করেছেন, আপনার ঋণ আমি কিছুতেই ভুলতে পারব না।

নিমাই। আপনি কি বলছেন! আপনার মতন একজন শিক্ষিত স্বনামধন্য patriot যে আমাকে বন্ধু বলে মনে করেন ইহাই আমি যথেষ্ট অনুগ্রহ মনে করি।

দেবেন্দ্র। আমাকে patriot স্বনামধন্য বলছেন! আমি কে? আমিত দেশের কেউ নই; উমানাথ বাবুই ত দেশের সব।

সব লোকের মুখেই উমানাথ, উমানাথ, উমানাথ। আমি দেশের জন্য প্রাণপাত করছি, অথচ আমার নাম কেউ করে না, একি কম দুঃখ নিমাইবাবু।

নিমাই। এটা ভারি আশ্চর্য্য কিন্তু। উমানাথের পয়সার শেষ হয়েছে; ভাই যে মাতাল, ভদ্রলোকের অযোগ্য সেদিন জেলখেটে বেরল; মূর্খ, তার উপর জাতে কুমার। তার এতটা অহঙ্কার! না দেবেনবাবু, ওকে একটু জব্দ করা দরকার হয়েছে।

দেবেন্দ্র। শুনুন নিমাইবাবু, আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম, বেটাকে ভিটে থেকে তাড়াতে হ'বে, বেটাকে রাধানগর থেকে তাড়াতে হ'বে, তাতে যত খরচাই হ'ক। রমানাথের মকর্দ্দমার সময় বেটা কি কম বেগ দিয়েছে। কল্‌কাতা থেকে এক ব্যারিষ্টার নিয়ে এসে হাজির—ভাইটাকে জেল থেকে বাঁচাবে! বেটা ত জানে না দেবেন্দ্রনারায়ণ যা' করবে মনে করেছে তা' করবেই।

নিমাই। রমানাথটার ঠিক প্রতিফল হয়েছিল। আপনাকে কিছুতেই তার বাড়ীর অংশটা বেচলে না! কি বদমায়েসি দেখুন ত! এখন তার বাড়ীর অংশটা রাখুক দেখি? বাড়ীর দলিলখানা আপনার হাতেই আছে না?

দেবেন্দ্র। হাঁ সে সব আছে। কিন্তু শুধু রমানাথের অংশে হচ্চে না, উমানাথের অংশটাও চাই। অপমানিত হয়ে ছেলে মেয়ের হাত ধরে যেদিন উমানাথ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে সেদিন আমার শান্তি হবে, তার পূর্ব্বে নয়।

নিমাই। চলুন, দেবেন বাবু, ভিতরে চলুন? এখানে দাড়িয়ে আর নয়; ভিতরে বসে পরামর্শ করা যাক। [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

উমানাথের কক্ষের বহির্দেশ।

প্রতিভা।

প্রতিভা। (স্বগতঃ) আমি চোর নই, ডাকাত্ নই, আমার অসীম ভালবাসার প্রতিদান পাবার ভিখারি নই, আমি আমার মন প্রাণ সবই স্বেচ্ছায় সমর্পণ ক'রে, পৃথিবীর বাহিরে সুখসম্বন্ধের যা' কিছু সব ত্যাগ ক'রে একাকী এই বিদেশে দাসত্বকে বরণ ক'রে নিয়ে বাস কর্‌চি। কেন, কিসের আকাঙ্খায়! এক আধবার গোপনে দেখবার আশায়, আর কিছুই নয়। দেখা দিবার সাধ নাই, জান্‌তে বুঝ্‌তে দেবার বাসনা নাই, কেবল যদি মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পাই এই জন্য। ভগবান আর যে পারি না। হৃদয়ের স্বামী আমি গোপনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, জানালার পাশ দিয়ে তোমায় চেয়ে দেখ্‌চি, দেখ্‌চি মাত্র; এই দেখবারই পিয়াসী, আর কিছু চাই না, প্রাণ ফেটে যায় তবু আর কিছু চাই না, অতুল যশোরাশি নিয়ে তুমি সুখে শান্তিতে থাক আমি এই চাই, তবে কেন আমার বুকের ভিতর এমন অব্যক্ত যাতনা, চোরের চেয়েও কেন আমার বেশী ভয়! প্রাণনাথ, হৃদয়বল্লভ, কে আমাকে এ প্রশ্নের মীমাংসা ক'রে দেবে?

(প্রভার প্রবেশ)

প্রভা। একলা, নিশীথে, এই অন্ধকারে এখানে এমন সময় আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার একি ব্যবহার? (প্রতিভা

মুখ নিচু করিয়া নিরুত্তর অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।) আপনি কথা কইচেন্ না, আপনার এমন সময় এখানে কি দরকার ?

প্রতিভা। কি বল্‌ব দিদি চুপ করুন, আমাকে ক্ষমা করুন।

প্রভা। আপনার কথাবার্ত্তা ভদ্রলোকের মেয়ের মত, আপনি শিক্ষিতা, আমার কন্যার শিক্ষার ভার আপনার উপর দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত আছি, আপনার এমন চরিত্র ? কি ঘৃণার কথা !

প্রতিভা। দিদি, আমি আপনাকে দিদি ব'লে ডাকি, উপরে ভগবান আছেন তিনিই জানেন আমি যথার্থ আপনাকে বড় ভগ্নীর মত মনে করি। আমি মিথ্যা বল্‌ব কেন, অপরাধ ক'রেছি অম্লান বদনে দণ্ড নোবো। আমার কি দরকার, কি উদ্দেশ্য আপনি সবই শুনেছেন ত। আমি পাপ জানিনা, পুণ্য জানিনা, আমার উদ্দেশ্যের ভিতর যে ঘৃণার তিল মাত্র নাই তা' আমি জানি, চোরের অধম আমার কাজ হ'য়ে থাক্‌তে পারে, কিন্তু দিদি আমি হৃতসর্ব্বস্বা হ'লেও চুরির সাধ আমার অনেক দিন গিয়াছে। দেবী, ভাগ্যবতী, আমার অন্নদাতা জ্যেষ্ঠা ভগিনি, আমায় ক্ষমা করুন, কৃপা ক'রে আমার অপরাধ বিস্মৃত হউন, এ হতভাগিনীর নাম ভুলে যান, আর আপনাদের এই পবিত্র নিকেতন আমার সংশ্রবে কখনও কলুষিত হ'বে না। আমি বিদায় হই। হে আমার চিরবাঞ্ছিত, আমি বিদায় হই। বিভা, বিভা, প্রিয়তমা বিভা, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমার মঙ্গল হউক। দিদি আপনার পায়ে ধরে ভিক্ষা চাই এ কথা প্রকাশ করবেন না, আমায় ক্ষমা করুন। বিদায়।

[প্রতিভার প্রস্থান।

প্রভা। (স্বগতঃ) কি ভরসা, কি স্পর্দ্ধা, আমরা এই বাড়িতে রইচি, জেগে রইচি, এমন সময় এখানে গোপনে আস্তে সাহস করে? আমার সঙ্গে এত প্রণয় কি এই জন্য? একজন দেবতাকে যে ভালবাসে বল্‌ত, সে কে? সে কি আমার এই হৃদয়ের দেবতা! না না তা' নয়, ভালবাসা দু'দিক না হ'লে হয় না। সে কথা মনে হ'লেও পাপ।

(দ্বার খুলিয়া উমানাথের প্রবেশ।)

উমানাথ। কে, প্রভা? এখানে এমন ক'রে দাঁড়িয়ে কি ভাবচ?

প্রভা। না ভাবি নি।

উমানাথ। একটু অন্যমনস্ক মত দেখ্‌চি, কি হ'য়েছে প্রভা বল?

প্রভা। (স্বগতঃ) যা'বার সময় প্রকাশ করতে বারণ ক'রে গেল, এখন করি কি। কার কাছে আমি লুকাব! না না—আমি না ব'লে থাকতে পার্‌ব না।

উমানাথ। প্রভা কি হ'য়েছে শীঘ্র বল, আমার বড় ভাবনা হ'চ্চে।

প্রভা। তোমার কাছে আমি না ব'লে কি করে থাকব। বিভার গুরুমা এখন একলা এখানে দাঁড়িয়ে সার্সির ভিতর দিয়ে তোমার দিকে চেয়ে আপন মনে কি বল্‌ছিল। এখন মনে হচ্চে যেন আরও দু'তিন দিন বিভার পড়া শেষ হ'লে নেবে যাবার সময় এখানে দাঁড়িয়েছিল, আমাকে আস্তে দেখেই নেবে গেছল।

উমানাথ। বল কি, তুমি ত সর্ব্বদা তাঁ'র প্রশংসা করতে, তুমি ঠিক দেখেছ কি?

প্রভা। আমি ঠিক দেখেছি, কথা ক'য়েচি। আমি প্রশংসা কর্‌তুম, ভদ্রলোকের মেয়ের মত কথাবার্ত্তা, হাব্‌ভাব্ সবই ভাললোকের মত; কি ক'রে বুঝ্‌ব ভিতরে এরূপ।

উমানাথ। কথায় বলে স্ত্রী চরিত্র। এখন কোথায় গেল?

প্রভা। চ'লে গেছে, বলে গেল চিরদিনের মত বিদায়, আর এখানে কখন আসবেন না।

উমানাথ। আর আসবে না! মেয়েটার কষ্ট হ'বে, সে তা'কে ভালবাসে। তুমি তাঁকে কিছু বল্‌লে নাকি?

প্রভা। আমি যেতে বলিনি, আমি কেবল বলেচি আপনার একি ব্যবহার, আপনার হাতে মেয়ের শিক্ষার ভার দিয়ে রেখেছি আর আপনার এই ঘৃণিত চরিত্র।

উমানাথ। প্রভা, ভগবান যা' করেন আমাদের মঙ্গলের জন্য, কে জানে আজ তুমি না দেখ্‌লে ক্রমে এর কি পরিণাম হ'ত। একদিন, সে অনেক দিন হ'ল, মনে আছে কি, আমায় তুমি রক্ষা ক'রেছিলে, আবার তুমি হয় ত আমায় রক্ষা কর্‌লে। সকলই তাঁর ইচ্ছা।

প্রভা। আমি আবার তোমায় কবে রক্ষা করেছিলুম্, আর আজই বা তোমায় আমি কি রক্ষা কর্‌লাম্। আমি তোমাকে রক্ষা কর্‌ব! তুমি দেবতা, আমি তোমার দাসী, আমি তোমায় রক্ষা কর্‌ব? তোমার দেব চরিত্র রক্ষা কর্‌বার জন্য অন্যের সাহায্য দরকার হয় না।

উমানাথ। তোমার মনে নাই, সেই একদিন, সে ত এক স্বপ্ন বলে যেন এখন মনে হ'চ্চে। তা'র নাম প্রতিভা। সে চোখ, সে মুখ এখনও স্পষ্ট মনে রয়েছে।

প্রভা। আমায় বলেছিলে, আমার মনে পড়্‌চে। এতদিনের মধ্যে তার আর কোন খপর পাওনি ত'?

উমানাথ। না, মনে হ'চ্চে আমিই বোধ হয় শেষে যা'তে ভুলে যেতে পারি তার জন্য কোন চিঠি পত্র যা'তে না পাই তা'র ব্যবস্থা ক'রেছিলাম। কিন্তু প্রভা, তোমায় সত্য বলতে কি, রমার জন্য মনে কিছু মাত্র শান্তি নাই; তা'র উপর তোমার অসুখ বেড়েচে, তবুও এতদিনের পর আজ তা'র কথা মনে ক'রে যেন কি একটা ভাব হ'চ্চে। সেই দিনের প্রথম যৌবনের কথা আজ অনেক দিনের পর মনে এসে আবার যেন সেই পুরাতন দিনের স্মৃতি জাগিয়ে তুলছে। প্রভা ও সব কথা এখন যেতে দাও অন্য কথা কও।

প্রভা। বিভার গুরুমার স্বভাবও বোধ হয় বেশ ভাল নয়, একদিন কথায় কথার আমায় বলেফেলেছিল যে একজনকে সে জীবনে ভালবেসে ছিল, তাঁ'কেই মনে মনে আত্মসমর্পণ করেছিল, সেই জন্যই বিয়ে করেনি।

উমানাথ। বটে, এ সব কথাও হ'ত?

প্রভা। তা' আলাপ সালাপ হ'লেই হয়।

উমানাথ। তা' যদি তাঁ'র কথা সত্য হয় সেটা তা'র গুরুতর অপরাধ নয়। ভালবাসা ত প্রভা হিসেব ক'রে হয় না।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

নদীরধারের পথ।

হেমনাথ ও উমানাথ।

হেমনাথ। যে যা' কাজ ক'রে তার ফল তাকে ভুগতেই হয়। তুমি কি করবে ভাই।

উমানাথ। কি বল, মায়ের পেটের ভাই, যে পিতার সম্মানে আজ দেশের পাঁচজনের কাছে আমি এত স্নেহ পেয়েছি, সকলে আনন্দের সহিত আমার সঙ্গে কথা কয়, আর সেওত সেই পিতারই সন্তান। আহা, বুদ্ধিদোষে তার কি দুর্দ্দশা, কি কষ্ট! আমি ভাল থাচ্চি, পরিষ্কার বিছানায় শুচ্চি, হেঁসে খেলে বেড়াচ্চি, আর রমা জেলে কি খেয়ে, কোথা শুয়ে কি মনোকষ্টে কাটাচ্চে! আমারইত ভাই। আর মা, মনে করলে বুক ফেটে যায়, তিনি আজ মনের দুঃখে প্রাণের জ্বালায় তীর্থবাসী।

হেমনাথ। এইবার ত রমানাথ বেরুবে, মাকে আনবার জন্য একবার এইবার চেষ্টা কর।

উমানাথ। আমি লিখেছিলুম, তাঁকে আনবার জন্য লোক পাঠাচ্চি। মা লিখেছেন, তিনি আর আসবেন না। আর আমিও তাঁকে জোর ক'রে আনতে ইচ্ছা করি না। তিনি দূরে থেকে কল্পনায় সুখের চেয়ে দুঃখই অনেক পান সত্য, কিন্তু এখানে আমাদের যে অবস্থা দাঁড়াচ্চে, আমার শরীর ও মনের ক্রমে যে অবস্থা হ'চ্চে, তা'রপর যদি শরতের কথা সত্যই হয় তা হ'লে এ বাড়ী ছেড়ে আমাদের চ'লে যেতে হ'বে। রমা বেরিয়ে এখানে থাকবে কি বিবাগী হ'য়ে কোথা চলে যা'বে তারই বা ঠিক কি। মা এসে এই সব দেখবেন? আর পারি না, ভাবলে মাথা খারাপ হ'য়ে যায়।

হেমনাথ। উমানাথ, তুমি কি পাগল? তোমার দুঃখের কষ্টের বিষয় অনেক আছে তা আমি না বলতে পারি না। কিন্তু তুমি যে দেশের লোকের দুঃখ মোচনের জন্য, দরিদ্র আর্ত্তদের সেবার জন্য চিকিৎসার জন্য পৈতৃক ও তোমার সমস্ত জীবনের উপার্জ্জিত

সমস্ত সম্পত্তি অকাতরে খরচ কচ্ছ, সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেহপাত ক'রচ, তার কি কোন ফল নাই ? মাথার উপরে কি ধর্ম্ম নাই ! ও শরৎ উমেশ খুড়োর কথার ভাবে অনুমান করেছে।

উমানাথ। আর খরচ কচ্চি বলচ কেন, এই যে দেশের চারিদিকে ক' মাস ধরে দুর্ভিক্ষ হয়েচে আমাদের গ্রামের আশে পাশেও ক্রমে একটা একটা ক'রে কলেরা দেখা দিচ্চে আর এই চতুর্দ্দিকব্যাপী ম্যালেরিয়ায় দেশ উৎসন্ন যাচ্চে, আমি তার কি করতে পাচ্চি ! আমি নিজে নিজের সংসার নিয়ে সুখে খেয়েদেয়ে হেসেখেলে বেড়াচ্চি। এই যে সমিতি টমিতি এতে কি হচ্চে ! সত্যই বটে, দেশের লোকের সুখসচ্ছন্দ বৃদ্ধির জন্য, শিক্ষার জন্য প্রাণের মধ্যে খুবই উদ্যম ছিল, খুব আশা ছিল মরবার আগে হয়ত দেশের দরিদ্র সাধারণদের মলিনমুখে হাসির রেখা দেখে যেতে পা'ব। খুবই ভরসা ছিল এই বান্ধব সমিতি প্রকৃতই একদিন দেশে বন্ধুর সকল কাজ করতে পারবে। কিন্তু কৈ সে আশা কোথা ? আমার আর কি আছে যে তা'দের দিকে চাইব। আমি এতদিনে তা'দের কি করতে পেরেছি ? যদি কিছু ক'রে থাকি নিজের প্রতিষ্ঠা লাভেরই ব্যবস্থা করেছি মাত্র।

হেমনাথ। তোমার একরকম যথাসর্ব্বস্ব খরচ ক'রে ফেলেচ, তবুও তোমার কষ্ট। বান্ধব সমিতি কি প্রকৃত দেশের দরিদ্রদের বন্ধু নয় ? নামে যত সভ্যই থাক এর যা কিছু কর্ম্মক্ষেত্র তা' তোমা হ'তেই প্রসারিত হয়নি কি ? তুমি না জান্‌লেও, সমস্ত দেশ জানে তুমি কি করেচ, কি না করেচ।

উমানাথ। ভাই হেমনাথ, আমি খরচ করেছি ব'লে কষ্ট নয়, সব শেষ হয়েছে, আমার অসহায় দেশবাসীদের, যারা আমার মুখ চেয়ে থাকে, তা'দের জন্য খরচ করবার আর নাই তাই আমার কষ্ট। পরের কাছে আমার সমস্ত বাকী জীবন উৎসর্গ ক'রেও যদি, অর্থে যে সব দুঃখ যায় তা' করবার মত অর্থ যদি পাই, আমি তা' করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমায় দেবে কে ভাই, এক একবার মনে হয় সমিতির ফণ্ডে যা' কিছু আছে, এমন কি উহার বাড়িখানি পর্য্যন্ত বিক্রী ক'রে যতটুকু হয়, আপাততঃ যা'রা খেতে পাচ্চে না তা'দের খাবার ব্যবস্থা করি; কিন্তু এখন সে যে সাধারণের সম্পত্তি, আমার আর ত সে ক্ষমতা নাই।

হেমনাথ। তুমি যদি reserve ফণ্ডের সমস্ত টাকাটা এ সময় খরচ করতেই প্রস্তাব কর, তা'তে কি তুমি মনে কর কেউ আপত্তি ক'রবে?

(দেবেন্দ্র ও হরেন্দ্রনাথের প্রবেশ।)

উমানাথ। আসুন দেবেনবাবু, আসুন হরেনবাবু।

দেবেন্দ্র। আপনার কাছে আপনার বাড়িতে গেছলাম, শুনলাম আপনি হেমবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছেন। সেবাশ্রমে গেছলাম দেখতে পেলাম না। তখন আর অন্য জায়গায় ত থাকেন না জানি, তাই এদিকেই হরেনবাবুকে ধরে নিয়ে এলাম। এ সময় এখানে যে?

উমানাথ। মনটা বেশ ভাল নেই, বাড়িতেও ভাল লাগে না কি করি। সমিতিতে কেউ না থাকলে প্রায়ই এখানে বৈকালে এসে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে যাই। আপনাদের সব ভাল ত?

দেবেন্দ্র। চ'লে যাচ্চে একরকম। রমানাথবাবুর জন্য আমরাও বিশেষ দুঃখিত। হাঁ উমানাথবাবু, কি করচেন, famineএর অবস্থাত ভয়ানক হ'য়ে উঠেচে, এ সময় একটু ভাবুন।

উমানাথ। আমি আর কি করব, আর ভাববই বা কি, আমার আর ত বিশেষ কিছু নাই। এখন আপনারা ভাবুন, আপনি মনে করলে অনেক কাজ করতে পারেন। ভগবান্ আপনার যথেষ্ট ক্ষমতা দিয়াছেন।

দেবেন্দ্র। আমি কি করি বলুন, আমার চারিদিকে জ্বালা, আজ Allen club, কাল Friend's society, পরশু athelitic club রোজই চাঁদা, আমি আরত পারি না। কাল ম্যাজিষ্ট্রেট্ কানপুর relief fund এ কিছু substantial রকমের সাহায্য করবার জন্য আমায় এক পত্র লিখেচে। প্রকৃতই এ সময় ওখানে বা ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে কিছু ভাল রকম আমাদের একটা sum দিতে পার্‌লে ভাল হয়।

সুরেন্দ্র। Of course এ সময় না সাহায্য করলে আর কবে করবেন। আর কিছু ভাল রকম দিতে পারলে গভর্ণমেণ্টেরও এই সমিতির উপর খুব ভাল opinion থাক্‌বে।

দেবেন্দ্র। তা' হ'লে দেখুন না এই anniversaryর সময় ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে এনে president ক'রে দি'।

উমানাথ। প্রেসিডেণ্ট হো'ক বা না হো'ক প্রকৃতই এ সময় আমাদের গ্রামে গ্রামে বেড়িয়ে যা'তে কিছু বেশি সাহায্য করতে পারি তা'র উপায় করা একান্ত দরকার। আমি হেমনাথের সঙ্গে সেই সব কথাই কচ্ছিলাম। বল্‌ছিলাম না হয় সমিতির বাড়ি পর্য্যন্ত বেচে ফেলে সাহায্য করা যা'ক। আমার ম্যাজিষ্ট্রেট্,

ম্যাজিষ্ট্রেটের জ্বালা বড় নাই, কিন্তু এ জ্বালাটা খুবই অনুভব করি।

হরেন্দ্র। নিশ্চয়।

দেবেন্দ্র। না, বাড়ি বিক্রী করতে হ'বে কেন? আমি বলছিলাম আমাদের অত হাঙ্গামায় দরকার কি, হাজার দুই টাকা আপাততঃ ম্যাজিষ্ট্রের কাছে পাঠিয়ে দি'।

উমানাথ। আপনি ত জানেন charity fundএ আর কত আছে। আমার বোধ হয় দু' হাজার টাকাও নাই। আপনারা সকলে যদি মত করেন আমি reserve fundএর টাকা এ সময় খরচ ক'রে ফেলতে প্রস্তুত, তা'তে যদি আপাততঃ সমিতি বন্দ হ'য়েও যায়, রাজি আছি।

দেবেন্দ্র। না, না সমস্ত খরচ করাটা আমার মত নয়। আপনি এত টাকা দিয়ে দেশের এমন একটা কাজ ক'রে দিয়েছেন এটা উঠে যা'বে তা' কি কখন হয়! এ সম্বন্ধে আমি বলি আস্‌চে রবিবারে একটা মিটিং কল্‌ ক'রে একটা ঠিক করা যাগ্‌, কত টাকা আর কা'রই বা হাতে দেওয়া যা'বে।

উমানাথ। আমার মনে হয় নিজেরা চাল, ডাল, ঔষধ সব কিনে লোক দিয়ে বিতরণ ক'রে আসাই ভাল। আরও মনে হয় এ দুঃসময়ে যদি দেশের গরীবদের একমুঠা অন্নের ব্যবস্থা ক'রতে না পারা গেল, তবে এ সমিতির কি দরকার? কতক টাকা reserve fund থেকেও খরচ করা আমার মতে উচিত।

দেবেন্দ্র। আচ্ছা এ সম্বন্ধে মিটিংয়ে যেরূপ হয় সে দিন কথা কওয়া যা'বে; আজ এখন আসি। ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেল্‌বে বলে আমার জন্য সব অপেক্ষা ক'রবে।

[দেবেন্দ্র ও হরেন্দ্রের প্রস্থান।

উমানাথ। তোমরা দেবেনবাবুর সম্বন্ধে প্রায়ই যে সব কথা বল আমি ত তা' একদিনও বুঝ্‌তে পারি না। দয়া, মমতা প্রভৃতি শিক্ষিত ধনী লোকের যে সব গুণ থাকা উচিত তাঁর সবই আছে আমি ত দেখতে পাই। আর আমি তাঁর কাছে কি দোষই বা করিচি যে তিনি শত্রুতা করবেন। তোমাদের ও সব ভ্রান্ত ধারণা।

হেমনাথ। ভাই, আমাদের ধারণা ঠিকই, একদিন নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। তুমি উমানাথ ত উমানাথ, তোমার কি দোষ জান না। তোমার দোষ, তুমি নিস্বার্থ দান কর, দেশের গরীবদের তুমি আশ্রয়দাতা, দেশের লোক তোমার যশ শত মুখে শেষ ক'রতে পারে না। যা' দেবেন বাবু ক'রতে চান না, সে কাজ ক'রে তুমি দেশের ও দশের যতক্ষণ পার উপকার কর। এই সব তোমার দোষ। মুখে তোমার সঙ্গে যে অমন মিষ্টি কথা কয় ও কেবল কাজ নেবার জন্য, নচেৎ তোমার সর্ব্বনাশ চিন্তাই ওর কাজ। জান্‌বে শুধু তোমায় নয়, সব কামার কুমোরকে যত বিদ্বান্, যত ভাল লোকই হোক, ওরা ছোটলোক বলে। কেবল না হ'লে চলে না তাই মুখে কপট হাসি নিয়ে মাঝে মাঝে মিষ্টি কথা ক'য়; ভিতরে চিরদিনই বিষের ছুরি।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দেবেন্দ্রনাথের কক্ষ।

বসন ও সুধা।

বসন। কি ক'র্‌বি বোন, তুই মেয়ে মানুষ তোর্ ও সব্ কথায় কান দেওয়া কেন। তুই সংসারের মানুষজনকে দেখ্‌বি, দীনদুঃখী অতিথিদের খেতে দিবি তোর ও সব মিছে ভাবা কেন? ওরা পুরুষ মানুষ, জমিদার, ওরা কি ক'রচে সে কথা ওরা বুঝবে, জমিদারদের ওসব না ক'রলে কি চলে? অমন সব বড় মানুষদের অন্য কত দোষ থাকে, সে সব যে নেই এই তোর ভাগ্য মনে করিস্।

সুধা। সে দোষ বরং ভাল, দিনরাত লোকে শাঁপ দেবে, আড়ালে সকলে গালি দেবে, আমি একটা ছেলে নিয়ে ঘর করি আমার বড় ভয় করে। দিদি আমি কি যে করি কিছুই ঠিক ক'রতে পারি না। আমাকে কি বা বলে, আমি কি বা জানি! তবু আমি যা' জানি, যে সব লোকের সর্ব্বনাশ করেছেন যখন একে একে মনে হয় বুক শিউরে ওঠে। আমার একতিলও সুখ নাই।

বসন। সুধা, তুই এখনও যেন সেই ছেলে মানুষটী আছিস্। তোর এমন বাড়ি, এত গয়না, এত দাসদাসী আর তোর একতিল সুখ নাই! অমন অলক্ষণে কথা আর মুখে আনিস্ নে। পুরুষ মানুষের ওসব দোষ নয়।

সুধা। কি বল দিদি, একগা গয়না পরা কি দশজন দাসদাসীর উপর কর্ত্তৃত্ব করাই কি সংসারের সুখ? এমন বাড়িতে থেকে এমন কষ্টে বেঁচে থাকার চেয়ে বনে গিয়ে মনের সুখে কুটীরে বাস করাও আমার মনে হয় ভাল। আমার পরমগুরু, আমার বল্‌তে নাই, দিদি ভেবে দেখ দেখি, দেবগ্রামের চাটুয্যেরা আজ কা'র জন্য পথের ভিখারী; আহা বিহারিবাবু, কে তাঁকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রেছেন; সদ্‌গোপদের কি দোষ, ভিটেটুকু বিক্রী হ'য়ে গেল; রমানাথ বাবুর এমন দশা করেও তিনি ক্ষান্ত নন, সমস্ত দেশের লোক, সকালে বিছানা থেকে উঠে যাঁ'র নাম করেন, দেবতার, মত যাঁ'কে মনে মনে পূজা করেন, যাঁর বাপপিতামহের অন্নে এঁরা মানুষ হ'য়েছেন, আজ শুধু হিংসায় কিনা তাঁ'কে তাঁ'র জন্মস্থান পৈতৃক ভিটা থেকে যা'তে চ'লে যেতে হয় তা'র ব্যবস্থা ক'রচেন। ধর্ম্ম আর কত সহিবে দিদি! একটা ছেলে কা'র জন্য তিনি এসব ক'রচেন, তাঁ'র অভাবই বা কি?

বসন। তুমি আর কি কর্‌বে বোন্, মধুসূদনকে ডাক। তুমি এই সব যা'র যা'র নাম করলে দেবেনই কি এ সব করেচে। আমি ত শুনেছিলুম রমানাথবাবু মদ খেয়ে সব বিষয় উড়িয়ে দিয়ে, বেশ্যাবাড়ি খুন ক'রে না কি ক'রে জেলে গেছল, আর তা'রই দেনার দায়ে উমানাথ বাবুদের বাড়ি বিক্রী হ'য়ে যাচ্চে।

সুধা। আমিও তাই শুনেছিলুম, কিন্তু সেদিন রাত্রে যখন বৈঠকখানার পাশের ঘরে ব'সে পরামর্শ হচ্ছিল তখন আমি বারান্দার কাছ থেকে দাঁড়িয়ে যা' শুনলুম্ তা'তে প্রাণ কেঁপে ওঠে, তবু আমি

সব কথা ভাল বুঝতে পারলুম না। সেই দিন থেকে আমার বড় ভাবনা হ'য়েছে।

বসন। কি শুন্‌লে ?

সুধা। আমি সব ভাল বুঝতে পারিনি, কে একজন নিতাইবাবু আছে, আমি যা' বুঝতে পারলুম, তা'কে দিয়ে ভিতরে ভিতরে জাল জুয়াচুরি ক'রে উনিই সব করাচ্চেন। সে সব কথা আমি আর বল্‌তে পা'রব না। আচ্ছা দিদি একটু কি ভয় করে না ? উমানাথ বাবুর স্ত্রী সতীলক্ষ্মী দিনরাত চ'খের জল ফেল্‌চেন, এ কখন ধর্ম্মে সহিবে কি ? কি উপায় বল দেখি ?

বসন। আমি আর কি বল্‌ব বোন। যদি বলিস্ ত আমি একটু বল্‌ব কি।

সুধা। না দিদি তা' হ'লে আর আমার মাথা থাক্‌বে কি ? আমি দশ বার দিন হ'ল একদিন একটু ব'লেছিলুম, সেই দিন থেকে আমার সঙ্গে আর কথা ক'ন না। যদি আমার নিজের কোন উপায় থাকে ত তাই বল। আমার মৃত্যু হ'লে সব যাতনা থেকে নিষ্কৃতি পাই।

বসন। দেবেন কলকাতা থেকে আস্‌বে ক'বে ?

সুধা। কি জানি দিদি আমায় কি কিছু ব'লে গেছে। উমানাথ বাবুর এই নূতন সর্ব্বনাশ শেষ না ক'রে বোধ হয় আসবেন না।

(দেওয়ানের প্রবেশ।)

দেওয়ান। মা, যতীশবাবু কলকাতা থেকে আজ এসেছেন, বাবু সেখানে কি একটা বড় বিপদে পড়েচেন, লোহার আলমারিতে যে টাকা আছে তাই থেকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে বলেচেন আমায়

নিয়ে যেতে হ'বে। আর আপনি একটু সাবধানে থাকবেন ব'লে দিয়েছেন।

সুধা। কি বিপদ হ'য়েছে আমায় এখনি বল।

দেওয়ান। তা' যতীশবাবু খোলসা ক'রে কিছু বললেন না, তিনি এখানে কি সেই সব বিষয়ের কাজ আছে সেরেই দুই তিন দিন পরে যা'বেন বল্‌লেন।

সুধা। আমিও তোমার সঙ্গে যা'ব, আমি এখানে থাক্‌তে পারব না।

দেওয়ান। না মা, আপনি অধীর হ'বেন না, তাঁর কোন অসুখ বিসুখ হয়নি, সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করিচি।

সুধা। অসুখ না হোক্‌, তাঁর যে কোন বিপদ হোক, আমি এখানে কি ক'রে থাকব ?

দেওয়ান। কি হ'য়েছে আমি আজ গিয়ে সব জেনে আসি তারপর না হয় যেতে হয় যাবেন। আপনি নিজ হ'তে গেলে তিনি বড়ই রাগ করবেন।

সুধা। তিনি আমার কোন্‌ কাজের আর এখন রাগ না করেন আমি বলব আমি নিজে জোর ক'রে এসেছি, তোমায় কিছু বল্‌বেন্‌ না।

দেওয়ান। না মা অত অধীর হ'বেন না। এখন আমি যাই আপনি টাকা বের ক'রে রাখুন, একটু পরেই বেরুতে হ'বে।

[দেওয়ানের প্রস্থান।

সুধা। দিদি শুন্‌লে ত, আমি নিশ্চয় বলচি তাঁর কোন ভয়ানক বিপদ হ'য়েচে। আমার মন ব'ল্‌চে তাঁর নিশ্চয় কোন বিশেষ অমঙ্গল হ'বে।

বসন। কি জানি আমি ত কিছুই বুঝতে পাচ্চি না। আচ্ছা, আমি ঝিকে দিয়ে দাওয়ান মশাইকে একবার আলাদা জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি। [বসনের প্রস্থান।

সুধা। (স্বগতঃ) দয়াময়, মধুসূদন আমার স্বামীকে রক্ষা কর। তাঁর সব অপরাধের ফল আমায় ভুগ্‌তে দাও। তাঁর উপস্থিত বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রে যা'তে তাঁর ভাল মতি হয় তাই কর, আর তা' যদি না কর তবে আমার এই মুহূর্ত্তে মৃত্যু দাও। আমি অজ্ঞান, অবলা প্রাণ ভ'রে তোমায় কখন ডাকিনি, আজ এই বিপদে প'ড়ে তোমার আশ্রয় নিয়েছি, আমায় ক্ষমা কর। আমি সহস্র জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরি সেও ভাল তিনি যেন কুশলে থাকেন। নারায়ণ, মধুসূদন আমার বড় ভয় হ'চ্চে। দেখো মা দুর্গা, যেন তিনি এ বিপদ থেকে রক্ষা পান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উমানাথের বৈঠকখানার ঘর।

উমানাথ ও শরৎ।

শরৎ। কি মিছে ভাবছ, একটা উপায়ের চিন্তাকর, নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা কিছুতেই উচিত নয়।

উমানাথ। আমি কি উপায় করব ভাই! রমানাথ তার বাড়ির অংশ বেচে ফেলেছে, আমি কি ক'রব। আমি কেবল ভাবছি তাহার যদি টাকার দরকার ছিল ত আমাকে বল্‌লে না কেন? অন্য বিষয় বেচ্‌লে না কেন? বাপ পিতামহের ভিটাটা নষ্ট

করলে! ছি! ছি! রমা কি করলে আমি তাই কেবল ভাবছি।

শরৎ। আমারও কেমন আশ্চর্য্য লাগছে। জেল থেকে বাইরে এলে পর কেশবের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল—শুনলুম সে একেবারে বদ্‌লে গেছে; তোমাকে এত কষ্ট দিয়েছে বলে সে কাঁদতে লাগল। সেই রমানাথ বাড়ি বেচেছে! ভিতরে একটা কিছু আছে।

উমানাথ। আমি ভাই ভিতরে কিছু থাকা ত দেখছি না; তবে রমার বিষয়, বাপপিতামহের ভিটা রক্ষা ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌তেই হবে। আমি হেমনাথকে জেলায় পাঠিয়েছি খবর নিতে; যে কিনেছে তাকে কিছু বেশী টাকা দিয়ে বিষয়টা ফেরৎ লওয়া যায়, তার চেষ্টা ক'র্‌ব। এই যে হেমনাথ আসছে।

(হেমনাথের প্রবেশ।)

হেমনাথ, কি খবর ভাই, তোমাকে এমন ধারা বিমর্ষ দেখছি কেন?

হেমনাথ। ভয়ানক ষড়যন্ত্র, ভয়ানক ষড়যন্ত্র! তোমার বাড়ির অংশ নিলামে বিক্রি হ'য়ে গেছে, এ কথা কি তোমার বিশ্বাস হয়?

উমানাথ। নিলামে বিক্রি হ'য়ে গেছে? আমার অংশ! সে কি ক'রে হবে, কিসের দায়ে বিক্রি হ'ল, আর আমি তার কিছুই জানতে পারলুম না? তুমি কি ভুল শুনে এসেছ হেমনাথ।

হেমবাথ। না ভাই, ভুল শোনবার উপায় ছিল না। লোকের কথায় আমিও বিশ্বাস করিনি। আমি আদালতে সন্ধান নিলুম, নিয়ে দেখলুম যে সত্যই তোমার বাড়ি বিক্রি হ'য়ে গেছে। আর

বেশী খবর নেবার সময় ছিল না, তবে এই মাত্র শুনেছি যে কে টাকা পে'ত, সে ডিক্রি ক'রে নিলাম করিয়েছে।

উমানাথ। যাক্, অদৃষ্টে যা' আছে তাই হবে ; আর ভাবতে পারি না। আমি কা'রও কাছে টাকা ধারি তা' ত মনে হয় না। ভগবানের ইচ্ছা অবশ্যই পালিত হ'বে। যে বাড়িতে বাবা, ঠাকুরদাদা ও আরও কত পুরুষ জন্মেছেন, জীবন কাটিয়ে গেছেন, যেখানে থেকে আমি এত বড় হ'য়েছি, সেই বাড়ি জন্মের মত ছেড়ে যাওয়াই যদি তাঁর অভিপ্রেত হয় তাই হ'বে। যাক্ তুমি যা জানতে গেলে তা'র কি হ'ল ?

হেমনাথ। কলিকাতার কে একজন নিমাই বিশ্বাস রমানাথের অংশ কিনেছে। নিমাই বিশ্বাস একজন এটর্ণি আছে, শুনেছি দেবেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে তা'র জানা শুনা আছে। এ সব দেবেন্দ্রনারায়ণের কাজ ; এ চক্রান্ত বাহির হ'য়ে পড়বেই, বাড়ি তোমাদের কখনই ছেড়ে যেতে হ'বে না, তা' হ'লে যে চন্দ্রসূর্য্য মিথ্যা হ'বে !

(দাসীর প্রবেশ।)

দাসী। দেবেন বাবুর পরিবার আপনার কাছে কি বিশেষ দরকারের জন্য এসেছেন, আপনাকে একবার বাড়ির ভিতর আস্তে হ'বে।

উমানাথ। দেবেন বাবুর পরিবার ! কোন দেবেন বাবু, দেবেন্দ্রনারায়ণ ঘোষের স্ত্রী ?

দাসী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

উমানাথ। আচ্ছা যাচ্চি।

[দাসীর প্রস্থান।

এ আবার কি, কিছুই বুঝতে পাচ্চি নে। ভগবান্ !

(বাহিরে প্রভা ও সুধার আগমন ও দাসীর পুনঃ প্রবেশ।)

কেশব। আমরা বাইরে একটু বসিগে।

[কেশব ও শরতের অন্য দ্বার দিয়া প্রস্থান।

দাসী। এইখানেই ইনি এলেন।

সুধা। বাবা, আমাকে রক্ষা করুন। আপনি না কৃপা করলে আর উপায় নাই। আপনার পায়ে পড়ি আমাদের বাঁচান।

উমানাথ। আপনি বসুন; ছি ছি! ও কথা কি বল্‌তে আছে! আপনি নিজে কেন এসেছেন্? আমি এখনও বিশেষ শুনিনি কি হ'য়েছে, আপনি সব কথা বাড়িতে বলুন।

সুধা। আমার লজ্জা কি! আমার স্বামীকে হাজতে দিয়েছে। সকলেই বল্‌চেন আপনি ভিন্ন কেউ তাঁ'কে রক্ষা কর্‌তে পারবেন না।

উমানাথ। দেবেন্দ্র বাবুকে হাজতে রেখেছে! তিনি কি করেচেন?

সুধা। কি করেচেন জানিনা, আজ বার দিন তিনি বাড়ি ছাড়া, আগে শুনেছিলাম তিনি বিপদে প'ড়েছেন, আজ খপর এসেছে তাঁ'কে হাজত ক'রেছে।

উমানাথ। আপনি বাড়ির ভিতরে যান, আমি আপনার বাড়ি গিয়ে সব জেনে যদি কোন উপায় থাকে নিশ্চয় কর্‌ব। আপনি চিন্তা কর্‌বেন না। (প্রভার প্রতি) ওঁকে নিয়ে যাও।

সুধা। বাড়িতে সরকার মশাই পর্য্যন্ত নেই, কল্‌কাতায় গেছেন; আপনার কা'রও সঙ্গে দেখা হ'বে না।

উমানাথ। আচ্ছা, আমি যেখানে সন্ধান পাওয়া যায় তা'র চেষ্টা কর্‌চি। আপনি বাড়ির ভিতরে গিয়ে বসুন।

সুধা। আপনি বলুন তাঁ'কে বাঁচাবেন, তা' না হ'লে আমি এইখানে মর্‌ব।

উমানাথ। আপনি স্ত্রীলোক, আমার বন্ধুপত্নী, এখন অসহায়। আমি আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা কর্‌চি, যদি আমার ক্ষমতায় হয় তা' হ'লে আমার দ্বারা যা' হ'তে পারে তা' নিশ্চয় হ'বে।

[সুধা ও প্রভার প্রস্থান।

(স্বগতঃ) হা ভগবান, তোমার লীলা কে বুঝবে, দেবেন্দ্র-নারায়ণের স্ত্রী আজ স্বামীর উদ্ধারের জন্য একাকী এখানে এসেছেন। দয়াময়, দেখ যেন আমার মুখ থাকে।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রতিভার বাসাবাড়ির শয়ন কক্ষ।

প্রতিভা ও কমল।

প্রতিভা। কমল, তুমি এসেছ, এ অভাগিণীকে মনে ক'রে দেখতে এসেছ ?

কমল। সে কি কথা ভাই, তোমার এমন অসুখ শুনে দেখতে না এসে কি থাক্‌তে পারি। বিধাতার বিধানে এখন আমরা অনেক তফাৎ হ'য়ে পড়লেও সে ছেলে বেলাকার দিনগুলি একেবারে ভুলে গেলি !

প্রতিভা। সে বড় সুখের দিন ছিল কমল। সেই মায়ের স্নেহ, বাবার আদর, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই শত আশা শত কল্পনা, সেই নিজের কবিতায় নিজে বিভোর হ'য়ে থাকা, সেই শৈশব সহচরীদের সঙ্গে স্কুলে যাওয়া, এক সঙ্গে খেলা করা, গল্প করা কত আনন্দের ছিল ! মনে পড়ে সেই বৎসরান্তে পূজার সময় গিরিডিতে যাওয়া, সেই নদীর তীরে ঘাসের উপর ব'সে গল্প করা

তখন আপনাতেই আপনি ভুলে ছিলাম, জগৎ তখন অপরিচিত ছিল, সে কত আশার কত সুখের ছিল!

কমল। প্রতিভা, ভাই, মুছে ফেল এখন সে দূর অতীতের ছবি। যে স্মৃতিতে হৃদয়ের জ্বালা বেড়ে ওঠে, সে স্মৃতিকে ভুলে যাও। স্বপন সুখের হ'লেও স্বপন, মনে কর সে স্বপন চলে গেছে, এ এখন অনন্ত জাগরণের সময়।

প্রতিভা। যদি স্বপন হয় কেন ভাই সারাজীবন সেই সোণার স্বপনে ডুবে রইলুম না! কেমন ক'রে সে অতীতের স্মৃতি যা' এখনও পলে পলে বুকের মাঝে থেকে পোড়াচ্ছে তা' আমি ভুলে যা'ব? থাক সেই সব জ্বলন্ত স্মৃতি এখনও যে ক'দিন এখানে থাকৃতে হয়। ভবিষ্যতের প্রতারণায় আর ভোলাতে পারবে না, অতীত যত কঠোর হো'ক্ সেও মধুর, ভবিষ্যতের কুহক বড় নিদারুণ।

কমল। এ আলোচনায় আর এখন কাজ নাই, এখন এখান থেকে চল; ভাল ক'রে চিকিৎসা না ক'রলে এ দেহ আর ক'দিন থাকৃবে ভাই।

প্রতিভা। কোথায় যা'ব কমল, এ দেহের আর কি দরকার? এখন এইখানে থেকে শীঘ্র শীঘ্র যা'তে বিদায় হ'তে পারি তা'ই প্রার্থনা।

কমল। এ প্রার্থনা মানুষের কোনদিন কোন অবস্থাতেই কর্‌তে নাই। তোমার এই বয়স, অতুল বৈভব, কেন তুমি এমন কথা মনে কর। তুমি আমার বাড়ি চল, সেখানে ভাল ক'রে চিকিৎসা কর্‌লে নিশ্চয়ই শীঘ্র সেরে যাবে। জীবনে আজ পর্য্যন্ত যা' কিছু অলীক যা' কিছু স্বপন সব যত্ন ক'রে ভুলে যাও, আবার নূতন ক'রে জীবন আরম্ভ কর।

প্রতিভা। তুমি কি পাগল! তুমি কেমন করে আমার কথা বুঝ্‌বে? তুমি যা' ভবিষ্যতের কথা বল্‌চ তা'ই স্বপন, আর যা'কে অলীক বল্‌চ, স্বপ্ন বল্‌চ তা'ই চির সত্য, চির বাস্তব। আমি যেখানেই যাই, যাই করি, এখানে থেকে মরার চেয়ে কিছুই বেশী সুখের নয়।

কমল। এখানে একলা এই কঠিন রোগ নিয়ে তুমি কি ক'রে থাক্‌বে, আর কিসেরই বা আশায়? আমি তোমায় না নিয়ে যা'ব না।

প্রতিভা। এ রোগ বেশী দিন থাক্‌বে না সে বিষয় তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, এ রোগ যখন ছাড়বে খবর পেলে আর একবার এখানে এসো। আমি আর বাকি ক'দিনের জন্য কোথাও যা'ব না, একলা হ'লেও এই খানেই ভাল। আর আশার কথা যা' বল্‌চ, আমি এমন কি আশা ক'রে সর্ব্বস্ব ছেড়ে এখানে এসেছিলাম? সেত বড় কিছু নয়। জীবন আবার নূতন হ'বে সত্য, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা নূতন নাই। ভগবান্ এ জনমে যা' দিলেন না, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যেন পর জনমে সেই পুরাতনের সেবায় জীবন কাটা'তে পারি।

কমল। তা' হ'লে কি একবারে ঠিক করেছ যে এই খানেই থাক্‌বে?

প্রতিভা। নিশ্চয়ই, সে কথা আবার বল্‌চ।

কমল। যদি একান্তই তাই স্থির ক'রে থাক তবে তোমার কাকাকে বা অন্য কোন আত্মীয়কে ব'লে যা'তে এখানেই তোমার ভাল চিকিৎসা হয় তা' কর। আমি এখানে কিছুদিন এসে থাকতেও পারি।

প্রতিভা। চিকিৎসা বেশ হ'চ্চে, আর এখন লোকের সঙ্গে থেকে নূতন অসুখের সৃষ্টি করব কেন? এখন এই ক'দিন একান্তে হৃদয়

আসনে বসিয়ে হৃদয় দেবতার পূজা কর্‌তে কর্‌তে জীবন শেষ হ'লেই আমি আর কিছু চাই না।

কমল। প্রতিভা ধন্য তুমি, ধন্য তোমার উৎসর্গ। আমার মত বাসনা-লালসাপূর্ণ লোকের সঙ্গে কি তোমার ভাই তুলনা হয়? কিন্তু বড় দুঃখ, হয়ত এখন এই সময় এই অবস্থায় তুমি ইচ্ছা করলে একটু সুখে মরতে পার। তোমার দেবতা শুনেছি সত্যই দেবতা, নিশ্চয়ই তিনি জান্‌তে পার্‌লে তোমার এ অবস্থায় তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে পারেন। আর কে বল্‌তে পারে হয়ত তাঁর সাক্ষাতেই তোমার অসুখ ক্রমে শীঘ্র ভাল হ'য়ে যেতে পারে।

প্রতিভা। তাঁর দেখার ভিখারী ত আমি কোন দিনই নই, আমি তাঁকে যদি মাঝে মাঝে কোন রকমে চ'খের দেখা দেখ্‌তে পাই এই ত আশা। বিধাতার যখন সে ইচ্ছাও নয় তখন আর কেন? অন্তরে বাহিরে যে মূর্ত্তি গড়ে দিনরাত পূজা কর্‌চি, এই পূজা কর্‌তে কর্‌তে যেন আমার প্রাণ যায় এই প্রার্থনা কর।

কমল। প্রতিভা, আর আমি তোমায় অনুরোধ কর্‌ব না, আমি সত্যই ভ্রান্ত, আমার ভাই ক্ষমা কর। আশীর্ব্বাদ কর যেন এই প্রেমের অধিকারিণী হ'য়ে নারী জন্ম সার্থক কর্‌তে পারি।

চতুর্থ দৃশ্য।

কেশবের বাটীর পার্শ্বস্থ বাগান।

কেশব, রমানাথ, শরৎ ও ভট্টাচার্য্য।

কেশব। ভট্‌চায্যি মশাই আমি অন্যায় কিছু কর্‌চি তা আমার একবারও মনে না হ'লেও সত্যই আমার বড় ভয় কর্‌চে।

ভট্টাচার্য্য। বাবাজি, আমি বল্‌চি নারায়ণের নাম স্মরণ ক'রে কাল বেরিয়ে যা'বে, দুষ্টের দমন হওয়াই আবশ্যক। আর তা ছাড়া উমানাথের মত মহাত্মার বিপদে সহায় হওয়া শুধু তোমার নয় আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। ভগবান্ আছেন, কথাটা হচ্চে কি, তুমি দেবেন্দ্র বাবুর কিছু মাত্র ভয় কোরো না।

কেশব। দেবেন্দ্রনাথের জন্য ভয় তা মনেও স্থান দেবেন না, উমানাথ বাবুর জন্য আমার প্রাণ দেবার আবশ্যক হ'লে তা' করা উচিত, আমি তা' কর্‌তে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। আমি তা'র জন্য ভয় করি না, সাক্ষী টাক্ষী দেওয়া আমার কোন পুরুষে হয় নাই তাই কেমন ভয় করে।

শরৎ। কেশব বাবু, আমরাই কি বারমাস সাক্ষী দিচ্চি? আপনি ত একজন প্রধান সাক্ষী, আমি সে তুলনায় কতটুকুই বা জানি, আর আমারও এইবার একাজে হাতে খড়ি হ'বে। দেবেন্দ্রনাথ শত শত লোকের সর্ব্বনাশ করেও ক্ষান্ত হয় নাই, রমানাথের সর্ব্বনাশ ক'রে তাঁ'কে জেল দিয়েও তা'র আশা মেটেনি, শেষ কিনা গরীবের আশ্রয় দেবতুল্য উমানাথের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হয়েছে। যদি দরকার হয় মিথ্যা সাক্ষী পর্য্যন্ত দোবো তা'তে যা' হয় হ'বে।

রমানাথ। কেশব বাবু, যদি এ মোকদ্দমায় জয়লাভ হয় সে আপনারই জন্য। আপনি সকলের অজ্ঞাতে নীরবে কতদিন ধ'রে কত কৌশলে দেবেন বাবুর ষড়যন্ত্রের বিষয় গোপনে জান্‌বার চেষ্টা করেচেন্, দাদাকেও এসব কোন দিন খুলে বলেন নি। আমি মাতাল, লম্পট, সমস্ত জীবন দাদাকে কষ্ট দিয়েছি, আমার জন্যই মা একরকম দেশত্যাগী, দাদা দেবতা আমায় ক্ষমা করেচেন, কিন্তু আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। দেবেন বাবু আমার

সর্ব্বস্ব নিয়েছেন, তার প্রতিশোধ যদি নাও নিতে পারি কেবল যদি দাদার এই বিপদে আপনাদের সাহায্যে আমার দ্বারা তাঁর একটুও উপকার হয় তা' হ'লেই এখন আমি কৃতার্থ মনে করি।

ভট্টাচার্য্য। রমানাথ, তোমরা ধার্ম্মিকের ছেলে, গত অপকর্ম্মের জন্য তোমার এখন অনুশোচনা এসেছে, ভগবান্ তোমার প্রতি আবার মুখ তুলে চাইবেন। আমি ব্রাহ্মণ, বুড়ো হইচি, আমি বল্‌চি উমানাথ বাবুর কোন বিপদ হ'বে না। সত্যকে কেউ পরাজয় কর্‌তে পারে না, দেবেন্দ্র অর্থলোলুপ পিশাচ, তা'র মিথ্যা চিরদিন জয়ী হ'বে তা' কখনই হ'তে পারে না।

কেশব। আমরা অতি সামান্য লোক, বড় লোকেদের কথা বুঝতে পারি না। আমি আজ প্রায় দশ মাস ধ'রে, কখন ভিখারী সেজে, কখন গোপনে, দেবেন্দ্রনাথের অনেক ভিতরের কথা যা' বুঝেছি তা'তে সে যা' কিছু পাপ করে অর্থের জন্যই প্রায় সব, কিন্তু উমানাথ বাবুর প্রতি তা'র যা' আক্রোশ এ যে সেজন্য তা' আমার একবারও মনে হয় না। এ কেবল হিংসা, উমানাথের এই যে দেশপূর্ণ যশ এ তা'র অসহ্য, উমানাথ থাক্‌তে তা'র প্রতিষ্ঠার পূর্ণবিকাশ হ'বার কোন সম্ভাবনা নাই সেই জন্য ;—ফাঁকি দিয়া কিসে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, কিসে কাগজে নাম বাহির হয়—রাজ সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে উমানাথ থাকতে দেশে সেই মত সম্মান লাভ হচ্চে না ব'লেই তার হিংসা ; সে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য পাগল।

ভট্টাচার্য্য। প্রতিষ্ঠার জন্য পাগল নয় কে বাবা, উমানাথের মত আর কে আছে বল ? এ সংসারে সকলেই প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য লালাইত। কেউ চায় অর্থের দ্বারা প্রতিষ্ঠা, কেউ চায় দয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশ

ক'রে প্রতিষ্ঠা, কেউ চায় উকিল, চিকিৎসক, কবি হ'য়ে প্রতিষ্ঠা, কেউ চায় রাজসম্মান দ্বারা প্রতিষ্ঠা, কেউ চায় সমাজে সম্মান লাভ ক'রে প্রতিষ্ঠা, আবার কেউ বা রাজসম্মান স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রে বা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে রেখে চায় প্রতিষ্ঠা। প্রাসাদবাসী রাজরাজেশ্বর সে যেমন প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল, সংসার-ত্যাগী কৌপীনধারী বৈষ্ণব ব্রহ্মচারীও সাধুজনসুলভ প্রতিষ্ঠার ভিখারী দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

শরৎ। যাগ্‌ এখন এসব আলোচনার দরকার নাই। আজ একবার উকিলের কাছে যা'বার কথা আছে যাই। রমানাথ, তুমি যেমন ক'দিন আছ তেমনি এইখানেই একটু গাঢাকা দিয়ে থাক।

রমানাথ। আমি আর কোথা যা'ব, সে দিন দাদার কাছ থেকে পালিয়ে না এলে আর রক্ষা ছিল! দাদা হয়ত এরপর আমার উপর আরও রেগে যা'বেন, তা' যা' হয় হ'বে সে কথা আমি আর এখন ভাব্‌বো না। এ মোকদ্দমা শেষ হ'বার আগে আর আমি তাঁর কাছে যা'ব না। এখন ত প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে একবার তোমার সঙ্গে আমিও উকিল বাড়ি যাই, রাত্রে আস্‌ব।

ভট্টাচার্য্য। আমি কাল প্রাতে উঠে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব, এখন যাই। এখন কাজ আর কিছু নয়, ক'টা বাইরের সাক্ষী যা' আছে, কথাটা হচ্চে কি, টাকা দিয়ে কোন রকমে না ভাঙ্গায় এইটুকু দেখে যাওয়া দরকার।

(ভট্টাচার্য্য, রমানাথ ও শরতের প্রস্থান। সরলার প্রবেশ।)

কেশব। তুমি কোথা থেকে এলে?

সরলা। আমি ঘাটে যেতে যেতে দেখলাম্‌ তোমরা বাগানে দাঁড়িয়ে

আস্তে আস্তে কি কথা কচ্চ, আমি আর ওদিকে না গিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইলুম্। এত আস্তে আস্তে এখানে দাঁড়িয়ে তোমরা কিসের পরামর্শ কর্‌ছিলে গা ?

কেশব। তোমায় কোন দিন বলিনি, আমি মাঝে মাঝে কলিকাতায় যেতাম তুমি জিজ্ঞাসা করলে আমি বল্‌তুম্ একটু দরকার আছে। সরলা, তোমার মনে আছে সেই একদিন ইন্দুর বিয়ের জন্য আমাদের বাড়ী বাঁধা দিতে যাচ্ছিলুম এমন সময় উমানাথ বাবু আমাকে টাকা দিয়ে রক্ষা করলেন। সেই উমানাথ বাবুর বাড়ী বেচে নিয়ে তাঁকে ভিটে ছাড়া করবার জন্য দেবেন্দ্র যোগাড় করেছিল, কিন্তু ভগবানের কৃপায় তা' হ'বে না। আমি গোপনে তাঁর সব ষড়যন্ত্র জান্‌তে পেরে রমানাথ বাবুকে দিয়ে মোকদ্দমা করিয়ে দুষ্ট দেবেন্দ্র পাপের উচিত সাজা যা'তে পায় তা'র ব্যবস্থা করচি।

সরলা। তুমি কি ক'রে বড় লোকের ষড়যন্ত্র জান্‌তে পারলে ?

কেশব। সে কথা আর একদিন বল্‌ব, তখন তুমি বুঝতে পার্‌বে। এখন দয়াময়ের কাছে প্রার্থনা কর যেন আমাদের পরম হিতৈষী উমানাথ বাবু বিপদ থেকে সহজে মুক্তি পান, আমার মনস্কামনা যেন সফল হয়।

সরলা। তোমার দ্বারা তাঁ'র উপকার হ'বে, এমন কপাল আমাদের হ'বে!

পঞ্চম দৃশ্য।

এটর্ণী বিনোদ বাবুর অফিস।

বিনোদ বাবু ও উমানাথ।

(বিনোদ বাবু বসিয়া লিখিতেছেন, উমানাথের প্রবেশ।)

বিনোদ। আসুন উমানাথ বাবু খপর কি, অনেক দিন আপনাকে দেখিনি, সব কুশল ত ?

উমানাথ। আজ্ঞা হ্যাঁ, অনেকদিন এদিকে আসিনি। সব কুশল হ'লে আর এমন সময় আপনার কাছে আসি, শারীরিক এক রকম মন্দ নয়।

বিনোদ। আপনার ভায়া আজ কাল কেমন ?

উমানাথ। এখন অন্য উৎপাত কিছু দেখচি না, কিন্তু আর এক মস্ত বিপদ ঘটিয়েছে, সেই জন্যই আজ এখন আপনার কাছে আসা।

বিনোদ। কি করেছে বলুন্ শুনি।

উমানাথ। আমায় কিছু না ব'লে ক'য়ে আমার একটী বন্ধু ও তা'র মামা শ্বশুরের সঙ্গে যুটে দেবেন বাবুর নামে একটা Cheating কেস্ ও আর দুইটা কি কেস্ এনেচে, দেবেন বাবুকে হাজতে রেখেচে।

বিনোদ। কোন্ দেবেনবাবু ? আপনাদের লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান্ মিঃ ডি, এন, ঘোষ নাকি ? যিনি পরশুদিনের গেজেটে New Year's Honourএ রায় বাহাদুর হয়েচেন ?

উমানাথ। হ্যাঁ তিনিই।

বিনোদ। কি হ'য়েচে সব বলুন।

উমানাথ। ঠিক যে কি হ'য়েচে তা' আমি বল্‌তে পার্‌ব না, আমি যা' শুনেছি তাই বলি। দেবেনবাবু আমার বন্ধু, আমি লোকের মুখে কখন কখন শুনতে পাই বটে যে তিনি আমার বা রমানাথের অনিষ্ট করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আমি তা' কখন বুঝ্‌তে পারিনি। আমার সঙ্গে সাক্ষাতে আমায় খুব ভালরূপই ব্যবহার ক'রে থাকেন। রমানাথ যে মারপিটের দায়ে সাজা পেলে, এখন শুন্‌চি দেবেন বাবুই নাকি মিথ্যা মোকদ্দমা সাজিয়ে এসব করিয়েছিলেন। তারপর সে যখন জেলে, সেই সময় কি জাল ক'রে তা'র যা' কিছু বাড়ি টাড়ি ছিল সব বেচে কিনে নিয়েচেন, বসত বাড়ির আমার অংশও বিক্রী হ'য়ে গেছে, শুনচি তিনি আমার নামে কি টাকার ডিক্রি করে নিলাম করিয়ে বেচে দিয়েছেন।

বিনোদ। রমানাথ বাবু পূর্ব্বে যখন মদটদ খেতেন তখন কোন রকম মর্টগেজ্ দেন নাই ত?

উমানাথ। আমায় সে ত কিছুই ব'লে না, যখন জেলে ছিল তখন একদিন আমি দেখতে যাই, সেইদিন তা'র কথার ভাবে মনে হয়েছিল, যে তা'র সব বিষয় আশয়ই নষ্ট করেচে আর সেই সময়েও দেবেন বাবুর উপর রাগ দেখেছিলাম। তারপর জেল থেকে বেরিয়ে একদিন মাত্র বাড়িতে ছিল, তারপর আমায় না ব'লে কলকাতায় গিয়ে কি প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে এই সব ক'রেচে।

বিনোদ। তা' হ'লে হয়ত forgeryর চার্জ্জ আনা হয়েছে। যাগ্ তা এখন আপনি কি কর্‌তে চান?

উমানাথ। Forgeryই বটে। দোষের কথা ভগবান্ জানেন। দেবেন্দ্র

বাবু দেশের একটা সম্মানী লোক। একি! দোষ প্রমাণ হ'লে তখন না হয় যা' হয় হ'ত, এখন হাজতে দেওয়া অতি অন্যায় কাজ হ'য়েচে। এখন কি উপায়ে তাঁর নিষ্কৃতি হয়?

বিনোদ। আপনি তাঁকে ছেড়ে দিতে চান? রমানাথ বাবুর কাছ থেকে আপনি সবিশেষ জানেন নি কেন?

উমানাথ। আমি তার এই সব কাজের জন্য অত্যন্ত রাগ করেছি দেখে সে বোধ হয় ভয়ে আমার সঙ্গে আর দেখা করচে না। দেবেন বাবু কি করেচেন জানি না, যদি সত্যই তিনি দোষ ক'রে থাকেন, তবুও আমার ইচ্ছা এক কাজ ক'রে ফেলেচেন সেই জন্য অমন একজন সম্ভ্রান্ত লোকের সম্মান নষ্ট করতে নাই। আমি উকিল টুকিল কিছুই দিই নাই, আমার দেওয়া দরকার কিনা জানি না, মোকদ্দমা শুন্‌চি এই ১২ই তারিখে।

বিনোদ। উকিল দিলে ভাল হয়। আপনি কিছু না করলেও খুব সম্ভব complainantএর মধ্যে আপনারও নাম আছে। যতদুর আপনার কাছে শুনে বুঝ্‌চি এখন আর withdraw করবার কোন উপায় দেখি না। আপনার কি দেবেন বাবুকে আদতে দোষী ব'লে মনে হয় না।

উমানাথ। যদিই বা হয় কোন সাজা পান এ আমি মোটেই ইচ্ছা করি না। আপনি যে উপায়ে সম্ভব এর ব্যবস্থা ক'রে দিন। আপনি ত জানেন আমি মোকদ্দমা আদতে ভালবাসি না।

বিনোদ। উমানাথ বাবু, ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ গুণ, ক্ষমার চেয়ে আর কি আছে, কিন্তু এখন ত কোন উপায় দেখ্‌চিনা, আর তা' ছাড়া এখন সে চেষ্টা বিশেষ ক'রে করতে গেলে আপনার বা রমানাথ বাবুর

পক্ষে খারাপ সম্ভাবনা খুব আছে। আমি এ সম্বন্ধে কাগজ পত্র-গুলো একটু চেষ্টা ক'রে যদি পারি ত কাল না হয় পরশু দেখে তা'রপর ঠিক্ বুঝতে পারব।

উমানাথ। আমিও বিশেষ চেষ্টা করব যদি কিছু জান্‌তে পারি ত আপনাকে জানা'ব। আমাদের কি খারাপ হ'তে পারে?

বিনোদ। আপনি যখন ক্ষমা করতে প্রস্তুত, তখন আপনার ভবিষ্যতে কোন ঝোঁক না আসে বা ড্যামেজ্ না আন্‌তে পারে এইটুকুমাত্র দেখে সেই চেষ্টা করাই আমাদের কর্ত্তব্য। মোকদ্দমা যত না হয় ততই মঙ্গল।

মা নাথ। একথা সকলে ত বুঝেন না, এর বিপরীতই দেখ্‌তে পাই।

বিনোদ। তা' না হ'লে আমাদের এত লোকের পেটভরে কোথা থেকে উমানাথ বাবু। এই জন্যইত আমাদের এত দুর্দ্দশা বাড়্‌চে।

উমানাথ। তা' হলে আপনি অনুগ্রহ ক'রে যা' ক'রতে হয় একটু সত্বরই করবেন। যদি উকিল দেওয়া বা কোন ভাল কৌন্সলি দিলে ভাল হয় মনে করেন যা'কে মনে করবেন নিযুক্ত ক'রে রাখবেন।

বিনোদ। আচ্ছা, আচ্ছা, সে সব যা' করতে হয় করব, আপনি দুই তিন দিন পরে একবার আসবেন।

উমানাথ। আমি শনিবার দিন আপনার সঙ্গে দেখা করব, এখন আসি।

[উমানাথের প্রস্থান।

বিনোদ। (স্বগতঃ) আমি এতদিন এই কাজ কর্‌চি, কত রকম লোক দেখেচি, কত ধার্ম্মিককে দেখেছি, কিন্তু উমানাথ বাবুর

মত লোক কখনও দেখিনি। এত ক্ষমা, এত দয়া কি রক্তমাংস-গঠিত মানুষের সম্ভব। যে তা'র সর্ব্বনাশের জন্য চোর ডাকাতের অপেক্ষা ভয়ানক কাজ করতে প্রস্তুত হয়েছে, তা'র পাছে সম্মান নষ্ট হয় তার চিন্তা, আর সেই জন্য আমার কাছে পরামর্শ করতে এসেছিল। ধন্য উমানাথবাবু, ধন্য তোমার দয়া, ধন্য তোমার ক্ষমাগুণ!

(নীলাম্বরের প্রবেশ।)

নীলাম্বর। প্রণাম মশাই।

বিনোদ। কি নীলাম্বর তোমায় যে অনেকদিন দেখিনি, এখনও কি তুমি পালেদের কাজ ক'রচ?

নীলাম্বর। সেখান থেকে অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি, এখন দেবেন্দ্রবাবুর সেরেস্তায় আছি।

বিনোদ। কোন দেবেন্দ্র বাবু?

নীলাম্বর। দেবেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

বিনোদ। এখন কি দরকার?

নীলাম্বর। বাবুর নামে ষড়যন্ত্র ক'রে একটা মামলা রুজু করেচে, বাবুকে হাজৎ করেচে। তিনি আমার মুখে আপনার কথা শুনে কোন রকমে ব'লে পাঠিয়েছেন আপনাকে তাঁর কেস্‌টি নিতেই হ'বে। তাঁকে যে রকম ক'রে হয় এ মিথ্যা মোকদ্দমা থেকে রক্ষা করতেই হ'বে। এই কেসের জন্য যা' খরচ করতে হয় ক'রবেন এখন আপাততঃ হাজার টাকা নিন। (টেবিলে হাজার টাকার নোট রক্ষা করণ।)

বিনোদ। নীলাম্বর তুমি টাকা রাখ। তোমার বাবুর এটর্ণী আছে ত?

নীলাম্বর। আজ্ঞা, আমাকেই এখন সব ব্যবস্থা করতে হ'চ্চে, আমার

আপনাকে যত বিশ্বাস আছে এত আর কাকেও বিশ্বাস হয় না।

বিনোদ। নীলাম্বর, সাবধান, তুমি আমার কাছে প্রতারণা কর্‌তে এসেছ। আজও তোমার এই বয়সে সেই চরিত্র নিয়ে আছ। তোমার সাহস ধন্য, তুমি আমায় ঘুষ দিয়ে কাজ নিতে এসেচ? অধিকাংশ এটর্ণীর মত আমিও ঘুষ নোবো তোমার বিশ্বাস? তুমি বৃদ্ধ হয়েচ, তোমার মাথার উপর শকুনি উড়্‌চে তুমি পরকালের ভাবনা ভাবনা। আজ যে মনিবের জন্য তুমি এই ঘৃণিত কাজ করতেও কুণ্ঠা বোধ করনি, সেই মনিব কি উপরে যে মনিবের মনিব আছে তার কাছে তোমার হ'য়ে জবাব দেবে? তুমি আজ পর্য্যন্ত তোমার মনিবের কত পাপ কাজে সহায়তা করেছ মনে ক'রে দেখ দেখি, বল দেখি আজ পর্য্যন্ত কখন মনে তিলার্দ্ধ শান্তি পেয়েছ কি? তুমি যাও, আমার সম্মুখ থেকে চ'লে যাও। মনে ক'রো উপরে তোমার মনিবের উপর আর একজন মনিব আছেন যাঁর কাছে সব লেখা থাকৃচে।

নীলাম্বর। বাবু, আজ আমার চ'খ ফুটল, আর আমি চাকরির ভয়ে পরকাল নষ্ট করৃব না, আর আমি পাপের ভার বাড়া'ব না। আপনি আমায় পায়ের ধূলা দিন, আপনি আমায় ক্ষমা করুন, আপনি আমার পিতা। আমি উমানাথবাবুর বাড়ী বিক্রী যা'তে রদ্ হয় তাই ক'রে আমার পাপের যতটুকু হয় প্রায়শ্চিত্ত করৃব। আমি আর কাহাকেও ভয় করি না।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট।

ম্যাজিষ্ট্রেট, ইণ্টারপ্রিটার, ব্যারিষ্টার, সরকারি উকিল, চাপরাসি, জমাদার, দেবেন্দ্র, রমানাথ, উমানাথ, দীনেশ, যতীশ, নিমাই ইত্যাদি।

ম্যাজি। (রমানাথের প্রতি একখানি দলিল দেখাইয়া) Is this not your signature ? এ সহি তোমার না আছে ?

রমা। হ্যাঁ হুজুর, আমার সহি।

স-উকি। আপনি এ কাগজে কবে সহি করে দিয়েছিলেন ?

রমা। ওয়ারেণ্টের ভয়ে যখন ভবানীপুরে লুকিয়ে ছিলাম, তখন একদিন দেবেন্দ্রবাবুর কথাতে এই কাগজখানা সই করে দিই।

স-উকি। এখানা কিসের দলিল ?

রমা। আমার কাঁশারিপাড়ার বাড়ি বেচবার জন্য পাওয়ার দেওয়া। কাঁশারিপাড়ার বাড়িই কেবল আমি বেচবার পাওয়ার দিয়াছিলাম। (দলিলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) কিন্তু দলিলের নীচে দেখছি আমার বসত বাড়ীর অংশও বেচবার পাওয়ার দিয়েছি. এ অংশটা আমার হাতের লেখা নয়। আমি যখন দলিল সহি করিয়া দিই তখন বসত বাড়ির কথা লেখা ছিল না। এবং আমি লিখে দিই নাই।

স-উকি। এ দলিলের সাক্ষী নীলাম্বর সরকার তোমার সহি করবার সময় উপস্থিত ছিল ?

রমা। নীলাম্বর সহি করিবার সময় উপস্থিত ছিল না, সম্ভবতঃ পরে কাগজে সহি দিয়া থাকিবে।

স-উকি। তোমার বসত বাড়ীর দলিল কোথায় ?

রমা। আমার বসতবাড়ীর দলিল দেবেন্দ্রবাবুর কাছে। তাঁর আশ্রয়ে ছিলাম, তাঁ'কে ত কোনরকম অবিশ্বাস করিনি, দলিল ও সমস্ত কাগজপত্র তাঁ'র কাছেই রেখেছিলাম। তখন কি জানতাম যে দেবেন্দ্রবাবুই আমাকে ধরাইয়া দিবেন, আমার ও দাদার সর্ব্বনাশ করবেন !

স-উকি। তুমি যে কাগজপত্র দেবেনবাবুর কাছে রেখেছিলে সে সবগুলি কিসের ?

রমা। বিষয়সংক্রান্ত চিঠি ও অন্য কাগজ, দাদার হাতের লেখা চিটি তু'এক খানা তাঁর মধ্যে ছিল।

স-উকি। (একখানি কাগজ দেখাইয়া) এটা কার সহি ?

রমা। এটা দাদার সহির মতন দেখাচ্চে কিন্তু 'উ'এর টানটা দেখে মনে হয় যে তাঁর সহি নয়।

ম্যাজি। (ব্যারিষ্টারের প্রতি) Do you want to put him any question ?

ব্যারি। Yes Sir. (রমানাথের প্রতি) তুমি মারামারির জন্য জেল খেটেছিলে ?

রমা। হ্যাঁ জেলে গিয়াছিলাম, আমি মদ খেতাম আমার এই দোষ ছিল। তখন জানতুম না, পরে জেনেছি দেবেনবাবুই ষড়যন্ত্র ক'রে আমায় জেলে পাঠিয়ে, আমার সর্ব্বস্ব নিয়েছে।

ব্যারি। আমি যা' বলি তা'র কেবল উত্তর দাও। তুমি যখন কাঁসারিপাড়ার বাড়ী বেচবার পাওয়ার দাও, তখন তোমার দেনা যা' ছিল তা' কি কাঁসারিপাড়ার বাড়ী বেচলেই শোধ যেত ?

রমা। কাঁসারিপাড়ার বাড়ি উচিত মূল্যে বিক্রি হ'লে খুব সম্ভব শোধ যেত।

ব্যারি। তুমি সমস্ত দেনা শোধ করবার জন্যে ও দাদার সঙ্গে তোমার ঝগড়া ছিল তা'কে জব্দ কর্‌বার জন্যে কাঁসারিপাড়ার বাড়ি ও বসত বড়ি দুইই বেচবার পাওয়ার দিয়েছিলে—এ কথা সত্য কি না বল?

রমা। না, আমি বসতবাড়ি বিক্রি করবার পাওয়ার দিই নি।

ব্যারি। তুমি এটর্ণি নিমাইবাবুর বাড়ি কখন গেছ?

রমা। হঁ্যা গেছি, দাদার সঙ্গে মোকদ্দমার সময় পরামর্শ কর্‌তে নিমাই বাবুর বাড়ি গেছি।

ব্যারি। আর কখনও যাও নি?

রমা। না, সেই মকদ্দমার সময় ছাড়া যাই নি।

ব্যারি। আমি বল্‌ছি যে এই পাওয়ার তুমি নিমাই বাবুর বাড়িতে বসে সহি করেছিলে, দেবেনবাবুর ভবানীপুরের বাড়িতে নয়।

রমা। না ভবানীপুরের বাড়িতেই সহি করি।

ব্যারি। তোমার দাদা উমানাথবাবুর টাকাকড়ি সব নষ্ট হয়েছে?

রমা। দেশের কাজে তিনি তার অধিকাংশ টাকাই দান করে ফেলেছেন। আর আমি মোকদ্দমা করে থেকে কারবার উঠে গেছে, তা' বলে তাঁর খাবার পরবার কিছুই অভাব হয় নি।

ব্যারি। তাঁর কোন কাজের জন্য চার পাঁচ হাজার টাকা ধার লওয়া কি একেবারেই অসম্ভব?

রমা। একেবারেই অসম্ভব নয়, কোন লোকের জাতি কুল রাখার জন্য টাকার দরকার হ'লে যে কোন রকমে হ'ক জোগাড় ক'রে দেবেন, তবে—

ব্যারি। বাস্, আর ত কিছু তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি। তুমি যেতে পার।

(রমানাথের নামিয়া পার্শ্বে গমন)

স-উকি। দ্বিতীয় সাক্ষী—কেশবচন্দ্র রায়।

পেস্কার। কেশবচন্দ্র রায়কে বোলাও।

পিয়াদা। কেশবচাদ্ রায়, কেশবচাদ্ রায়, কেশবচাদ্—

(কেশবের প্রবেশ ও সাক্ষীর কাটগড়ায় গমন)

ইণ্টার। বল আমি ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি—

কেশব। ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি, যাহা বলিব সত্য, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না, কোন কথা গোপন করিব না।

স-উকি। তোমার নাম কি ?

কেশব। কেশবচন্দ্র রায়।

ম্যাজি। টুমি কি জান বোল।

কেশব। আমি এই দ্বিতীয় দলিলের কথা জানি। একদিন ভবানীপুরের বাড়িতে এ সম্বন্ধে নিমাইবাবুর সঙ্গে পরামর্শ হচ্ছিল শুনেছি,—উমানাথবাবুকে কি ক'রে জব্দ করা যায়, বাপ-পিতামহের ভিটা থেকে উঠাতে না পারলে জব্দ হ'বে না। অমনি নিমাই পরামর্শ দিলে যে একখানা জাল হাণ্ডনোট তৈয়ারি করে, তা'র বলে নালিশ করতে হবে। আর সমন টমন সব চেপে দিয়ে একেবারে বাড়ি নিলাম করিয়ে দিয়ে কারও নামে কিনে নিয়ে উমানাথকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেই ঠিক শোধ লওয়া হ'বে। উমানাথবাবুকে গুণ্ডা দিয়ে মারবার ষড়যন্ত্র আমি সব নিজের কাণে শুনিচি। দীনেশ এই কাগজ লিখিয়ে এনে যখন দেবেন্দ্রবাবুর হাতে দেয় তখন সেখানে এটর্ণি নিমাইবাবু

ছিলেন। দেবেন্দ্রবাবু সেইদিন দীনেশের হাতে পাঁচশত টাকা দেয় আমি দেখেছি।

ব্যারি। তুমি দেখেচ তার কি প্রমাণ আছে? কেন তুমি সেখানে গিয়াছিলে?

কেশব। আমি দেবেন্দ্রবাবুর কুমতলব বুঝ্‌তে পার্‌তুম। উমানাথবাবু আমার বড় হিতৈষী। আমি ছেলেবেলা থেকে বেশ গান গাইতে পার্‌তুম। উমানাথকে বিপদে ফেল্‌বার কোন দুষ্ট মতলব আছে কি না জানবার জন্য আমি অন্য উপায় না দেখে ছদ্মবেশে বাউল বা ভিখারি সেজে তাঁর বাড়িতে যেতুম। তাঁর গদাই নামে চাকরটাকে আমি মাঝে মাঝে দুই এক টাকা দিতুম; সে আমাকে গোপনে অনেক খবর দিত, আমাকে লুকিয়ে কথা শুন্‌তে দেখেও বলে দিত না।

ব্যারি। তুমি উমানাথবাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়েছ?

কেশব। হ্যাঁ আমি কর্জ্জ নিয়েছিলাম।

ব্যারি। তুমি কখন সুদ দিয়েছ?

কেশব। না, আমি সুদ দিতে চেয়েছিলাম তিনি সুদ নেন নাই।

ব্যারি। তুমি এখন আর কিছু তাঁর কাছে ধার?

কেশব। হ্যাঁ সামান্য তিনি পা'বেন।

ব্যারি। তুমি এবার নিয়ে কতবার সাক্ষী দিয়েছ?

কেশব। জীবনে এই আমি প্রথম সাক্ষী দিতে এসেছি।

ব্যারি। তুমি উমানাথবাবুর কাছে টাকা নিয়ে কোন হাতচিঠি লিখে দিয়েছে?

কেশব। না, আমি তাঁর কাছ থেকে তিন চার বার টাকা নিয়েছি কোন বারই তিনি কিছু লিখে নেন নি, আমি লিখি দিতে চেয়েছিলাম।

ব্যারি। Now from these statements your Honour will easily understand that this man is evidently paid for his false evidence and moreover I can prove that his character and the company he keeps are most objectionable. He is a professsional witness.

উকি। I strongly object to what my learned friend says. I can prove to your Honour that the witness possesses an excellent character. He is a teacher in a government school and is held high in the estimation of his people.

ব্যারি। My client is a man of position and of high education, he has been doing much for his country and our benign Government appreciating his merit very recently bestowed on him the title of Rai Bahadur ; his unique qualities can not permit him to commit such grave crimes. I pray your Honour would please take a note of the most defamatory remarks made by my learned friend and I shall prove to your Honour by evidences that my client was not even present at Bhawanipur on the day in questiones.

ম্যাজি। Yes, Mr. Mitter, I shall be very much pleased to see my friend, Mr. Ghose innocent, but this has to be proved. (উকিলের প্রতি) Please produce your other witness.

উকিল। নীলাম্বর সরকার।

ইণ্টার। নীলাম্বর সরকারকে বোলাও।

জমাদার। নীল্‌বার সরকা! নীল্‌বর সরকা! নীলবর—

(নীলাম্বর সরকারের প্রবেশ, সাক্ষীর কাটগড়ায় গমন ও শপথ পাঠ।)

উকিল। তোমার নাম কি?

নীলাম্বর। আমার নাম নীলাম্বর সরকার।

ইণ্টার। তুমি কোন জাতি?

নীলাম্বর। হুজুর আমি জাতিতে কায়স্থ।

ব্যারি। তুমি কি কর?

নীলাম্বর। আমি জমিদার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ ঘোষের জমিদারি সেরেস্তায় মুহুরিগিরি করি।

ব্যারি। তুমি কার পক্ষে সাক্ষী দিবার জন্য এসেছ?

নীলাম্বর। আমি সত্যের পক্ষে সাক্ষী দিবার জন্য এসেছি। যা' সত্য, যা' আজ পনের বৎসর ধ'রে দেখে আস্‌চি তাই বলতে এসেছি।

ইণ্টার। তোমায় যা' জিজ্ঞাসা করা হচ্চে তুমি তারই ঠিক উত্তর দাও। বাজে বক্‌লে সাজা হ'য়ে যা'বে।

নীলাম্বর। সাজার ভয় আর করি না, মনিবের জন্য অনেক জাল জুয়াচুরি, মারপিট্‌, ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার সহায়তা করিচি, আজ যে সাজা হয় হোক, ধর্ম্ম ঢের সয়েছে আর সইবে না। উমানাথ বাবু দেবতা, দেখি তাঁ'র কে অনিষ্ট ক'র্‌তে পারে!

ব্যারি। Your Honour will no doubt understand what nonsense this man is speaking. I doubt whether he is in his senses.

উকিল। তুমি এই মোকদ্দমা সংক্রান্ত দেবেন্দ্র বাবু যা' কিছু জাল ও ষড়যন্ত্র করেচেন সে সম্বন্ধে কি জান ?

ব্যারি। I object to such a question.

নীলাম্বর। হুজুর, এই রমানাথ বাবুর নামের যে দলিল উহা সম্পূর্ণ জাল, রমানাথ বাবুর নামে যে মারপিটের মোকর্দ্দমা হয়েছিল, তা' সম্পূর্ণ সাজান। শঙ্করলালকে কেউ মারেনি, তা'কে ঐরূপ শিখিয়ে পাঠান হয়েছিল, সে জন্য তা'কে দু'শ' টাকা দেওয়া হয়েছিল। তা'রপর ভবানীপুরের বাড়িতে দেবেন বাবুই রমানাথ বাবুকে ভয় দেখিয়ে লুকিয়ে রেখে তা'র কাছ থেকে জোর ক'রে সব লিখিয়ে নিয়ে শেষে ইন্সপেক্টার ললিত চাটুয্যেকে দিয়ে ধরিয়ে দেন। মদন রায়ের জমিদারি বাড়িঘর ইনি মিথ্যা মোকদ্দমা ক'রে নিয়েচেন।

ম্যাজি। I don't want these things from him. (উকিলের প্রতি) You may produce if you have any more witness to examine.

ইণ্টার। তোমাকে যা' জিজ্ঞাসা করা হচ্চে তা' ছাড়া তুমি পাগলের মত বক্‌চ কেন ?

ব্যরি। He is surely a mad chap.

উকিল। তুমি উমানাথ বাবুকে গুণ্ডাদিয়ে মারবার ষড়যন্ত্রের কিছু জান ?

নীলাম্বর। আজ্ঞা দীনেশ আবদুলকে ডেকে এনেছিল, কথা হয়েছিল সে উমানাথ বাবুর পা হাত ভেঙ্গে দেবে, তা'কে পাঁচশ' টাকা দিতে হ'বে দীনেশের সঙ্গে কথা হয়। উমানাথ বাবু সমিতি থেকে রাত্রে যখন বাড়ি আস্‌বেন সেই সময় মার্‌বে এ কথাও হয়। যতীশ, শঙ্করলাল, দীনেশ এদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এই সব ঠিক হয়।

ম্যজি। (উকিলের প্রতি) Have you got anything more to ask ?

উকি। Yes, your Honour ; this witness will speak further regarding the second charge and I shall produce more important evidences as well.

দেবেন্দ্র। No need of further evidence, I confess to your worship that I am guilty of all the charges brought against me. Punish, punish me, Sir I do deserve it.

ব্যারি। What's this ! আপনি কি বল্‌চেন্‌, আপনার নানা দুশ্চিন্তায় মাথা খারাপ হয়েছে দেখছি ! (ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি) The accused is a gentleman of high repute, he is quite innocent and as he had never been in the box before, he is somewhat bewildered. I pray your Honour to postpone the hearing to-day and pass an order to remove the accused immediately and place him under proper medical care. I still hold my client quite innocent and I have got sufficient evidence to prove his innocence.

ম্যাজি। Very well Mr. Mitter, I am quite agreeable to your proposal ; he can withdraw what he has said.

দেবেন্দ্র। No Sir, I admit every bit of what Nilambar has said as true and I am prepared for the worst. Pray, deliver your judgment Sir.

নিমাই। দেবেন বাবু আপনি একি বল্‌চেন্‌ ?

ম্যাজি। My friend, you will be punished for your confession, think once more.

দেবেন্দ্র। I have thought enough and I am prepared for the punishment.

উমানাথ। হুজুর দেবেন বাবু প্রকৃতই ভাল লোক, দৈবগতিকে কুলোকের পরামর্শে হয়ত এ কাজ করে থাকবেন। আমার প্রার্থনা আপনি দেবেন্দ্র বাবুকে খালাস করে দিন, আমি আমার নালিশ তুলে নিচ্চি। যদিও non-conpoundable offence, আপনি মনে ক'রলে নিশ্চয় খালাস দিতে পারেন।

দেবেন্দ্র। না, আর না, আমার লোক নীলাম্বরের অসহ্য হয়েছে,—আর না, আমি কর্ম্মফল ভোগ ক'রব, আর দয়া করে আমার পাপের বোঝা বাড়াবেন না। উমানাথ বাবু যদি পারেন যতীশ, দীনেশ প্রভৃতি আর সবকে বাঁচান। আর ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব আপনাদের আইনের ধারার উচ্চ দণ্ড যা' আছে আমার প্রতি সেই দণ্ডের হুকুম দিন, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ক; আমায় চির জীবনের জন্য দ্বীপান্তর দিন।

উমানাথ। দেবেন বাবু, ভাই, তোমার দ্বারা আমার কোন অনিষ্টই হয় নাই, তুমি আমার বন্ধু, আমাদের উভয়ের পিতা পিতামহের সময় থেকে সম্পর্ক। তোমার উপর আমার রাগ নাই, আমি সকলের সাক্ষাতেই বল্‌চি আমি আগে জান্‌লে কখনই এতদূর হ'ত না, এ মোকদ্দমা আমি রুজু করি নি। তুমি আমার ভাইয়ের মত, আমার উপর অভিমান করো না। তুমি ক্ষান্ত হও, আজ দশ বৎসর ধ'রে যেমন দু'জনে দেশের সেবায় কাটিয়েছি এস এবার থেকে দু'জনে একপ্রাণ হয়ে দেশের জন্য মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য বাকি জীবন উৎসর্গ ক'রে ধন্য হই।

ম্যাজি। Mr. Umanath, I do really admire your greatness. I have never come across such a noble character in the whole course of my career as a Magistrate. I do feel proud in having you as my friend. At your request, I shall secure pardon for Mr. Ghosh and get him discharged, only he must help us in bringing these scoundrels to book. Arrest them—যতীশ, দীনেশ, and নিমাই, Inspector. Good bye, Mr. Umanath.

সপ্তম দৃশ্য।

উমানাথের বাটীর বারান্দা।

প্রভা, বিভা ও দাসী।

প্রভা। (দাসীর প্রতি) আর কে সেখানে আছে দেখ্‌লে?

দাসী। কে আর থাক্‌বে বৌদিদি, একটী তোমাদেরই বয়সী তা'র কে হয় জানিনা সেই শুনলুম্ ক'দিন এসে রয়েছে।

প্রভা। তিনিই কি আমাকে চিঠি লিখেচেন?

দাসী। তা' আমি জিজ্ঞাসা করিনি, বোধহয় তিনিই লিখে থাকবেন, তা না হ'লে আর লেখবে কে? গুরুমা ত বিছানায় প'ড়ে আছেন।

প্রভা। একেবারে তিনি কি আর উঠতেই পারেন না?

দাসী। বলে উঠবে! একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশে রয়েছে, কথা কইতেই বলে কত কষ্ট হচ্চে!

প্রভা। তা হ'লে অবস্থা খুবই খারাপ হ'য়ে গেছে বল।

দাসী। খুব খুব, তাতে আর আছে কি, কেবল হাড় ক'খানাতে প্রাণ টুকু এখনও লেগে আছে বৈত নয়। আহা বৌদিদি কি আর ব'লব তোমায়, তেমন বর্ণ একেবারে যেন কালি হ'য়ে গেছে, দেখলে বুক্‌টা যেন ফেটে যায়। বাঁচবের আশা আর কিছুই নাই।

প্রভা। আহা এমন হয়েছে, আমাদের এত কাছে থাকতেও আমরা শুনিনি! এ অসুখ কত দিন ধ'রে হয়েছে শুন্‌লে কিছু?

দাসী। সেই মানুষটী আমার কানে কানে বল্‌লেক্ বৌদিদি, যে দিন থেকে আমাদের বাড়ী থেকে ছেড়ে দিয়ে গেছে সেই দিন থেকেই বেয়ারাম ধরেছে। আমায় অনেকবার ব'লে দিলেক্ একবার যেন সবাই দেখতে যান, বাবু শুদ্ধু যেন অতি অব্বিশ্যি যান।

প্রভা। বামার মা, তা হ'লে আমিই হয়ত তা'র এই মৃত্যুর কারণ, তা'র কাছে একবার যা'বার জন্য বড় আমার প্রাণের ভিতর কেমন কচ্চে, কিন্তু আমি এ মুখে কি ক'রে যা'ব।

বিভা। মা, আর দেরি করলে হয়ত তাঁ'কে দেখতে পা'বে না, আজই বাবা এলে চল, আমিও যা'ব মা।

প্রভা। বিভা, তাঁর যা'বার জন্য আমাকেও অনেক অনুনয় ক'রে লিখেচে, তিনি কি যা'বেন!

বিভা। আমি বল্‌ব তা হ'লেই বাবা যা'বেন।

দাসী। বৌদিদি তোমরা তিন জনেই যেও, এ সময়ে আর কি মনে ক'রবে বৌদিদি। বিভাকে বড় ভালবাসে, এ সময় দেখলেও মনটা সন্তুষ্ট হ'বে।

প্রভা। তোমায় তিনি নিজে কিছু বল্‌লেন কি?

দাসী। তোমাকে বিভাকে দেখতে ইচ্ছে হয় অনেক কষ্টে এই কথাটী একবার আমায় বলেছিল, সবাই কেমন আছে জিজ্ঞাসা করেছিল

আর কিছু বল্‌তে পারলে না, চ'খের জলে আর কোন কথা বেরুল না।

প্রভা। আহা হয়ত টাকার অভাবে কত কষ্টই হ'চ্চে, হয়ত সেই জন্য চিকিৎসা করাতেও পারে নি, শেষে বিদেশে বিঘোরে প্রাণ যা'বে!

দাসী। না বৌদিদি, ট্যাকার জন্যে বোধ হয় তার কষ্ট নেই, জিনিষ পত্র ঘরদোর দেখে মনে হয় সে কষ্ট নেই, তার রোগের যন্ত্রন্নাই বড়। যা' হোগ্‌ তুমি গিয়ে যা' কর্‌তে হয় সব ব্যবস্থা ক'রে এস। মানুষটা বড় ভাল. আমায় আমার দেশের কথা, কত কথা সব জিজ্ঞেসা কর্‌ত।

প্রভা। আর আমি তার এখন কি কর্‌তে পার্‌ব, বাবু এলেই আমি তাঁকে বল্‌ব, গিয়ে একবার দেখে আস্‌ব এই পর্য্যন্ত।

দাসী। তাই যেও বৌদিদি, আমিও আবার কাল গিয়ে দেখে আস্‌ব। এখন ঘর ধুতে হ'বে যাই।

[দাসীর প্রস্থান।

বিভা। মা, গুরুমার জন্যে আমার বড় মন কেমন কচ্চে।

প্রভা। বিভা মা, কাঁদিস্‌ নে, তিনি ভাল হ'য়ে যা'বেন, ভাল হ'লে আবার তোমায় পড়া'তে বল্‌ব।

অষ্টম দৃশ্য।

প্রতিভার কক্ষ।

প্রতিভা ও কমল।

প্রতিভা। কত বৎসর হ'য়ে গেল, নীরবে যে জ্বালা মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি, যাঁর মূর্ত্তি হৃদয়ের মাঝে রেখে পূজা ক'রেই অসীম তৃপ্তি পেয়েছি, কমল, ভাই, আজ এ সময় সমস্ত রোগের জ্বালাকে

ঠেলে রেখে একবার তাঁ'কে দেখবার জন্য এত অধীর হচ্চি কেন?

কমল। বোধ হয় তিনি আজ আসবেন্ তাই তোমার মনের ভিতর এমন হচ্চে।

প্রতিভা। তিনি কি আসবেন, দেরি হ'লে কি আর দেখা হ'বে? উঃ বড় যাতনা।

কমল। ভাই প্রতিভা, এ অবস্থায় এত অধীর হও না, এতে অসুখ বাড়বে।

প্রতিভা। আর কি বাড়বে কমল, আর কি বাড়বার কিছু বাকি আছে। আজ আর রাত কাটবে না। আমি তাঁ'র আশা করি না।

কমল। ও রকম কথা কেন মনে করচ, তুমি ত পর পর ভাল হচ্চ, ডাক্তার বলচেন। তুমি যে বারণ কচ্চ, তা' না হ'লে আমি নিজে গিয়ে বল্লে, কি তোমার যথার্থ পরিচয় দিয়ে লিখ্‌লে, আমি বলচি উমানাথ বাবু তোমাকে এ সময়ে নিশ্চয়ই দেখ্‌তে আসবেন।

প্রতিভা। কমল ভাই, তুমি এ সময় না এলে আমার কি দশা হ'ত। তোমার কাছে আমার একটী অনুরোধ, আমি মরলে—

(জীবন ও ডাক্তারের প্রবেশ।)

ডাক্তার। আজ আপনি এখন কেমন আছেন? দেখি দিন ত আপনার হাতটা।

কমল। আজ বড় যন্ত্রণা হচ্চে, আজ অতি কষ্টে কথা কইচেন।

জীবন। প্রতিভা, কোঁনখানটা কি যাতনা হচ্চে ডাক্তার বাবুকে সব ভাল ক'রে বল।

প্রতিভা। সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা হচ্ছে কি আর বলব।

ডাক্তার। কেন আজ ত আপনি অনেক ভাল আছেন দেখ্‌চি, আপনার অসুখ ত বার আনা ভাল হ'য়ে গেছে। (জীবনের প্রতি) কি খেতে ইচ্ছে করেন?

জীবন। কিছুই ত খেতে চান না, কাল সমস্ত দিনরাতে বোধ হয় একপোয়া দুধও খান নাই।

ডাক্তার। না, না, খেতে হ'বে, এখন খাওয়া দরকার। এই কাহিলের জন্যইত এত কষ্ট পাচ্চেন।

জীবন। আমি বলছিলাম আর একজন কোন বড় ডাক্তারের সঙ্গে একবার consult করলে হয় না।

ডাক্তার। আপনারা ভয় পাচ্চেন কেন, এঁর কি হয়েছে, আজ একটু ঝোল খান, কাল আমি ভাত দোবো। এখানে আর কোন্ ব্যাটা ডাক্তার আছে যে consult ক'রব? এ্যালোপ্যাথ ব্যাটাদের আমি যম মনে করি।

জীবন। না সে সম্বন্ধে আপনি যা' ভাল বুঝবেন্ তাই করবেন, আমরা আপনার হাতে রেখেই নিশ্চিন্ত আছি। আজ একটু ওষুধ দেবেন না?

ডাক্তার। আপনারা লে ম্যান, আপনারা মনে করেন রোজ রোজ ওষুধ দিলেই বুঝি ভাল হয়। এ সব higher dilution ওষুধ, দশ দিন পনের দিন অন্তর আমরা এক ডোজ্ দিয়ে থাকি। আচ্ছা শিশিটা নিয়ে আসুন, আজ একটী ডোজ্ ওষুধ দোবো রাত্রে খাইয়ে দেবেন, তারপর আর সাত দিন পরে আর একটী ডোজ দোবো, বাস্।

[ডাক্তার ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ জীবনের প্রস্থান।

প্রতিভা। বুকের ভিতর জলে যাচ্চে, একটু জল।

কমল। (মুখে জল দিয়া) ভাই শুন্‌লে ত ডাক্তার খাবার জন্য বিশেষ করে বলে গেলেন।

প্রতিভা। আমার এখন বড় কষ্ট হচ্চে, মামা কোথা গেলেন ?

কমল। মামা বোধ হয় বাইরেই আছেন, ডাক্‌ব ?

প্রতিভা। না।

(প্রভা ও বিভার প্রবেশ।)

প্রভা। আপনার এমন অসুখ তাত আমি জানি না, এখন কেমন আছেন ?

প্রতিভা। দিদি এসেছেন ! বিভা—

প্রভা। (চোখের জল মুছাইয়া দিয়া) আপনি ভাল হ'য়ে যা'বেন, কাঁদবেন না, এই বিভাও এসেছে।

কমল। বাবু এলেন না ?

প্রভা। তিনিও এসেছেন, বাহিরে বসে আছেন।

প্রতিভা। তিনি এসেছেন ! (কমলের প্রতি) এইখানে ডেকে নিয়ে এসো। [কমলের প্রস্থান।

দিদি বড় যাতনা, আমার বড় ভাগ্য আপনি এসেছেন, তিনি এসেছেন। (বিভার প্রতি) বিভা, মা, কাছে এস। ভাল আছ ?

বিভা। আপনি কেমন আছেন, আমি ভাল আছি।

প্রতিভা। আমার বড় অসুখ, আমার শেষ সময় হয়েছে।

প্রভা। আমাদের এত কাছে রয়েছেন, বিদেশে একলা, আমাকে একটু খবর পাঠান নি কেন ?

প্রতিভা। দিদি, আমার আর বাঁচবার দরকার নেই, তাই খপর

দিই নি, এখন আশীর্ব্বাদ কর যেন মৃত্যুর আর বিলম্ব না হয়। প্রাণ যায়, বড় পিপাসা, জল।

প্রভা। (জল দিয়া) আপনার যাতনা কি হচ্চে ?

(কমল ও উমানাথের প্রবেশ।)

(প্রভা মাথার কাপড় একটু বেশি টানিয়া দিয়া সরিয়া গিয়া অন্যদিকে একটু ফিরিয়া বসিলেন।)

কমল। আপনি অনুগ্রহ ক'রে একটু কাছে এসে বস্‌বেন, আপনার জন্য উনি বড় আশা ক'রে আছেন।

উমানাথ। (উপবেশনান্তে একটু অন্য দিকে চাহিয়া কমলের প্রতি) উনি আমার মেয়েকে অনেক পড়াশুনা শিখিয়েছেন, বাড়ীতে ওঁর সকলের সঙ্গে বেশ জানাশুনা আছে, আর তা' ছাড়া বিভার উপর ওঁর জোর আছে। আমার সঙ্গে না' আবশ্যক কেন আমায় একটু সময় থাকতে ব'লে পাঠান নি ? এখন দেখ্‌ছি ত বড়ই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েচেন।

প্রতিভা। আমার প্রাণের দেবতা এসেছেন !

উমানাথ। কে আপনি ? এ স্বর যেন কখন শুনেছি মনে হচ্চে।

প্রতিভা। একদিন শুনেছিলেন, সময় থাকতেই ব'লেছিলুম, আর সময় নাই, আর দুঃখ নাই, আজ সেই সোণার ছবি ফুটে উঠেচে।

উমানাথ। (প্রতিভার দিকে চাহিয়া) কে আপনি, প্রতিভা ?

প্রতিভা। একদিন আপন মনে আপনার হাত ধরে আহ্বান করেছিলাম, আজ দয়া ক'রে একবার দাসীর হাতে হাত দিন। আর ক্ষমতা নাই। (উমানাথ হস্ত নিকটে আনিলে উহা উভয় হস্তে ধারণ করিয়া প্রভার প্রতি) দিদি মনে আছে একদিন বলেছিলাম

আপনাকে ব'লব ; আজ শুনুন, ইনিই আমার ইহ ও
দেবতা—ইনিই আমার সেই প্রাণেশ্বর।

উমানাথ। আপনার এ অবস্থায় বেশি কথা কইবেন না, আমি
বুঝতে পাচ্ছি না, আপনি ভাল হ'ন, আপনার কাছে সব

প্রতিভা। প্রাণ যায়—বড় কষ্ট—প্রাণেশ্বর আজ আমার
(কমলের প্রতি চাহিলেন)।

প্রভা। দিদি, আমায় ক্ষমা কর, আমি না বুঝে তোমাকে কি
দিয়েছি, আমিই তোমার মৃত্যুর কারণ।

প্রতিভা। না।

কমল। (বিছানার নিচে হইতে একখানি উইল লইয়া
প্রতি) প্রতিভা কিছুদিন পূর্ব্বে একটা উইল করেছে।
পিতার নগদ ও স্থাবর অস্থাবর যে সব সম্পত্তি ছিল তা'
বিক্রি ক'রে সাত লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ কেনেন,
ঐ টাকার সুদে আরও দুই লক্ষ টাকার কাগজ হ'য়েছে।
সমস্ত কাগজের মধ্যে আট লক্ষ টাকার কাগজ উনি
নামে সই ক'রে দিয়েছেন এবং উহা সমস্ত স্ত্রীলোকদের
জন্য বান্ধব সমিতিতে দান ক'রেছেন। নগদ দশ হাজার
ও যা' কিছু অলঙ্কার আছে সমস্ত বিভার বিবাহে যৌতুক
দিয়েছেন। আর বাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা ও একলক্ষ
কাগজ আপনার স্ত্রী শ্রীমতী প্রভাবতীকে দিয়েছেন, ও
এই পঞ্চাশ হাজর টাকায় একটী মন্দির তৈয়ারি ক'রে তা
পাশের ঘরে আপনার যে প্রস্তরমূর্ত্তি আছে উহা প্রতিষ্ঠা
আর ঐ লক্ষ টাকার সুদ থেকে দেশের ইংরাজি শি
কিশোরী ও যুবতীরা যা'তে এইখানে এসে উপযুক্ত শিক্ষা

স্বামীভক্তি শিখ্‌তে পারে আর হিন্দু রমণীর কর্ত্তব্য শিক্ষা করতে পারে, আপনার সাহায্যে তা'র ব্যবস্থা করেন। (উইল উমানাথ বাবুর হস্তে সমর্পণান্তে, পার্শ্বের ঘরের দরজার পরদা সরাইয়া) এই সেই প্রস্তর মূর্ত্তি—আদর্শ চরিত্র, আদর্শ স্বামী, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ দাতা, প্রতিভার আরাধনার দেবতা শ্রীউমানাথ।

। প্রতিভা, প্রতিভা, (প্রতিভার নিকটে আসিয়া) আহা-হঃ, ন শেষ, সকল জ্বালার অবসান! মানুষের এই ধ্রুব পরিণাম! প্রতিভা, তুমি বিজেতা, আমি পরাজিত। ধন্য তোমার উৎসর্গ। তোমার মৃত্যুর সঙ্গে সত্যই তুমি আজ মুক্ত। যাও দেবী, সেই বাসনা কামনার অনধিগম্য সেই দেশে, যেখানে ত্যাগ ও ক্ষমার পুরস্কার আছে, যেখানে অত্যাচার অনাচারের প্রতিকার আছে, বা যেখানে অত্যাচার, অনাচার, অবিচার নাই। যাও সেই দেশে যেখানে অনন্ত জ্বালা জুড়াবার জন্য মরণের অপেক্ষায় ব'সে থাকতে হয় না, বা যেখানে জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই, প্রতারণা নাই, মৃত্যু নাই। যাও সেই দেশে যেখানে একের জন্য অন্যকে প্রাণ দিতে হয় না বা প্রাণের জন্য যেখানে মায়া নাই, মমতা নাই, সকলের জন্য সকলের প্রাণ উৎসৃষ্ট! যেখানে আকাঙ্খার তাড়না নাই, প্রণয়ে বিরহ নাই, প্রতিষ্ঠার জন্য সাধনা নাই। আজ বুঝলাম আমার অহঙ্কার ব্যর্থ, কর্ম্ম মিথ্যা, সাধনা বিফল, কিন্তু আজ আমার সফল স্বপন।

যবনিকা পতন